উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আহমেদাবাদের মারণ উড়ান থেকে পুনের সেতু দুর্ঘটনা বা সেই মহেন-জো-দারো হরপ্পার ধ্বংস হওয়া, দুর্যোগ আমাদের জীবনে বহুদিন ধরেই। ফায়দা তুলতে বিপর্যয় নিয়ে বহু ব্যবসা হয়েছে। এবারের প্রচ্ছদ তা নিয়েই।

বিপর্যয়

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

ইসফাহানে হামলা

শনিবার ভোররাতে ইরানের ইসফাহানে পরমাণু কেন্দ্রে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েলি হামলা কেন্দ্রীভূত হয় ইরানের কোম শহরে। ১০

লাভপুরে বোমাবাজি, মৃত ২

গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে রাতভর দফায় দফায় ব্যাপক বোমাবাজি লাভপুরের হাতিয়া গ্রামে। বোমা বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩২°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৭°

নীরজের বড় প্রাপ্তি

২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে সোনা হাতছাড়া হয়েছিল। তবে, ২০২৫-এ প্যারিস ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতে মরশুমের প্রথম বড় খেতাব জয় করলেন অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া। ১৯

শিলিগুড়ি ৭ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 22 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 35

মাথায় হাত শিক্ষকদের

মানেকার জন্য মিড-ডে মিল লালু-ভুলুদেরও

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও শুভজিৎ দত্ত

বীরপাড়া ও নাগরাকাটা, ২১ জুন : হোঁৎকা, লেজকাটা, লালু, কালু, ভুলুরাও স্কুলে যায়। তবে ওরা যায় শুধু মিড-ডে মিল খেতে। কারণ ওরা সারমেয়। বেওয়ারিশ হওয়ায় ওদের পরিচিতি নেড়িকুকুর হিসেবে। এর বাড়ি ওর বাড়িতে তো বটেই, স্কুল চত্বরে পড়ুয়াদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা খেতেও ওদের বরাতে জোটে লাথিঝাঁটা। তবে এবার মিড-ডে মিলে ওদের অধিকারে সিলমোহর দিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। পশু অধিকার কর্মী মানেকা গান্ধির 'সৌজন্যে' এবার থেকে মিড-ডে মিলের ভাগ পাবে নেড়িরাও। স্কুল চত্বরের বাইরে ওদের জন্য প্রতিদিন একবেলা করে মিড-ডে মিল বরাদ্দ করতে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের (ডিইও) পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প আধিকারিক তথা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব। যদিও সচিবের নির্দেশিকায় মাথায় হাত পড়েছে প্রধান শিক্ষকদের।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক সঞ্জীব দাস জানিয়েছেন, বিদ্যালয়গুলিকে এব্যাপারে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাড়তি খাবারই পথকুকুরদের দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে অবলা জীবজন্তুদের প্রতি শিশুকিশোরদের মমত্ববোধ জাগ্রত হবে।'

আলিপুরদুয়ারের ডিইও জিতেন তামাং শনিবার বিকেলে বলেছেন, 'আমি এখনও এধরনের নির্দেশ পাইনি।' তবে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রত্যেকটি স্কুল শিক্ষকের কাছে অবশ্য পৌঁছে গিয়েছে ২০ জুন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিবের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকার কপি। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

'সুপার্ব' সেঞ্চুরির পর সামারসল্ট সেলিব্রেশন ঋষভ পন্থের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শনিবার লিডস টেস্টে।

ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে শাহবাজ সরকার

ট্রাম্পকে নোবেল দিতে পাক-সুপারিশ

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ২১ জুন : শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলে তিনি যে মোটেও অখুশি হবেন না, অতীতে একাধিকবার সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাঁর সেই স্বপ্নপূরণের দাবিতে জোর সওয়াল করল পাকিস্তান। ট্রাম্পের মধ্যস্থতাতেই যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে তা জোর গলায় জানিয়েছে ইসলামাবাদ।

শাহবাজ শরিফ সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ট্রাম্পের কূটনৈতিক চেষ্টায় দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে সমালোচনার ঝড় বইছে ঘরে-বাইরে। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি মালিহা লোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'সরকারের এই পদক্ষেপ দুর্ভাগ্যজনক। গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যাকে সমর্থনকারী একজন মানুষ... এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁকে নোবেল দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে মন্তব্য করেছেন খোদ ট্রাম্প। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

প্রতারণায় পুরকর্মী গ্রেপ্তার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : সাইবার ক্রাইম, আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের জারি করা ওয়ারেন্ট থেকে সিবিআই জুজু- নানাভাবে ভয় দেখিয়ে কলকাতার এক প্রবীণের সঙ্গে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে পুরনিগমের এক মহিলা কর্মীকে গ্রেপ্তার করল লালবাজারের সাইবার পুলিশ স্টেশনের আধিকারিকরা। শনিবার বিশেষ দলটি শিলিগুড়িতে এসে আশ্রমপাড়ার বাড়ি থেকে বছর ৫২-র ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম দেবযানী নাগ বিশ্বাস। দেবযানী বর্তমানে ২ নম্বর বরো অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লাক পদে কর্মরত, জানিয়েছেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত। ঘটনায় অপর অভিযুক্ত হায়দরপাড়ার বাসিন্দা এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। তার নাম কুন্দন মিশ্র। ফালাকাটায় বাড়ি হলেও বাবার চিকিৎসার কারণে ওই আইনজীবী তিন বছর ধরে পরিবার নিয়ে হায়দরপাড়ার এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে। এদিন দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে সাইবার পুলিশের বিশেষ টিম।

অভিযোগ, গড়িয়াহাটের এক প্রবীণের কাছে গতবছর সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখ একটি ফোন আসে। রিসিভ করার পর উলটোপাশ থেকে এক ব্যক্তি নিজেকে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ট্রাই) কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়।

নথি জালের অভিযোগ

ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সে জানায়, ওই প্রবীণ নাকি একটি অশ্লীল ভিডিও পর্ণ সাইটে আপলোড করেছেন। প্রতারিতর অভিযোগ, 'আমি বিষয়টি অস্বীকার করলে, সে ফের দাবি করে এই ফোন নম্বর ব্যবহার করা ডিভাইস থেকেই নাকি ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে।' তারপর ধীরে ধীরে প্রবীণকে প্রতারণার *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

পুলিশের জালে সুপারি মাফিয়া

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ জুন : নকশালবাড়িতে পুলিশের জালে ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রের মূল পান্ডা। ধীরাজ ঘোষ নামে ওই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন পুলিশের খাতায় ফেরার ছিলেন। তাঁকে ধরতে তক্কেতক্কে ছিল পুলিশ। শনিবার নকশালবাড়িতে পা রাখতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁকে। পুলিশের দাবি, ধীরাজ মায়ানমার সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে চোরাই সুপারি এনে জাল কাগজপত্র বানিয়ে তা পাচার করতেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ধীরাজের স্ত্রী একজন জিএসটি আধিকারিক। এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এর আগে কর ফাঁকিরও অভিযোগ উঠেছিল।

ধীরাজ গ্রেপ্তার হতেই তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ভিড় জমাতে শুরু করেন নকশালবাড়ি থানায়। আসেন ধীরাজের স্ত্রীও। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়, নকশালবাড়ির সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্র থানায় দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ধৃতকে। থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ধীরাজের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর অভিযান চালিয়ে সুপারিবোঝাই লরি সহ উত্তরপ্রদেশের দুজনকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পরে ৭ অক্টোবর ঘোষপুকুর ও বিধাননগর পুলিশের অভিযানেও চারটি সুপারির লরি সহ ৮ জন গ্রেপ্তার হয়। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সাফল্য। দাম্পত্যের বিগত দিনের সমস্যার সমাধান হবে। অকারণে অর্থের পেছনে ছুটে লাভ নেই। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে সপ্তাহের শেষভাগে চিন্তা কাটবে।

বৃষ : বেহিসাবি খরচে রাশ টানতে পারলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার পক্ষে আসতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। ভাইয়ের সঙ্গে চলা বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে।

মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। চিকিৎসায় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে গিয়ে বিপত্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি।

কর্কট : স্বাধীনভাবে নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণে সম্ভাবনা। মায়ের পরামর্শে সংসারের সংকটমুক্তি হবে। অবিবাহিতদের বিবাহের কথাবার্তা স্থির হতে পারে। অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদগণের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি লাভ। পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়াবেন না।

সিংহ : এ সপ্তাহে সঞ্চয়ে মনোযোগ বাড়বে। অকারণেই আবেগের বশে কোনও মূল্যবান দ্রব্য কিনে অনুশোচনা। নিজের বুদ্ধির ভুলে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে অসংযমী কথা বলে ফেলে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ।

কন্যা : স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মে সাফল্য আসবে। কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তিতে আনন্দ। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মায়ের সুস্থতায় স্বস্তি পাবেন। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। আপনার উদাসীনতার কারণে ব্যবসায় ক্ষতির মুখে দেখতে হতে পারে।

তুলা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। ব্যবসায় অর্থাগম চললেও কর্মচারী সমস্যায় চিন্তা থাকবে। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। আপনার উদার মানসিকতা ব্যবহার করে কেউ কেউ লাভবান হতে চাইবে। পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

বৃশ্চিক : বৃত্তিমূলক কাজের সুযোগ মিলবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাড়িতে স্বজন সমাগমে আনন্দ। সারা সপ্তাহ ধরে নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় আটকে থাকা ব্যবসার অগ্রগতি হবে। দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা হবে।

ধনু : অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। অবিবাহিত কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। যে কোনও বিবাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পাওনা টাকা আদায়ে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না। সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। এ সপ্তাহে আপনার বুদ্ধিমত্তার জয় হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। প্রেমে মনোমালিন্য।

মকর : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে হওয়া কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। আটকে থাকা যোগাযোগ শুরু হবে। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। অধ্যাপক, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণ তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজে থেকে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হতে পারে। পেটের কারণে সমস্যা বাড়বে।

কুম্ভ : অংশীদারি ব্যবসায় লাভ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে অশান্তি হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা লাভ। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট হলেই ভালো থাকবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিশ্বাস করে অযথা ভুল বুঝে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারেন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ পেতে পারেন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

পাত্র চাই

■ পাত্রী সুশ্রী, SC, ৪'-৮"/২৭, বিকম, ইংরেজি-মিডিয়ামে চাকরিরতা, ছোট কন্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, ৩৫ বছরের মধ্যে পাত্র কাম্য। 8927557543, 7003563779. (C/116931)

■ পাত্রী 5'-2", B.A., একমাত্র মেয়ে, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সরকারি চাকরি অগ্রগণ্য। (M) 8509035945. (C/113521)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ EB, কর্মকার, মালদার চাঁচল নিবাসী, 34/5'-3", M.A. (Bengali), ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বেঃ সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। (M) 9434381504. (C/116933)

■ নমশূদ্র, ২৯/৫'-২", ফর্সা। J.R.F. সহ NET পাশ, Ph.D পাঠরতা। পিতা-মাতা সরকারি চাকরিরতা। প্রফেসর/সরকারি আধিকারিক/ডাক্তার পাত্র চাই। (M) 9609396631. (B/B)

■ কায়স্থ, 30+/5', B.Sc. (CU), ফর্সা, সুন্দরী, কেঃ সঃ চাঃ (Group-C), পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মালদা অগ্রগণ্য। (M) 8759022970. (C/116941)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 30/5'-3", M.A., B.Ed., সঃ চাকরিরতা। উচ্চশিক্ষিত, সঃ/বেঃ চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 37, শুধুমাত্র কোচবিহার কাম্য। ফোঃ 9641552823. (C/115973)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, 28/5'-2", M.A., B.A. (Music), বাবা Retired Govt. Service, মাতা Housewife. নমশূদ্র পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ির মধ্যে। Caste no bar. Mo. 8653061606. (C/116932)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex-Officer, 32/5'-1", B.Com. (H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7031027900 (সাক্ষাতে দেখাশোনা কাম্য)। (C/115595)

■ রজক (ধোপা), 29/5'-4", স্নাতক, সুশ্রী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। কোচবিহার। (M) 7602826372. (C/115975)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 25/5'-2", সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ভালো স্বভাবের পাত্র কাম্য। 9734488572. (C/116831)

■ ঘোষ, 23/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, গান জানা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9593965652. (C/116831)

■ মধ্যবিত্ত, 28/5'-3", B.Sc. Pass, Home Tutor, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পরিবারের পাত্র চাই। 7407777995. (C/116830)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য সরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/116830)

■ SC, 25/5'-3", M.A.Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 7003763286. (C/116830)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 38+/5'-6", ফর্সা, ডিভোর্সি, ইস্যুলেশ, M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 45, ইস্যুলেশ পাত্র চাই। (M) 9134452339. (C/116957)

■ দাশ, কায়স্থ, শ্যামবর্ণা, 29/5'-2", সরকারি চাকরি, শিলিগুড়ি, অনূর্ধ্ব 32 yrs, সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। (M) 9434151349. (C/116952)

■ বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত, (M.P.Ed.), রাজবংশী, ৫'-২"/৩৩+, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9832034409. (C/116830)

■ সাহা, ২৭/৫'-১", B.Sc. (অঃ, কম্পিঃ সায়েন্স), দেবারিগণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর প্রঃ ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8076004405. (C/116830)

■ ময়মনসিংহ, ক্ষত্রিয়, 30+/5'-2", হেলথে কর্মরতা, সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (C/116958)

■ জলপাইগুড়ি, সাহা, 29+/5'-5", M.A., B.Ed., (Pol. Sc.), 32-35 মধ্যে জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহা পাত্র কাম্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9800179955. (C/116627)

পাত্র চাই

■ SC, 5'-5"/1986, M.A., M.Ed., শিক্ষিকা, (ডিভোর্সি), উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8327579093. (C/116630)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩০+/৪'-১০", ফর্সা, Mass Com.-এ M.A., দিল্লিতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9958346594. (C/116633)

■ পাত্রী কায়স্থ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech., MBA, 27/5'-2", ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা, মাঙ্গলিক, সুশ্রী, স্লিম পাত্রীর জন্য M.Tech/MBA ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত, কমপক্ষে 5'-7", বয়স 30-এর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতন, মাঙ্গলিক সুপাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-9733832402, 8617313345. (C/115600)

■ কায়স্থ, জন্মসন 1990, শিলিগুড়ির সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ে, M.A., B.Ed., 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব 39 পাত্র চাই। যোগাযোগ-8918850806. (C/116839)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে, কাস্ট নো-বার। (M) 7076784540. (C/117001)

■ পাত্রী সাহা, সরকারি কর্মী, 49, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। বিপত্নীক/ডিভোর্সি হলেও চলবে। মোবাইল : 9064641231. (S/N)

■ কায়স্থ, 25/5'-4", M.A., B.Ed., ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল টিচার, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। 8653243203. (C/116830)

■ ফর্সা, 5'-3"/30+, B.A. (Hons.), M.A. (Eng.), B.Ed., পিতা-মাতা Retd. (শিক্ষক), একমাত্র কন্যা, চাকরিরত/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই, কুষ্ঠী সহ। (M) 9475250270. (C/116982)

■ Basak, 24, M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9749500698. (A/B)

■ কায়স্থ, বয়স 33, উচ্চতা 5'-3", ফর্সা, M.A., B.Ed., একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9932386840. (A/B)

■ 31, একমাত্র কন্যা, 5'-3", ঘোষ, স্থায়ী রাজ্য সরকারি কর্মী, (B.Sc. Nursing), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত জেনারেল, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ঘটক/Matrimony নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 9851663813, 8918779472. (C/116977)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30+/5'-1", M.A.Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ব্যবসায়ী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির মধ্যে পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-ফোন : 9641040666. (C/116834)

■ পাত্রী কায়স্থ (বোস), 29/4'-11", M.A., B.Ed. (English), ইংলিশ-মিঃ স্কুলে কর্মরতা। সঃ চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9434887284. (C/116960)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 31/5'-1", M.A., D.El. Ed., পাত্রীর জন্য নেশাহীন, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7439691336. (C/116971)

■ দাস, 29/5', বিকম, গৃহশিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 7908033942. (C/116973)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরত, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/1167870)

■ রাজবংশী, 28/5'-2", ফর্সা, M.A.+MSW, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 9932327052. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., কর্মরতা কন্যার জন্য অফিসার/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832427133. (C/116637)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারিগণ, 29/5'-3", M.A., D.El.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর একমাত্র কন্যার জন্য 35-40 মধ্যে উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র কাম্য (স্বঃ/অসবর্ণ চলবে)। (M) 9609866303. (C/116638)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 26/5', M.Sc., D.El.Ed., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকুরে, 30-32 মধ্যে সুপাত্র কাম্য। (M) 9733333676. (C/116639)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, B.Tech. পাশ, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116837)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, M.Sc. পাশ, ICDS-এর সুপারভাইজার পদে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116837)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, ২২ বছর বয়সি, M.A. পাশ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116837)

■ বণিক, জেনেঃ, 29, বিটেক, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর জন্য মাথাভাঙ্গা সংলগ্ন জেনেঃ, সুচাকুরে পাত্র কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। (M) 9593701540. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116837)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, ICDS-এ সুপারভাইজার পদে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., বেসরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116837)

পাত্র চাই

পাত্র কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 9330376738. (K)

■ বয়স 36, উচ্চতা 5'-4", রেলওয়েতে কর্মরতা, বিধবা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ 26, M.A., D.El.Ed., প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6296009923. (K)

■ বয়স 30, B.Ed., হাইস্কুল টিচার পাত্রীর জন্য কোচবিহার নিবাসী, Doctor পাত্র কাম্য। ফোন-6297687939. (K)

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য, SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116636)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৮, প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116837)

■ ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। জন্ম ১৯৯২, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116837)

পাত্রী চাই

■ পাত্র জেনারেল, লম্বা, স্লিম, শ্যামলা, ৮৮ জন্ম, নেশাহীন, MBA, পৈত্রিক বাড়ি, দুটো Flat ভাড়া আছে। পাত্র বর্তমানে পৌরসভার স্থায়ী Contractual Clerk পদে কর্মরত। পাত্রী স্লিম, লম্বা, নেশাহীন, অন্তত বিএ পাশ পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নেই। কোনও দাবিদাওয়া নেই। ম্যাট্রিমনি চলিবে না। Phone ও WhatsApp No. 8250736938. (C/113519)

পাত্রী চাই

■ মাহিষ্য, 32/5'-3", B.Tech. Engg., মালদায় রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8900393335. (C/116933)

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 33/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/116937)

■ নমশূদ্র, 1995 জন্ম, একমাত্র পুত্র, ঘরোয়া, সুশ্রী, বাঙালি, যে কোনও কাস্ট পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। 7908136176. (C/119938)

■ বারুজীবী (শাণ্ডিল্য গোত্র), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 36/5'-8", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য সাহা ছাড়া, মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9547115702, 9434110366. (C/115594)

■ ইসলামপুর নিবাসী, 34/5'-6", B.Tech., MBA, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। Ph : 8436666050. (S/N)

■ কায়স্থ, 32+/5'-5", H.S. পাশ, প্রাইভেট জব। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9434377968. (K/D/R)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, 35+/5'-7", একমাত্র পুত্র, B.Tech., বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার। 30 বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8768394547, 9474905419. (C/116945)

■ বৈশ্য, 43/5'-5", ডিভোর্সি, হাইস্কুল শিক্ষক (উঃ মাঃ), একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব 38, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। ডিভোর্সি, বিধবা, চাকরিজীবী চলবে। Slg. 9733451763. (C/116946)

■ সাল ১৯৯৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116837)

■ মোদক, 29+/5'-4", আইনে স্নাতক, সুশ্রী, ননমাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকুরে পাত্র চাই। (M) 9434143100. (C/116839)

■ বয়স 28, সুন্দরী, উচ্চতা 5'-5", ব্যাঙ্গালোরে IT সেক্টরে কর্মরতা (16 লাখ LPA) পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6296019989. (K)

■ 48, বিধবা, সঃ হাসপাতালে নার্স, পিতৃ-মাতৃহীন পাত্রীর যোগ্য

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ ব্যানার্জী, ৩২+/৫'-৩", M.Sc., শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র ছেলে, Private Tutor (Income 25K), পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9932831857, 9679735825. (C/116936)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-7", রেলে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, ঘরোয়া, Gen., কেবল শিলিগুড়ি মহকুমার পাত্রী চাই। (M) 8597886823. (C/113520)

■ General, 33/5'-8", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের যোগ্য পাত্রী চাই। 8116521874. (C/116830)

■ পাত্র Gene., 34/5'-9", B.Tech., গঃ উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/116831)

■ কায়স্থ, 35/5'-9", M.Sc./MBA, BDO Officer, উচ্চপরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9734485015. (C/116831)

■ বয়স 30, উচ্চতা 5'-10", প্রতিষ্ঠিত সোনা ব্যবসায়ীর সুপাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-6297687939. (K)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, বয়স 24+, উচ্চতা 5'-8", B.Com. পাশ, ঔষধ ব্যবসায়ী, নিজ গৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য বয়স 23-এর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9832096013. (C/116953)

■ তুফানগঞ্জ, বারুজীবী, 33/5'-6", M.A.(H), পোলট্রিফার্ম ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832361505. (C/115974)

■ B.Tech., SBI শিলিগুড়িতে স্থায়ী পদে কর্মরত, 33/5'-9", সুদর্শন, পিতা-মাতা পেনশনার। ছোট সচ্ছল পরিবার, কায়স্থ। 27 অনূর্ধ্বা, সুশিক্ষিতা, গৃহকর্মে সু-নিপুণা, সুশ্রী, সাংসারিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7477866311. (C/116831)

■ ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি। 40-45 মধ্যে ফর্সা পাত্রী চাই। কায়স্থ ও ডিভোর্সি, বাচ্চা সহ চলবে। (M) 7001922789. (C/116830)

■ পূর্ববঙ্গ তিলি, 34/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9046196491. (C/116830)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Central Govt.-এ উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9432076030. (C/116830)

■ সাহা, 29/5'-8", M.Tech., MNC কোম্পানিতে, উত্তরবঙ্গের নিবাসী, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9733066658. (C/116830)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", ইঞ্জিনিয়ার, WB. SEB গঃ জব-এ কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9635924555. (C/116830)

পাত্রী চাই

■ পূর্ববঙ্গ, প্রতিষ্ঠিত তিলি পরিবার, NIT থেকে B.Tech., 28/5'-10", Tata Motors-এ কর্মরত পাত্রের যোগ্য পাত্রী কাম্য। তিলি অগ্রগণ্য। বিবাহ সংস্থা বাদে যোগাযোগ-9434431941 (8.30 P.M.-10 P.M.). (C/116963)

■ বিদ্যুৎ দপ্তরের গ্রুপ-C পদে স্থায়ী সরকারি চাকুরে, 31/5'-6", পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ। (M) 9614906228. (C/116963)

■ Brahman, 32/5'-10", B.Tech., MBA, work at Ahmedabad, residence Kolkata. Contact : 9007962030. (K)

■ কায়স্থ, 31/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., Freelance Web-Designer and Framer Developer পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 7047256682, 7908515183. (K)

■ হিমাচল, এমবিএ, ৩৫/৫'-১০", বেঙ্গালুরু, শিলিগুড়ি বাসিন্দা, সুন্দরী পাত্রী চাই, কাস্ট নো-বার। 7908738992. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, ১মাত্র পুত্র, ৩০/৫'-৫", B.Tech., Bengalore-এ IT কোম্পানিতে SSPD পদে কর্মরত, কমপক্ষে স্নাতক, অধিকতম ২৫/৫'-১", দেবারিগণ ব্যতিরেকে ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। IT পেশায় নিযুক্ত হলেও চলবে। কেবল অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9862582604. (C/116632)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই ইনস্পেকটর, পিতা অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার, মাতা হাইস্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116837)

■ মাহিষ্য, বৃষ রাশি, দেবারি, 30+/5'-7", BDS, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পাশ, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব ডেন্টাল ক্লিনিক, পিতা রিটায়ার্ড SBI অফিসার, একমাত্র পুত্র। BDS/BHMS/নার্সিং অথবা শিক্ষিতা, সুন্দরী, 27-এর মধ্যে যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। (M) 9064480731. (C/115598)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ পাত্র কায়স্থ, 33/5'-3", একমাত্র পুত্র, ওষুধের দোকানে কাজ করে। পিতা পেনশনার, দ্বিতল গৃহ, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733245087.

■ কায়স্থ, 32+, স্নাতক, 5'-1", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের ন্যূনতম মাধ্যমিক, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 8927400911. (S/C)

■ পাত্রী চাই। পাত্র রাজবংশী রায়, স্নাতক। 5'-7", ফর্সা, সুন্দর। 27+, ছোট মধ্যবিত্ত, সনাতনী পরিবার। শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী, মনোভাবাপন্ন উপযুক্ত পাত্রী চাই। মাঙ্গলিক চলিবে। (M) 9547810500. (C/116962)

■ জেনারেল কাস্ট, কায়স্থ, 33/5'-3", সরকারি ব্যাংকে চাকরিরতা, দাবিহীন। নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8670214925. (C/116963)

■ কায়স্থ, ৩৮, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, বেসরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7098381711. (C/116988)

■ জেঃ, 35/6', M.A. (Incomp.), একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, ফর্সা পাত্রী চাই। অভিভাবকের ফোন কাম্য। মোঃ 8145837035. (C/116635)

■ কায়স্থ, 33/5'-5", ব্যবসায়ী, মাসিক আয় 20,000/-, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 8207093110. (C/116634)

■ পাত্র SC, 35/5'-4", M.Tech., Ph.D., Post Doct. studying (USA), দুই ভাই, পিতা Retd., ত্রিতল বাড়ি, Ph.D., MBA, M.Sc., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Ph.No. 7478846418. (C/116961)

■ কায়স্থ, 40/5'-10", Graduate, বেসরকারি চাকরিজীবী, নিজের বাড়ি জলপাইগুড়ি। এই পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9832671686. (C/116629)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 39/5'-11", সুদর্শন, 65,000/- PM, 18-31 বছরের সুন্দরী, ফর্সা, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। 8902552680. (C/116966)

■ কায়স্থ, বিএ পাশ, ব্যবসায়ী, 33+, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9734888889. (C/116975)

■ কায়স্থ, ৩৫, একমাত্র সন্তান, M.A., ৫'-৬", স্থায়ী সরকারি কর্মী। ফর্সা, M.A./M.Sc., কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/113523)

■ পাত্র সরকার, 34/5'-4", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, সুদর্শন চেহারা, শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7797111746. (C/116835)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮+/৫'-৮", ব্যবসা ও গৃহশিক্ষক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918085508. (C/116988)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ৩০/৫'-৬", M.A. পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি। মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী চাই। দেবারিগণ বাদে। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 9832676931. (C/116967)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ২৯, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9832414592, 9732338296. (C/116968)

■ পাত্র বয়স ৩৪+/৫'-১০", দিল্লিতে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক (৬.৫ লাখ/বছর)। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। স্বল্পকালীন ডিভোর্সিও বিবেচ্য। মোঃ 9832685085. (C/116970)

■ 36/5'-4", সঃ চাঃ, ট্রান্সফার জব, 30-এর মধ্যে সুন্দরী, শিক্ষিত, ঘরোয়া, চকরিবিহীন পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 9474085475. (C/116981)

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 37, উচ্চতা 5'-8", শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9749244255. (C/116983)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৯/৫'-৫", ব্যবসা, বিপত্নীক, ৬ বৎসরের ১টি মেয়ে আছে, শহরে বাড়ি, ৩৫ মধ্যে পাত্রী চাই। বিধবা/ডিভোর্সি চলবে। মোঃ 8348171715. (D/S)

পাত্রী চাই

কর্মকার, ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, নরগণ, ৩৬/৫'-৭", পিতা রেলে চাকরি করতেন, মাতা শিক্ষিকা অবসরপ্রাপ্ত। আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ভদ্র পরিবার। সুন্দরী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব ৩০, পাত্রী কাম্য। (M) 7407009020, 7797100916 (6 P.M. - 10 P.M.).

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮০, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৭, গভঃ কলেজের প্রফেসর। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech. পাশ, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116837)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116837)

■ কায়স্থ, ৩১+/৫'-৭" উচ্চতাসম্পন্ন MBA পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, মাস্টার ডিগ্রি পাত্রীর প্রয়োজন। যোগাযোগ-9476155704. (C/116836)

■ ব্রাহ্মণ, B.Sc., 33+/5'-11", দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832764394. (C/116837)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, B.Tech., MBA, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ দাবিহীন পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116837)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯১, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116837)

■ ঘোষ, 40+/5'-10", H.S., শিলিগুড়ি নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, পাত্রের জন্য 30+, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7432010297, 8617889361. (C/116839)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-7", বন্ধন ব্যাংকে কর্মরত, ভদ্র, নেশাহীন, সংস্কৃতিমান পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। দিনহাটা। (M) 9563591491. (C/116986)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 38, বিটেক, MBA (22 লাখ LPA), একমাত্র সন্তান, পিতা Retd. পাত্রী চাই। 6289645809. (K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116837)

টিভির রিমোট নিয়ে ঝগড়া, ‘আত্মঘাতী’ দিদি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ জুন : টিভিতে পছন্দের চ্যানেল দেখা নিয়ে নাবালিকা তিন বোনের মধ্যে শুরু হয়েছিল কথা কাটাকাটি। দিদি চেয়েছিল সিনেমা দেখতে। ছোট দুই বোন বলেছিল কার্টুন দেখবে। রিমোট নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাড়াকাড়ির পর শেষপর্যন্ত পছন্দের চ্যানেলে সিনেমা দেখতে না পেরে অভিমানী দিদি গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল। শুক্রবার রাতে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানার ভরতপুর এলাকার এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কিশোরীর নাম সুচিত্রা বর্মন (১৫)। রাতেই শোয়ার ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরতপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সুচিত্রা। বড় মেয়েকে হারিয়ে এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন মা গীতা বর্মন। তিনি বলেন, ‘আমি বাড়িতে রান্না করছিলাম। কিছুই বুঝতে পারিনি। সামান্য টিভি দেখা নিয়ে তিন বোনের ঝগড়ায় শেষপর্যন্ত বড় মেয়েটা এভাবে চলে যাবে, ভাবতেও পারছি না।’

এদিন রায়গঞ্জ মর্গে দাঁড়িয়ে মৃত কিশোরীর কাকা বুধু বর্মন জানান, শুক্রবার রাতে তিন বোন মিলে বাড়িতে টিভি দেখছিল। বড়টার বয়স ১৫, আর ছোট দুজন ১২-১৩ বছরের। বুধুর কথায়, ‘ছোট দুই বোন টিভিতে কার্টুন দেখতে জেদ ধরেছিল। আর দিদি বলছিল, হিন্দি সিনেমা দেখবে। এই নিয়েই তিন বোনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সিনেমা দেখতে না পেয়ে দিদি পাশের ঘরে গিয়ে নিজের ওড়না গলায় পেঁচিয়ে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলে পড়ে।’ রাতে মা গীতাদেবী খাওয়ার জন্য ডাকতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন, বড় মেয়ে ঝুলছে। এরপরেই পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় হেমতাবাদ থানার পুলিশ। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, ‘একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

এদিকে, মাত্র পনেরো বছরের এক কিশোরী স্রেফ অভিমানের বশে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সকলেই হতবাক। রায়গঞ্জের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পার্থসারথি রায় বলেন, ‘কোনও একটিমাত্র কারণে কমবয়সি ছেলে কিংবা মেয়ে আত্মহত্যা করছে এমনটা নয়। এর পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ কাজ করছে।’

মর্মান্তিক

- তিন নাবালিকার একজনের বয়স ১৫, একজনের ১৩ ও সবচেয়ে ছোটটির বয়স ১২ বছর
- দিদি বলছিল, টিভিতে সে সিনেমা দেখবে
- ছোট দুই বোন কার্টুন দেখবে বলে জেদ ধরেছিল
- জেদের লড়াইয়ে হেরে যায় দিদি
- তারপরেই নীরবে পাশের ঘরে গিয়ে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে

তাঁর ব্যাখ্যা, এমনিতেই বয়ঃসন্ধিকালে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের কারণে ছেলেমেয়েদের মনের ওপর ধকল পড়ে। তার ওপর পড়াশোনার চাপ, ভালো রেজাল্ট করতে না পারা, প্রেমে আঘাত, প্রিয়জনদের ভালোবাসা না পাওয়া। এরকম নানা কারণে অনেকে হতাশা ও মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে। কিন্তু তা অনেক সময় প্রকাশ পায় না।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

তিরঙ্গা যাত্রা রুখতে ‘ঘূর্ণিঝড়’

তৃণমূল কর্মীদের নিদান উদয়নের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২১ জুন : দিনহাটায় বিজেপিকে তিরঙ্গা যাত্রা করতে দেওয়া হবে না, কার্যত এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের কর্মীসভায় ওই মন্তব্য করেন উদয়ন। তাঁর মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে জেলার রাজনীতিতে। যদিও মন্ত্রীর মন্তব্যে পাত্তা দিতে নারাজ দিনহাটার বিজেপি নেতারা। তিরঙ্গা যাত্রা আটকাতে এলে বিজেপিও যে ছেড়ে কথা বলবে না, তা স্পষ্ট জানিয়েছেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। তাঁর বক্তব্য, ‘দিনহাটা কি উদয়ন গুহের পৈতৃক জমি? সেদিন দিনহাটায় সাধারণ মানুষ পথে নামবে। উনি তা আটকানোর চেষ্টা করলে মানুষই তার জবাব দেবে। বিজেপিও ছেড়ে কথা বলবে না।’

২৫ জুন দিনহাটায় তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দিয়েছে পদ্ম শিবির। কর্মসূচি যাতে বিজেপি কোনওভাবে সফল করতে না পারে, দলীয় কর্মীদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন উদয়ন। মন্ত্রী বলেন, ‘বিজেপি দিনহাটায় এখন মোটামুটি ঘরের ভেতরে রয়েছে। বাইরে তাদের দেখা যায় না। তবে ঘরে আছে, একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ২৫ জুন ওরা তিরঙ্গা যাত্রা করে জমায়েতের পরিকল্পনা নিয়েছে। দলকে অক্সিজেন জোগানোর চেষ্টা

করছে। আমি দলের কর্মীদের বলব, কোনওভাবেই বিজেপির কর্মসূচি সফল হতে দেওয়া যাবে না।’ তিরঙ্গা যাত্রায় সাধারণ মানুষ বা বিজেপির নীচুতলার কর্মীরা যাতে উপস্থিত হতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপের জন্য ঘাসফুল নেতাদের নিদান দিয়েছেন দিনহাটার বিধায়ক।

তাঁর কথায়, ‘গত লোকসভা নির্বাচনে দিনহাটা থেকে আমরা একটা ঘূর্ণিঝড় তৈরি করেছিলাম, যাতে জেলায় বিজেপি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিধানসভাতেও ভালো ফলের জন্য দিনহাটা থেকেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে হবে। যেটা হবে ওদের তিরঙ্গা যাত্রার দিনই।’

লোকসভা ভোটে বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী লাগামছাড়া সন্ত্রাস চালিয়েছে। যে কারণে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। ‘ঘূর্ণিঝড়’ শব্দের ব্যবহারে কার্যত এদিন সেই ইঙ্গিতই দিলেন মন্ত্রী, মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে মন্ত্রীকে পালটা দিয়েছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। তাঁর কথায়, ‘গত লোকসভায় লাগামছাড়া সন্ত্রাসের কারণে আমজনতা ভোট দিতে পারেনি। সন্ত্রাসের বাতাবরণে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এবার তৃণমূল সেই পথে পা বাড়ালে ভুল করবে।’ এই আবহে দিনহাটায় বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা কতটা সফল হয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

মর্মান্তিক মৃত্যু ২ শ্রমিকের

মালদা, ২১ জুন : আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরির পর সেটির শাটারিংয়ের কাঠ খুলতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হল। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার বেলা ৪টা নাগাদ মালদা শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দাপল্লি এলাকার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ইংরেজবাজার ব্লকের বাগবাড়ি বাঁধ এলাকার বাসিন্দা মৃত অসিত মণ্ডল (২৫) ও উজ্জ্বল মণ্ডল (২৮) সম্পর্কে ভাই ছিলেন। অসুস্থ অমল মণ্ডল ইংরেজবাজারের করমণিগ্রামের বাসিন্দা। এদিনের দুর্ঘটনার পর তিনজনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পাওয়ার পর মৃত ও অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা সেখানে পৌঁছান। কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরেকজন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চৈতালি ঘোষ সরকার বর্তমানে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলার হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি বললেন ‘মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাই।’ স্কুল শিক্ষক প্রসেনজিৎ বর্মন মহানন্দাপল্লি এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরি করছেন। বাড়ির নীচের অংশের কাজ চলছে। সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে। শাটারিংয়ের কাঠ খুলতে এদিন শ্রমিকরা সেটির ভিতরে ঢুকেছিলেন। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে।

West Bengal State Fishermen's Co-operative Federation Ltd.
(BENFISH)
GN-31, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700091
Website : www.benfish.co.in

Applications are invited from retired Group-A Govt. Officers (experience in Fisheries is preferable) for engagement on contractual basis as Project Officer, BENFISH Baharampur / Siliguri. Age not exceeding 63 years as on 01.07.2025, for period of 1 year or more with a fixed remuneration of Rs.30,000/- p.m. The last date of submission of application is 15.07.2025, physically or through e-mail.
e-mail Id : mdbenfish@wb.gov.in
Managing Director

IEM 36 Years of Educational Excellence UEM
INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
IEM-Salt Lake, IEM-Newtown, IEM-Jaipur
school of
University of Engineering & Management
Recognised by UGC and approved by AICTE
COURSES OFFERED
B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, LL.M, BHM, BPT, Ph.D
IEMJEE-2025 Entrance Exam for B.Tech 2025-26 APPLY NOW Scan the QR code and get the registration link
IEMCET-2025 Entrance Exam for BBA, BCA, BHM, BBA-LLB 2025-26 APPLY NOW Scan the QR code and get the registration link
One of the Best Placement Achievements of the country
Excellent Placement in Govt. & Pvt. Jobs
Direct Foreign Placements
Foreign/Corporate Internship
Highest no. of startups
Rs.72 LPA Highest CTC
550+ Recruiting Companies
8.5+ LPA Average Package
4000+ Foreign Certifications
Admission Helpline
www.iem.edu.in 8010 700 500 www.uem.edu.in

WALK-IN INTERVIEW
24th June 2025 Accountant
Experience 2 yrs+ | Salary : 18k - 25k
25th June 2025 Executive Admin (Female)
Experience 2 yrs+ | Salary : 35k - 50k
26th June 2025 Financial Planner
Experience 1yr+ | Salary : 25k - 40k
Join our team and make an impact everyday!
TIMING 4:30PM TO 6:30PM
PRABIN AGARWAL Empowering Investors
97330 73333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001

বিকল গাড়িতে ধাক্কা, মৃত ২

বানারহাট, ২১ জুন : কর্মস্থলে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সেটা আর হল না। জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বিকল গাড়ির পিছনে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কাস্টমস অফিসার সহ চালকের। ঘটনাটি ঘটে শনিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনগামী ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জয়গাঁ কাস্টমসে কর্মরত ইনস্পেকটর নীতীশকুমার অভিষেক (৪৫) এবং তাঁর নিজস্ব গাড়ির চালক সেন্টু মণ্ডলের (৩৭)।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। ছোট গাড়িটির গতি এতটাই ছিল যে গাড়িটি পুরো দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। গ্যাস কাটার এনে গাড়ি কেটে মৃতদেহ উদ্ধার করতে হয়। এদিন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

করোনেশনের বিকল্প সেতু কবে হবে, প্রশ্ন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ জুন : সেবকে করোনেশন সেতুর বিকল্প সেতু তৈরির ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে। সেটা শেষ হলে প্রস্তাবিত বিকল্প সেতু নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের থেকে এমনই জবাব পেলেন ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মসের সম্পাদক চন্দন রায়। এই সংগঠনটি সেবকে করোনেশন সেতুর বিকল্প সেতুর দাবিতে সাত বছর ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে।

সম্প্রতি ওই সংগঠনের সম্পাদক কেন্দ্রের সড়ক যোগাযোগমন্ত্রককে সেতুর অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১৮ জুন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের থেকে জবাব পেয়েছেন। এতে যদিও সন্তুষ্ট নন চন্দন। তাঁর কথায়, ‘এখনও ডিপিআরই তৈরি হয়নি, তার মানে অর্থও বরাদ্দ হয়নি। এত নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা যে বারবার বলছেন, বিকল্প সেতু তৈরির কাজ শুরু হল, তা কি স্রেফ আষাঢ়ে গল্প? আমাদের প্রশ্ন, আর কত সময় লাগবে?’ তাঁর সংযোজন, ‘১৯৩৭ সালের ৫ নভেম্বর করোনেশন সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। বিকল্প সেতু তৈরি নিয়ে যদি এমনই টালবাহানা চলতে থাকে, তাহলে ৫ নভেম্বর থেকে লিখিত আশ্বাস না মেলা পর্যন্ত করোনেশন সেতুতে ধর্না চলবে।’

শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি ডুয়ার্সে যাতায়াতে সেবক হয়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কই একমাত্র পথ। কয়েক লক্ষ মানুষের লাইফলাইনও। চিকেন নেক নামে যে এলাকাটি পরিচিত তার মধ্যে সেবকও পড়ে। ফলে প্রতিরক্ষার দিক থেকেও এই স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে ব্রিটিশ আমলে তৈরি যে করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত চলছে, সেটি তৈরির কাজ শেষ হয় ১৯৪১ সালে। সেই হিসেবে সেতুটির অবস্থা যে এখন খুব একটা ভালো নেই, সে বিষয়ে একাধিকবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এর মাঝে ঘটে গিয়েছে ২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের ভূমিকম্প কিংবা ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর সিকিমের লোনাক হ্রদ বিপর্যয়। বিকল্প সেতুটি তৈরি হলে যাতায়াতের ভোগান্তিও অনেকটা কমে যাবে বলে দাবি করা হচ্ছে। করোনেশনের সমান্তরালে রেলসেতুর পাশ দিয়ে নতুন সেতু তৈরি হলে শিলিগুড়ি পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কম লাগবে। ধস বা যানজটে আটকে থাকার সমস্যাও মিটবে।

GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES
Trinity Trust, Asansol
Estd : 2000 (Fully Dedicated College of Pharmacy)
Approved by AICTE, PCI & UGC2(F), Affiliated to MAKAUT
Ashram More,G .T. Road, Asansol, Dist : Paschim Bardhaman, Asansol- 713301 W.B.
26th Year A Hallmark of Academic Excellence
POSITION VACANT
Gupta College of Technological Sciences is one of the best Pharmacy college in India (NIRF) ranking 2023 Pharmacy Rank Band 102-125). Excellent GPAT qualified students in 2024, best AIR rank in 2024.
We require teachers for the following faculty positions.
1. Assistant Professor in Medicinal Chemistry
2. Assistant Professor in Pharmacognosy
Qualification & Salary as per AICTE & PCI Norms
Apply within 7 days with CV & recent passport size photo & contact number and photocopy of all relevant certificates.
Candidates may send their resume to :- gctsasansol@gmail.com

DAIKIN WORLD'S LEADING AIR CONDITIONING COMPANY FROM JAPAN
যত্ন করে, করতেই থাকে
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
JAPANESE MADE IN INDIA TECHNOLOGY
Daikin -দি এয়ার স্পেশালিস্ট
Comfort 56°C পর্যন্ত ঠান্ডা করে
Air Quality পেটেন্টেড স্ট্রিমার ডিসচার্জ টেকনোলজি
Reliability সেল্ফ হিলিং টেকনোলজি
Efficiency ISEER 6.3 উচ্চ শক্তি সাশ্রয়
Green Exchange Offer UP TO ₹6000*
CASHBACK UP TO ₹2500*
FREE STANDARD INSTALLATION
EASY EMI
HDFC BANK IDFC FIRST Bank onecard SBI card
Check offer with Daikin Authorized channel partner before purchase.
এখনই নিকটতম অনুমোদিত DAIKIN ডিলারশিপে যান
DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PVT. LTD. Smartworks - Victoria Park 7th Floor, Block GN37/2, Sector V, Kolkata - 700091, Contact: 033-40659544 / 40608019.
DAIKIN SOLUTION PLAZA: Bhowanipur & Howrah Salkia: Jyoti Airconditioning: 9007224365; Hazra: Rounek Airconditioners Pvt. Ltd.: 9836524001; Bardhaman: Aircooling Solutions: 7797620091; Durgapur: Associated Appliances: 9609203111; Kalyani: Polar Cooling Industries: 8296654487; Krishnanagar: Techno Festa: 9564118565; Siliguri: Shah Marketing: 7908103726 / 9932068102; Uluberia: Moon Star Refrigeration Engineering Company: 9830177141.
FOR TRADE ENQUIRIES: Kolkata - Debabrata (9874761105); North 24 Parganas - Somnath (9831242056); South 24 Parganas - Lucky (9874721215); Howrah, Hooghly - Rakesh (9830111875); Midnapore - Debrup (9933675003); Bardhaman, Birbhum, Purulia, Bankura - Uday (9083299030); Nadia - Timir (8145801965), Berhampore - Tarak (9732567082); Coochbehar, Darjeeling, Jalpaiguri, Malda, Dinajpur, Sikkim - Debabrata (9933131511).
ALSO AVAILABLE AT: amazon Flipkart KHOSLA ELECTRONICS Great Eastern RAIPUR ELECTRONICS Sales Emporium
For service related queries: WhatsApp "Hi" at 987 140 9300, give a Missed Call at 9210 188 999, Call our Customer Contact Centre at 011-4031-9300/1860 180 3900, or write to us at customerservice@daikinindia.com
Follow us on: www.facebook.com/daikinindia www.twitter.com/daikinindia www.instagram.com/daikinindia in.company/daikin-airconditioning-india-pvt.-ltd. www.youtube.com/user/DaikinACIndia
Daikin adheres to E-waste Rules notified by MoEF. For more information on E-waste disposal and exchange policy please contact our Customer Service Centre.

কেনরা বৈংক Canara Bank
Syndicate
পরিশিষ্ট ৪ [নিয়ম ৮(১) দেখুন)]
দখলের বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস: শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, তৃতীয় তল, থার্ড মাইল সেবক রোড, পোস্ট- সালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী কানাড়া ব্যাঙ্ক, কোচবিহার-২ শাখার অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২- এর অ্যাক্ট ৫৪) (এরপরে "উক্ত অ্যাক্ট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ধারা ১৩(২) এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২ নিয়ম ৩ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে একটি দাবির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন, ঋণগ্রহীতাগণ হলেন: শ্রী সুব্রত দাস এবং শ্রী সুপ্রিয় ধর (অংশীদার তথা জামিনদাতা) এবং জামিনদাতা শ্রীমতি রুমকি ধর এবং শ্রীমতি শ্রীরূপা দাস যোষাল মেসার্স স্কাই ক্লিনিকের, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধের পরিমাণ ৯০,৮৮,৪৭৬.৩৫ টাকা (নব্বই লক্ষ অষ্টআশি হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, যার বিস্তারিত তথ্য ০১.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে ভবিষ্যতের সুদের হার উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা যেহেতু অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের নিম্নস্বাক্ষরকারী পুরুষ/মহিলা উল্লিখিত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ পঠিত নিয়ম ৮ ও ৯ মেনে তার থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী ২০২৫ সালের জুন মাসের ১৯তম দিনে নিম্নলিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে এখানে বর্ণনা দেওয়া সম্পত্তিটির সাথে কোনও কিছু কারবার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন কানাড়া ব্যাঙ্কের পাওনা ৯০,৮৮,৪৭৬.৩৫ টাকা (নব্বই লক্ষ অষ্টআশি হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, যার বিস্তারিত তথ্য একই সঙ্গে ০১.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদের হারের সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩ (৮) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে সুরক্ষিত সম্পদটি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।
স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ: টাইলস ফিনিশড স্টলের সমস্ত অংশের (বাণিজ্যিক জায়গা) পরিমাপ ৭৯২ বর্গফুট যা "স্কাই টাওয়ার" নাম ও শৈলীর অধীনে ভবনের মেজানাইন তলে রয়েছে আর.আর.এন. রোড, কোচবিহার সঙ্গে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ যা এখানে উপরে সম্পূর্ণরূপে তপশীল "ক"-তে বর্ণিত রয়েছে যে জমির ওপর উক্ত ভবনটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌজা- শহর কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার। উক্ত জমির সীমানা নিম্নরূপে রয়েছে: উত্তরে: গলি পথ, দক্ষিণে: কৃষ্ণ ব্যানার্জির বাড়ি, পূর্বে: অমিত কুন্ডুর বাড়ি, পশ্চিমে: আর.আর.এন. রোড।

তারিখ: ১৯.০৬.২০২৫
স্থান: শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

আগ্রহের প্রকাশ
ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং: এইচ/৭২/১/মেড/এনজেপি (টাই আপ) তারিখ : ১৮-০৬-২০২৫।
০২ (দুই) বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি-সাব-ডিভিশন, কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেলওয়ে হিতাধিকারীদের রেফারেলের ভিত্তিতে নিকটবর্তী শহর/রাজ্যে সিজিএইচএস-প্যানেলভুক্ত সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল বা সিজিএইচএস রেট ২০১৪ যাহা ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে আপডেটেড গুয়াহাটিতে অথবা তার কম রেটে পরিষেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আগ্রহ প্রকাশের (ইওআই) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি।
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে, ভারত সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, সিজিএইচএস-এর তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোম অথবা অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোম থেকে মাল্টি স্পেশালিটি/সুপার স্পেশালিটি প্রস্তাব আহ্বান করছেন। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা প্রেরণ করা নিউ জলপাইগুড়ি-সাব-ডিভিশন এবং কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে হিতাধিকারীদের জন্য ০২ (দুই) বছরের জন্য নিকটবর্তী শহর/রাজ্যে (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কিষাণগঞ্জ এবং পূর্ণিয়া) অবস্থিত সিজিএইচএস গুয়াহাটি ২০১৪ তারিখ আপডেট ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ অথবা এর কম রেটে পরিষেবা প্রদান করার জন্য ইচ্ছুক।
যোগ্যতার মানদণ্ড : (i) ভারত সরকারের সিজিএইচএস স্কিমের অধীনে বর্তমানে তালিকাভুক্ত হাসপাতাল অথবা সিজিএইচএস গুয়াহাটি ২০১৪ তারিখে আপডেট করা হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বা তার কম রেটে পরিষেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (ii) চিকিৎসা/রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রাসঙ্গিক রাজ্য/কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চিকিৎসালয়টির বৈধ লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। (iii) চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে নির্বাচিত চিকিৎসালয়কে পারফর্মেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে ১০,০০,০০০ টাকা (দশ লক্ষ টাকা) জমা করতে হবে, যার বৈধতা ৩০ মাস সময়ের জন্য। (iv) হাসপাতালটি জরুরি এবং গুরুতর রোগীদের চিকিৎসার জন্য পরিষেবা করার সক্ষমতা থাকতে হবে যেমন, সমস্ত গুরুতর কেস, দুর্ঘটনা এবং ট্রমা কেস, পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন সহ জটিল কার্ডিয়াক কেস, মধ্যবর্তিতা কার্ডিয়াক পদ্ধতি, নিউরোসার্জারি সহ জটিল স্নায়বিক, দগ্ধ হওয়া কেস এবং নেফ্রোলজি, গাইনোকোলজি এবং প্রসূতিবিদ্যা, সিজিএইচএস হার প্রতি এভি ফিস্টুলা কেস সহ হেমোডায়ালাইসিস ২০১৪ যাহা ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটি আপডেটেড করা হয়েছে। নন-এনএবিএইচ এবং নন-এনএবিএল রেট (এনএবিএইচ/এনএবিএল অনুমোদিত হাসপাতালের জন্য এনএবিএইচ/এনএবিএল হারে)। (a) সিজিএইচএস ছাড়া অন্যান্য রেট পদ্ধতি এবং তদন্তের উপর কমপক্ষে ২০% ছাড় প্রদান করা হবে। (b) ভোগ্যপণ্য, ওষুধ এবং ইমপ্লান্টে (যা সিজিএইচএস রেটের আওতাভুক্ত নয়) এমআরপি-তে ন্যূনতম ১৫% ডিসকাউন্ট ব্যবস্থা সহ। (c) ভোগ্যপণ্য, ওষুধ এবং ইমপ্লান্টের উপর এমআরপি-তে ন্যূনতম ১৫% ছাড়। (d) সিজিএইচএস রেট ২০১৪ গুয়াহাটি যাহা ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আপডেটেড অনুযায়ী পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন। এনএবিএইচ এবং নন-এনএবিএল-এর রেট।
চুক্তির সময়সীমা ০২ (দুই) বছর। বর্তমানে উল্লেখিত কেসগুলি তীব্র এবং জটিল অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে - নিউরোলজি এবং নিউরোসার্জারি, নেফ্রোলজি, ইউরোসার্জারি এবং ডায়ালাইসিস সহ এভি ফিস্টুলা, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি, ট্রমা কেয়ার, নিওনেটোলজি, কার্ডিওলজি এবং পালমোনোলজি, গাইনোকোলজি এবং প্রসূতিবিদ্যা এবং তীব্র এবং চরম জরুরি অবস্থার সুবিধা যা নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালে উপলব্ধ নয়, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা প্রেরণ করা নিউ জলপাইগুড়ি-সাব-ডিভিশন এবং কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে হিতাধিকারীদের উল্লেখিত কেসগুলি।
➤নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ের চিকিৎসালয় থেকে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ডিসচার্জ-এর সময়ে তালিকাভুক্ত বেসরকারি চিকিৎসালয়ের দ্বারা বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করতে হবে।
আবেদন/ইওআই মাশুল ১,০০০ টাকা (এক হাজার) মাত্র অ-ফেরতযোগ্য [illegible] এফএ অ্যান্ড সিএও/মালিগাঁও-এর পক্ষে যে কোনও রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে পরিশোধ করতে হবে।
শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং ইওআই জমা দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে ইওআই নথিটি নীচে উল্লিখিত অফিস ঠিকানায় পাওয়া যাবে। [illegible] ১৩.০৬.২০২৫ থেকে ০৮-০৭-২০২৫ -এর ১৩.০০ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও কর্মদিবসে [illegible] চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি [illegible] রেলওয়ে, জেলা :-জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে [illegible] খোলা হবে।
➤রেলওয়ে প্রশাসন কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত টেন্ডার বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in দেখুন।
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গোয়ালপোখর, ২১ জুন : গোয়ালপোখর থানার ধরমপুর এলাকায় শুক্রবার বাইক ও ভুটভুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মহফুজ আলম (২২) নামে এক তরুণ গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মহফুজ গোয়ালপোখর থানার বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দ্রুতগতির ভুটভুটি ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকার বাসিন্দারা ভুটভুটির অনিয়ন্ত্রিত চলাচল নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। এলাকায় ভুটভুটি চলাচল নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়রা পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

আজ টিভিতে

বহুরূপী (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.০০ যুদ্ধ, ১.০০ ক্রিসক্রস
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ সংঘর্ষ, বিকেল ৩.২৫ হাঙ্গামা, সন্ধে ৬.৪০ রংবাজ, রাত ৯.৪৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পুত্রবধূ, দুপুর ১.৩০ চৌধুরী পরিবার, বিকেল ৪.৩০ পূজা, রাত ৯.৩০ প্রধান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দান প্রতিদান, সন্ধে ৭.৩০ সাথীহারা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাগুরু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২৩ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.০৭ ভালাত্তি, ৫.০২ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩২ ভোলা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৪ ক্রু, দুপুর ১.৩৬ স্কন্দ, বিকেল ৪.৫০ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.২০ গড তুসসি গ্রেট হো
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৯ আর্টিকল ১৫, দুপুর ১.৩১ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.০০ উরি ঃ দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ রানওয়ে ৩৪, ১১.২৫ নীল বট্টে সন্নাটা
রমেডি নাউ এইচডি : দুপুর ১২.১৭ গেস হু, ২.০৩ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার, বিকেল ৩.৩৯ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, রাত ৯.০০ ডেক দ্য হলস

আফ্রিকাজ সুপার স্নেক সন্ধে ৭.১৯ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

রানওয়ে ৩৪ রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ফতেহ (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১ আষাঢ়, ২২ জুন, ২০২৫, ৭ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় বদি, ২৫ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৩। রবিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১১।৫। ভরণীনক্ষত্র দিবা ৩।৪৯। সুকর্মাযোগ দিবা ৩।৪৭। কৌলবকরণ দিবা ১২।১৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।৪৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।২৪ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৪৯ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ১১।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১।৫ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৮ গতে ১।২০ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৮ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ২।৫৮ গতে অম্বুবাচি প্রবৃত্তি। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

বারলার আদি বাড়ি ছাই

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ২১ জুন : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলার আদি বাড়িকে বাঁচানো গেল না আগুনের গ্রাস থেকে। শনিবার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডে ছাই হয়ে যায় সেই বাড়ি। বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের ইস্ট ডিভিশনে বারলা বর্তমানে যে পাকাবাড়িতে থাকেন, ভস্মীভূত হওয়া বাড়িটি ঠিক তার গা ঘেঁষেই। পাকা বাড়িটিও আগুনের গ্রাসে আসার জোর সম্ভাবনা ছিল। তবে তার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। এককথায় বড়সড়ো বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় বারলার নয়া ডেরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

নিজের ছোটবেলার আস্তানা খুইয়ে মুষড়ে পড়েছেন বর্তমানে শাসকদলে যোগ দেওয়া ওই চা শ্রমিক নেতা। তিনি বলেন, 'ওই বাড়িতেই বড় হওয়া। রয়েছেন মা-বাবা ও কিছুদিন আগে প্রয়াত স্ত্রী মহিমার স্মৃতি। এমনকি রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরুও সেখান থেকেই। এই দুঃখ ভোলার নয়।' বীরপাড়া দমকলকেন্দ্রের ওসি জগদীশ বর্মনের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।

পুড়ে যাওয়া কাঠের ওই দোতলা বাড়িতে বারলা সপরিবারে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এরপর পাশেই আরেকটি কাঠের বাড়িতে ওঠেন। সেটা ভেঙে ২০১৯ সালে ঝাঁ চকচকে পাকাবাড়ি তৈরি করেন। পুরোনো বাড়িটিতে কিছু আসবাবপত্র ছিল। সেগুলিও ছাই হয়ে গিয়েছে। বারলার নিরাপত্তারক্ষীরা ওই বাড়িতেই থাকতেন।

এদিন যখন ওই বাড়িতে আগুন লাগে, তখন বারলা ছিলেন না। তিনি একটি কাজে বানারহাটে গিয়েছিলেন। আসার পরই দেখতে পান কাঠের বাড়ির দোতলা থেকে ধোঁয়া উঠছে। তার আগে সেখানে কিছু তরুণ খেলছিল। প্রথমে তাদেরই বিষয়টি নজরে আসে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি চাউর হতেই আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তাঁরাই নিজেদের বাড়ি থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। খবর পেয়ে বাগান কর্তৃপক্ষও ট্যাংকারে করে জল পাঠায়। বারলা ফোন করেন বীরপাড়া দমকলকেন্দ্রে। সেখান থেকে একটি ইঞ্জিন আসে। সবার মিলিত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তার আগেই বাড়িটির বেশিরভাগ অংশ পুড়ে যায়। বারলা জানান, সপ্তাহ দেড়েক আগে বাড়ির সামনে বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন লেগেছিল। তখন বিদ্যুৎকর্মীরা মেরামত করে গিয়েছিলেন। ওখান থেকেই কিছু হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

পুড়ছে জন বারলার পুরোনো বাড়ি। শনিবার বানারহাটে।

> ওই বাড়িতেই বড় হওয়া। রয়েছেন মা-বাবা ও কিছুদিন আগে প্রয়াত স্ত্রী মহিমার স্মৃতি। এমনকি রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরুও সেখান থেকেই। এই দুঃখ ভোলার নয়।
>
> -জন বারলা

জন বারলা একটা সময় লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন। তাঁর বাবা কুমার বারলা ও মা গুঞ্জেইন বারলাও বাগানে কাজ করতেন। যে বাড়িটিতে আগুন লাগে সেখানেই বারলা সহ তাঁদের তিন ভাইবোনের বড় হওয়া। পোড়া বাড়িটির কিছুটা অংশ বাগানের শ্রমিক আবাস। সেটাকেই বারলারা পরে সম্প্রসারিত করেছিলেন।

এদিকে, বারলার বাড়িতে আগুন লাগার পর ফের বানারহাটের প্রস্তাবিত দমকলকেন্দ্রটি দ্রুত চালুর দাবির উঠেছে নানা মহল থেকে। ওই দমকলকেন্দ্রের জমি চিহ্নিত হয়ে দমকল দপ্তরের হাতে হস্তান্তরও হয়ে গিয়েছে। তবে কাজ শুরু হয়নি।

বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাঃ পার্থপ্রতিম বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দমকলকেন্দ্র চালুর দাবিতে এখানে আন্দোলন হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দেখা করেছি। আমাদের আর্জি, কাজটি ত্বরান্বিত হোক।'

আমাদের পরিবারে স্বাগত!
মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
তিন শর্ত
সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
হার না মানা মানসিকতা
কাজটা কী
প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
তাছাড়া থাকে নানা রকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি
কর্মক্ষেত্র: বৃহত্তর শিলিগুড়ি শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৮ জুনের মধ্যে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

আধার
– আমার আধার, আমার পরিচয়, সঙ্গে থাকুক পোস্ট অফিস এর সঞ্চয়!
আধার পরিষেবায় আমরা কি প্রদান করি :
নতুন আধার তালিকাভুক্তি
ডেমোগ্রাফিক আপডেট
বায়োমেট্রিক আপডেট
ডকুমেন্ট আপডেট
আধার প্রিন্টিং
উত্তরবঙ্গে আধার কেন্দ্র সহ ডাকঘরের সংখ্যা:
দার্জিলিং – 23
জলপাইগুড়ি – 26
কোচবিহার – 20
মালদা – 16
দক্ষিণ দিনাজপুর – 10
উত্তর দিনাজপুর – 09
আধার পরিষেবার জন্য কেন আমাদের বেছে নেবেন?
বিনা খরচে আধার নথিভুক্তি
অ্যাক্সেসযোগ্যতা – একটি বিশাল নেটওয়ার্কের সুবিধে
আইপিপিবি-র মাধ্যমে আপনার দোরগোড়ায় পরিষেবা
সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি পরিষেবা
এছাড়াও, আধার নম্বর দিয়ে মোবাইল নম্বর আপডেটের পরিষেবা এখন সমস্ত ডাকঘরে ন্যূনতম হারে পাওয়া যাচ্ছে।
আরও তথ্যের জন্য, আজই আপনার নিকটতম ডাকঘরে যোগাযোগ করুন এবং খুব সাশ্রয়ী মূল্যে আমাদের আধার পরিষেবাগুলি এখনই গ্রহণ করতে শুরু করুন !!
পোস্টমাস্টার জেনারেলের দপ্তর, উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, শিলিগুড়ি – 734001 এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর: ০৩৫৩ - ২৪৩৬ ৫৫০ / ২৪৩৬ ৫৩০ ইমেল আইডি: bdntnb@gmail.com

বিক্রয়
শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA
সিনেমা
Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KUBERAA
(H)
*ing: Dhanush, Nagarjuna, Rashmika
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

স্পোকেন ইংলিশ
■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শিখে স্বচ্ছন্দে বলার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে/ডাকযোগে অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিখুঁত গাইডেন্স। বিস্তারিত জানতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/116837)

বই/পত্র
■ বড়লোক হওয়া সোজা (বই)। ফোন : 8597019348. (C/116959)

কর্মপ্রার্থী
■ যে কোনও জায়গায় বাঙালি রান্নার জন্য কাজ করতে আগ্রহী। সঙ্গে সংসার সামলানোর কাজও করতে আগ্রহী। M : 8972425514. (C/116837)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)
■ স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+লখনউ 28/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল+কাজিরাঙা 26/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

লোন
■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 79086-31473. (C/116817)

জ্যোতিষী
■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116838)

কিডনি চাই
■ মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

ভাড়া
■ Rent 2/3 BHK flat, 2nd Flr. Saktigar, Rd-4, near Burdwan Rd. 73191-42221. (C/116840)

ভাড়া
■ Semi furnished two room flat ground floor Children Park, Hakimpara. M : 9434106694. (C/116839)
■ শিলিগুড়ি-নেতাজিপল্লি, ওয়ার্ড-37, 2 রুমের বাড়ি ভদ্র পরিবেশে ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9135471308. (C/116839)
■ এক রুম কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া - Office/Tuition, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। M : 9434096777. (C/116839)

পেয়িংগেস্ট
■ P.G. available for Ladies at Hatimore, Siliguri. M : 6296896917/ 9832032075. (C/116839)
■ দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ব্রহ্মপুরে (কবি নজরুল মেট্রো) সম্পূর্ণ মুসলিম পরিবেশে K.M.C ১১১ নং ওয়ার্ডে মুসলিম ছেলেদের মেস। ৮২৪০৬৮৮৪৮২/৮৯৮১৩০১০৯৭. (C/116817)

বিক্রয়
■ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের নিকট (বাটাগলি) 1300 sq.ft তিনতলায় নতুন ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয়। M : 9382095016. (C/116835)

বিক্রয়
■ শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে 3.5 কাঠা জমির উপর ৩ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। M : 8016557884 (C/116987)
■ শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেইন রাস্তার ওপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, পার্মানেন্ট, সোলার লাইট, পুরো জমিতে সম্পূর্ণ বাউন্ডারি করে জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। 93324-92359. (C/116838)
■ লেকটাউনে 3 কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দাম-1.3 CR. দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-8927208668. (C/116716)
■ বাড়ি Rs. ৯৩ লক্ষ, ৪১৭৬ স্কোঃ ফুট জমি, ২০০০ স্কোঃ ফুট ফার্স্ট ফ্লোর। ইস্ট নেতাজিপল্লি, শিলিগুড়ি। 9845027732. (K)
■ ময়নাগুড়ি গোবিন্দনগরে রাস্তার ধারে 39d. রেকর্ডেড জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হবে। M : 8967180138 (রাত 8-10) (S/C)
■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/116832)

বিক্রয়
■ জলপাইগুড়ি বাবুপাড়ায় রাস্তার পাশে সেন্ট পলস স্কুলের বিপরীতে একটি দুইতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : 9733039627. (C/116631)
■ ঘুঘুমারির সন্নিকটে ৫ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে, সত্বর যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। Ph. No - 8918402724. (C/116964)
■ শিবমন্দির হালের মাথায় 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়, মূল্য 13 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)
■ শিলিগুড়ি, বাবুপাড়া, শক্তিসোপান ক্লাবের বিপরীতে বাইলেনে- 2 কাঠা 6 ছটাক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মিউটেশন করা খালি জমি বিক্রয়। M : 8252185784/ 9547173755. (C/116839)
■ 4 BHK 1670 sq.ft 1st floor for sale with open garrage, Collegepara, Siliguri. 9163454820. (C/116839)

কর্মখালি
■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116837)

কর্মখালি
■ ইলেক্ট্রনিক্স হাউসহোল্ড প্রোডাক্ট-এর ব্র্যান্ড প্রমোশন এবং মার্কেটিং-এর জন্য যোগ্য ব্যক্তি প্রয়োজন। যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। যোগাযোগ- 7003877198. (K)
■ ঘরোয়া ও আধুনিক রান্নার মাসি চাই, (সূর্যসেন কলোনি, শিলিগুড়ি) পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। বেতন- (5-6) হাজার, সময়- 11 A.M.- 4 P.M. মাসিক ছুটি- 6 দিন। Mob- 7029412431. (C/116837)
■ Wanted Exp. Manager, staff (2) for Homestay, Siliguri, M : 8250661108. (C/116837)
■ দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। যোগ্যতা : বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে দক্ষ, সাইকেল/স্কুটি চালাতে জানা আবশ্যক। আগামী ৩০ জুন-এর মধ্যে যোগ্যতা নথি সহ আবেদন করুন- মাননীয় সম্পাদক, সারদা শিশুতীর্থ, সূর্যসেন কলোনি, শিলিগুড়ি-৪। (C/116838)
■ শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার ও বাসন ধোয়া- মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন -৯০০০/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9832543559. (C/116839)

কর্মখালি
■ Urgently require smart pretty female for reputed Boutique store near Bidhan Rd, Siliguri. Ph. 9434747470.
■ SIP Abacus হাকিমপাড়া এবং জ্যোতিনগরের শিক্ষকতার জন্য(part time) স্নাতক মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় : Friday - 5 P.M. to 9 P.M., Saturday - 11 A.M. to 8 P.M., Sunday - 9 A.M. to 7 P.M.। মাসিক বেতন 6000, প্রশিক্ষণ খরচ দিতে হবে। ১০০% চাকরির নিশ্চয়তা। Biodata নীচে দেওয়া mobile number-এ পাঠাতে হবে। @9064042757 কোনও phone call গ্রহণ করা হবে না।
■ Alipurduar YVTC(Govt. of WB)-এ প্রতি ব্লকে মার্কেটিং-এর জন্য ফ্রেশার M/F লাগবে। যোগ্যতানুসারে বেতন। শীঘ্র CV পাঠান। M : 8167258938.(C/115596)

কর্মখালি
■ Disha Eye Hospitals - Siliguri is hiring M/F under 30yrs for the following posts: Pharmacists (D.Pharm/B.Pharm/M.Pharm), Optometrists (B.Optom/M. Optom) & OT Technicians/ ANM(Graduate). Email CV to: hr@dishaeye.org.(K)
■ Requires Sales/Marketing person with 2 wheeler for Light & Fan. M : 98320-67075. (C/116838)
■ Usha Diagnostics-এ B.A. এবং কম্পিউটার জানা মহিলা Doctor's Asstt. দ্রুত নিয়োগ (কোচবিহার অগ্রগণ্য)। (M) 8918795517. (C/115981)
■ ব্যাংক DSA-র, লোন রিকভারি কাজে, কর্মী চাই(M/F)। IIBF কাঙ্ক্ষিত। Fix+TA+incentive আছে। 9674899465. (K)

Wanted Experienced Maintainance Supervisor Cum Office Assistant for CBSE Affiliated School
Qualification- Graduate fluency in Hindi & Bengali is required.
Apply with C.V along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. to:-
The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মৃত ৩

হাসপাতালে ভর্তি থাকা পরিজনকে দেখতে যাওয়ার পথে শনিবার জামালপুর থানার মুসুন্ডা এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হল।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় এই বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

মমতার গান

বিশ্ব সংগীত দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ফের গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতশিল্পী জিতের কণ্ঠে শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ওই গানটি পোস্ট করেন মমতা। লেখেন, সংগীত দিবসের শুভেচ্ছা।

ধৃত ২

স্বাস্থ্য ভবনের কর্মী পরিচয় দিয়ে ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

কটাক্ষ দিলীপের

যোগ দিবসে শুভেন্দু-সুকান্ত

কলকাতা, ২১ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পথ অনুসরণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তবে কিছুটা ভিন্ন পথে হাঁটলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সরকার বা বিজেপি আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আয়োজিত যোগ দিবসে রানি রাসমণি রোডে যোগাসন করলেন তিনি। সেখানেই বিজেপিকে 'উদার দল' বলে আখ্যা দিয়ে কোনও নেতার নাম না করে দিলীপের কটাক্ষ, 'যাঁরা সিপিএম, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতি, হিংসার সঙ্গে যুক্ত।' শুভেন্দুকে নিশানা করেই এমন মন্তব্য বলে মনে করছে তৃণমূল।

এদিন দিলীপ বলেন, 'বিজেপি বসুধৈব কুটুম্বকমে বিশ্বাসী। সকলকে নিয়ে চলতে চায়। সব কা সাথ, সবকা বিকাশ দলের মূল মন্ত্র। তবে তৃণমূল বা সিপিএম থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা এই সৌজন্যে অভ্যস্ত নন। তাঁরা হিংসা, দুর্নীতির রাজনীতিতে অভ্যস্ত।' এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'দলবদলু তৎকাল বিজেপি নেতা বলতে কাকে সরাসরি চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটা বোঝা খুব সহজ। যাঁরা হঠাৎ বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁরাই এই কথার উত্তর দিক।' কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'গাইডলাইন' মেনে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের চলা উচিত, এমন পরামর্শও শোনা গেল দিলীপের গলায়। এর উত্তরে বিধানসভার বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের প্রশ্ন, 'যাঁরা অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসেছেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ছাড়পত্র পেয়েই দলে যোগ দিয়েছেন। তাহলে এই কথা কীভাবে বলা যায়?'

এদিন সল্টলেকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি চত্বরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছেন সুকান্ত। একইসঙ্গে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে যোগ ব্যায়াম করেছেন শুভেন্দু। তবে এদিনের দিলীপের মন্তব্য আবারও বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দলকে উসকে দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গণচিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ জুন : নদিয়ায় বাড়ি সৌরভ মণ্ডলের। বিগত চার বছর ধরে কোচবিহারের হাঁড়িভাঙা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে কর্মরত। কোচবিহারের বড়শোলমারি দেবসিংহপাড়া পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রিয়া দত্তের বছর ছয়েকের কন্যাসন্তান থাকে উত্তর ২৪ পরগনায়। দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক সুব্রত জানা, কোচবিহারের সৃষ্টি মান্না ও বীরভূমের সুখেন বিশ্বাস সহ এঁরা সকলেই ২০২১ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন বাড়ি থেকে দূরের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। এরকম অবস্থা মোট ৬৩৪২ জনের। বিগত চার বছর অনেক চেষ্টা করেও নিজেদের জেলায় বদলি হতে পারেননি তাঁরা। এই সমস্যার সমাধানসূত্র চেয়ে চলতি সপ্তাহের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে গণচিঠি পাঠিয়েছেন।

যদিও ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে আবেদনকারী শিক্ষকদের পোর্টাল 'লক' খুলে দেওয়া হবে। সুখেন বলেন, 'এই নোটিশ আমাদের কোনও সাহায্য করতে পারে বলে মনে করছি না। সমস্যা সমাধানের জন্য হাজার জনের বেশি শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। কালীঘাট অভিযানের পরিকল্পনাও করছি।'

কেরামতি... *শনিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে জাদুঘরে। ছবি-আবির চৌধুরী।*

বাড়ি করেননি ১০ শতাংশ

বাংলার প্রকল্পে বড় তথ্য সামনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুন : দুটি কিস্তির টাকা পাওয়ার পরও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১০ শতাংশ উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকেই দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই টাকা ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিডিওদের উপভোক্তাদের বাড়ি পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত সপ্তাহেই বিভিন্ন জেলা থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অগ্রগতির রিপোর্ট নবান্নে জমা পড়েছে। তাতেই উদ্বেগ বেড়েছে পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তাদের। দেখা গিয়েছে, প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তা এখনও বাড়ির ভিত পর্যন্ত তৈরি করেননি। ৮০ হাজার উপভোক্তা লিন্টনের আগে পর্যন্ত কাজ করেছেন। তাঁদের দ্রুত বাড়ির কাজ শুরু করতে ও কাজে গতি আনতে বিডিওদের ফের পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করলে সম্পূর্ণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলেও তাঁদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। শনিবার থেকেই বিডিওরা ওই উপভোক্তাদের 'আগ্রহী' করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, '১০ শতাংশ উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। তাঁদের কাছে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পৌঁছে গিয়েছে। আমরা আশা করছি, টাকা পেয়ে তাঁরা আরও উৎসাহিত হয়ে বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করে দেবেন। আমাদের অফিসাররা তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উৎসাহিত করার কাজ করছেন। চলতি বছরে আরও ৮ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছেন। সেইমতো প্রস্তুতি চলছে।' পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে যাতে উপভোক্তারা কোনওভাবে অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইমারতি দ্রব্য বিক্রেতারা যাতে এই উপভোক্তাদের কাছ থেকে বেশি টাকা না নিতে পারেন, তার জন্য বিডিওরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। কিন্তু টাকা পাওয়া সত্ত্বেও বাড়ি তৈরিতে অনাগ্রহের কারণ বোঝা যাচ্ছে না।'

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পায়নি রাজ্য সরকার। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের সংসদীয় দল দিল্লিতে আবাস যোজনার টাকার দাবিতে দরবার করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দেয়নি। এরপর রাজ্য এই টাকা দেবে বলে গত বছর ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের দিয়েও দেওয়া হয়। মে মাসেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ১০ শতাংশ উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করায় উদ্বিগ্ন পঞ্চায়েত দপ্তর।

চিন্তায় প্রশাসন

- গত বছর ডিসেম্বরে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল
- মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়
- এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি
- বিডিওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদ্বির করতে নির্দেশ

গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি

লাভপুরে মৃত ২, আহত অনেক

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ২১ জুন : গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে রাতভর দফায় দফায় ব্যাপক বোমাবাজি লাভপুরের হাতিয়া গ্রামে। বোমা বিস্ফোরণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম শেখ সাবের আলি (২৩), পিয়ারুল ওরফে আলমগির (১৮)। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, বোমা বাঁধতে গিয়েই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

নকল সোনার কয়েনের কারবারকে কেন্দ্র করে ওই গ্রামে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মহিউদ্দিনের সাঙ্গপাঙ্গোদের সঙ্গে দলের আরেক সক্রিয় কর্মী শেখ আবু কালাম ওরফে বাদলের দলবলের বিরোধ দীর্ঘদিনের। মাস চারেক আগে মহিউদ্দিন এবং তার অনুগামীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। মহিউদ্দিন তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত। শুক্রবার রাতে মহিউদ্দিনরা গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। বাদলগোষ্ঠীর লোকজন তাদের বাধা দেয়। এই নিয়ে রাতভর দফায় দফায় দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি চলে। গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ গ্রাম সংলগ্ন একটি পুকুরপাড়ে বাদলগোষ্ঠীর লোকেরা বোমা বাঁধছিল বলে অভিযোগ। সেইসময় বিস্ফোরণে বাদলের ছেলে সহ দু'জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় আরও পাঁচজন। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে।

যদিও বোমা বাঁধার অভিযোগ অস্বীকার করে মৃত সাবেরের বাবা বাবর এবং পিয়ারুলের বাবা জিয়ারুল বলেন, 'ছেলেরা মাঠে বসেছিল। মহিউদ্দিনরা গ্রাম দখল করতে এসে তাদের লক্ষ্য করে বোমা মারে। তাতেই ওদের মৃত্যু হয়েছে।'

অন্যদিকে গ্রামের বাসিন্দা রেজিনা বিবি বলেন, 'আমরা বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানার লোক। আব্দুল মান্নানের গোষ্ঠীর লোক মহিউদ্দিনরা নকল সোনার ব্যবসা করে। গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামছাড়া করেছিল। তারাই গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।'

হাতিয়া গ্রামে ঘটনাস্থলে পুলিশ। শনিবার। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

এদিকে ঘটনায় সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে।' যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্থানীয় বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, 'ওই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্পর্ক নেই। দুষ্কৃতীদের বিবাদের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে।'

অন্যদিকে পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, বোমা বাঁধতে গিয়ে ওই গ্রামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। অপরাধমূলক কাজের জন্যই বোমা বাঁধা হচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে দুষ্কৃতীদের ধরার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর মার্চে নকল অস্ত্র কারখানা উদ্ধার ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল এই হাতিয়া। সেইসময় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ এমনকি গাড়ি ভাঙচুরও করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শূন্যে গুলি চালাতে হয়েছিল পুলিশকে। সম্প্রতি কেষ্ট কাণ্ডের পর যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল রাজ্যের শাসকদলকে। তারপরই এই ঘটনা সামনে এল। পরের বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে বারবার এরকম ঘটনা নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

জলমগ্ন ৪ জেলা

কলকাতা, ২১ জুন : ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হচ্ছে। শুক্রবার রাত থেকেই ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া শুরু করেছিল ডিভিসি। শনিবার সকাল থেকে ৭০,৪৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে। তাই দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। ঝাড়খণ্ড লাগোয়া বিহারের ওপর নিম্নচাপ রয়েছে। ফলে ঝাড়খণ্ডে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ডিভিসি জল ছাড়তে শুরু করায় এই রাজ্যে একাধিক নদীর জলস্তর অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, খানাকুল, গোঘাট, আমতা, উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শনিবারই সেচ দপ্তর ও বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে ফের বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ডিভিসির পক্ষ থেকে এদিনই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নবান্নের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই জল ছাড়া হবে। ইতিমধ্যেই গড়বেতায় দুটি ত্রাণশিবির চালু করেছে জেলা প্রশাসন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে স্পষ্ট কোনও বার্তা নেই শাসকদলের। বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের অনুগামীদের পরিচালিত সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করা হয়েছে ঘাটালের সাংসদ দেব তথা দীপক অধিকারীকে। পোস্টে লেখা হয়েছে, 'তাহলে কি এবার পাগলু ঘাটালে শুটিং করতে আসবেন! অভিনয় করতে করতে ঘাটালের মানুষের জীবন ও আবেগকে নিয়ে মিথ্যা অভিনয় আর কত করবেন?' গড়বেতা, চন্দ্রকোণা সহ একাধিক এলাকা টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে প্রায় জলের তলায়। শীতল কপাটের পালটা উত্তর দিতে অবশ্য ছাড়েননি ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারম্যান অজিত মাইতি। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো শুনেছি, বেশ কিছুদিন আগে থেকে কলকাতায় দেবের সঙ্গে শীতল দেখা করতেন। তৃণমূলে যোগদানের ইচ্ছাতেই তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। যখন বুঝে গিয়েছেন, তৃণমূলের দরজা বন্ধ তখনই কুৎসা শুরু করেছেন।'

আরও তিনটি আইটি পার্ক

কলকাতা, ২১ জুন : রাজ্যে আরও চারটি নতুন তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক তৈরি করছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে তিনটিই হবে উত্তরবঙ্গে। ইতিমধ্যে কার্সিয়াংয়ে প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের কাজ জোরকদমে চলছে। কালিম্পংয়ে তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের জন্য জমি খোঁজার কাজ চলছে। চতুর্থ তথ্যপ্রযুক্তি পার্কটি হবে হুগলির চুঁচুড়ায়। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে নতুন তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একুশে জুলাই চমকের সম্ভাবনা

প্রস্তুতির শুরুতেই দাবি তৃণমূলের

কলকাতা, ২১ জুন : আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবারের একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এবারের সমাবেশে বড় ধরনের চমক থাকবে বলে দাবি করেছে তৃণমূল। শনিবারই ২১ জুলাইয়ের প্রোমো ভিডিও দলের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করা হয়েছে। ওই প্রোমোতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণরত ভিডিও যেমন রয়েছে, তেমনই শহিদ বেদিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তর্পণের ছবিও রয়েছে। আগামী এক মাস সমাবেশের প্রচারে এই ভিডিও সর্বত্র দেখাতে দলের জেলা ও ব্লক নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের যে পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিই রয়েছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ অন্যবারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। শুধু ভিড়ের নিরিখে নয়, এবারের সমাবেশে থাকছে বড় চমক। বিজেপির কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়কের ওই মঞ্চে যোগদানের কথাও চলছে। অভিষেক আগেই দাবি করেছিলেন, তৃণমূল দরজা খুলে দিলে গোটা বিজেপি ফাঁকা হয়ে যাবে। তারপর বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে বিজেপির কোন জনপ্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি দলের নেতারা। যদিও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এই ধরনের দাবি তৃণমূল আগেও করেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, আমাদের দলের বাতিল কিছু নেতা ছাড়া কেউ তৃণমূলে যোগ দেননি।'

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে বড় ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা দলীয় কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করতে সেগুলি ইতিমধ্যেই বুক করা হয়েছে।

শাখা সংগঠনে রদবদল

কলকাতা, ২১ জুন : মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল শনিবার। একইসঙ্গে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি ও সহ সভাপতি এবং শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতিদের নামও এদিন ঘোষণা করা হয়। কয়েকদিন আগেই দলের জেলা চেয়ারম্যান ও সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। জেলা সভাপতি পদে রদবদলের পরই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বাকি শাখা সংগঠনের রদবদলও খুব শীঘ্রই করা হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 46D 78956 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল। একদিন আগেও আমি কল্পনা করিনি আমি একজন কোটিপতি হতে পারি। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করেছে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে, আমি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা মেঘনাথ বাউরি - কে 04.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | PCI | DCI | MCI | NCHMCT | BCI | NCTE | MAKAUT (Formerly WBUT)
WBUHS | WBSCT&VE&SD | NAAC | NBA | NIRF | AIU | UNAI

#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS

JIS GROUP
Educational Initiatives

ADMISSIONS OPEN 2025

BBA
BCA
B.PHARM
D.PHARM
BMLT

GEN AI POWERD CURRICULUM
STATE-OF-THE-ART LABS
HIGHLY QUALIFIED & EXPERIENCED FACULTY MEMBERS
WELL STACKED LIBRARY WITH E-RESOURCES
ECO FRIENDLY CAMPUS
INTERNSHIP AT REPUTED ORGANISATIONS
INDUSTRY VISIT
PLACEMENT GROOMING FROM DAY 1

WEST BENGAL STUDENT CREDIT CARD SCHEME & SCHOLARSHIP AVAILABLE*
*T&C APPLY

411+ RECRUITERS IN 2024
47.88 LPA FROM NIT HIGHEST PACKAGE OFFERED IN 2024
92% PLACEMENT IN 2024

SCAN HERE

BBA & BCA INSTITUTES
JIS UNIVERSITY [NIRF Ranked]
86977 43361/62 I www.jisuniversity.ac.in
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX [NIRF Ranked & NAAC Grade A]
62919 77707/08 I www.surtech.edu.in
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
62919 77705/06 I www.abacusinstitute.org
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
90736 83914/15 I www.gkcem.ac.in
GOLA POYTECHNIC, GOLA
90736 83914/15 I www.golapolytechnic.org
CHANDIL POLYTECHNIC, CHANDIL
90736 83914/15 I www.chandilpolytechnic.org

B.PHARM INSTITUTES
JIS UNIVERSITY [NIRF Ranked]
86977 43361/62 I www.jisuniversity.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY [NIRF Ranked & NAAC Grade A]
89024 96653 I www.gnipst.ac.in
FLEMMING COLLEGE OF PHARMACY
83369 42309 I www.flemmingcollegeofpharmacy.org

D.PHARM INSTITUTES
JIS UNIVERSITY [NIRF Ranked]
86977 43361/62 I www.jisuniversity.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY [NIRF Ranked & NAAC Grade A]
89024 96653 I www.gnipst.ac.in
JIS INSTITUTE OF PHARMACY
93309 06162 I www.jisiop.org
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
9433371907 I www.dsipst.ac.in
FLEMMING COLLEGE OF PHARMACY
83369 42309 I www.flemmingcollegeofpharmacy.org

BMLT INSTITUTES
JIS UNIVERSITY [NIRF Ranked]
86977 43361/62 I www.jisuniversity.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY [NIRF Ranked & NAAC Grade A]
89024 96653 I www.gnipst.ac.in

81007 49670
81001 92411

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003
HO OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
www.jisgroup.org

যুদ্ধ চলছে মারাত্মক। তবু হঠাৎ যেন আড়ালে চলে গিয়েছে রাশিয়া বনাম ইউক্রেনের কথা। সেখানে পৃথিবীজুড়ে শুধু ইজরায়েল বনাম ইরানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা। ক'দিন আগেও যা ছিল প্যালেস্টাইন আর ইজরায়েলের যুদ্ধ, তার প্রেক্ষাপট পালটে গিয়েছে রাতারাতি। তারপর এখানে ঢুকে পড়েছে আমেরিকার নাম। তারা এখানে ইজরায়েলের পাশে। চার পক্ষের মাথারাই হঠাৎ রক্তপিপাসু হয়ে উঠলেন কীভাবে? তাঁদের নিয়েই এবারের উত্তর সম্পাদকীয়।

চারমূর্তি

ট্রাম্পের উত্থানের অত্যাশ্চর্য পটভূমি

অতনু বিশ্বাস

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় পর্বের শাসনকালের ক'মাসের মধ্যেই দুনিয়া যেন এক বিরল প্রকৃতির আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে দেখছে। ট্রাম্পের মতো একজন বিতর্কিত, বর্ণময় এবং অবশ্যই ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদ, কীভাবে আমেরিকার শাসনক্ষমতার শীর্ষে উঠলেন, কীভাবে দখল করলেন রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব, কীভাবে ভোটে জিতলেন দু-দু'বার-- এমনকি ভোটে হেরে গিয়েও চার বছর বাদে ফিরে আসবার মতো অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন, সেটা মার্কিন ইতিহাসের একটা অত্যাশ্চর্য অধ্যায় নিশ্চয়ই। যা নিয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাটাছেঁড়া হতে থাকবে দীর্ঘদিন ধরে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেই ২০১৬-র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীপদ পাওয়াটাই ছিল এক অবাক করা ঘটনা। এর বিশ্লেষণ করে জমাটি বই লিখেছেন মার্কিন রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ ম্যাথিউ ম্যাক উইলিয়ামস। তাঁর ২০১৬ সালের বই, দ্য রাইজ অফ ট্রাম্প : আমেরিকাস অথরিটেরিয়ান স্প্রিং-এ ম্যাক উইলিয়ামস বলছেন, সে সময় বিভ্রান্ত রিপাবলিকান পার্টির শ্রেণিবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের এই দ্রুত উত্থান একেবারেই ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না। বরং তা ছিল আমেরিকান রাজনীতিতে একটি স্থায়ী বিষয়ের-- স্বৈরাচারী রাজনীতির প্রবণতা এবং প্রলোভনের-- সর্বশেষ প্রকাশ। অর্থাৎ মূল সমস্যাটা নিহিত মার্কিন সমাজের অন্দরে অন্তরে এবং তার রাজনীতির চিরায়ত ভাবধারায়।

তারপর দানা বাঁধতে থাকে ট্রাম্প যুগ, যা এখনও নির্মীয়মাণ-- শুধুমাত্র আমেরিকায় নয়, এ গ্রহের ইতিবৃত্তেও বটে। কিন্তু মার্কিন সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ট্রাম্পের মানিয়ে নেওয়ার প্রেক্ষিতটা অবশ্যই লুকিয়ে আছে ট্রাম্পের জীবনদর্শনের মধ্যে। একথা ভুললে চলবে না, পরপর তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটে দাঁড়ানোর আগে ট্রাম্প ছিলেন আমেরিকার সবচাইতে 'ফ্ল্যামবয়েন্ট' বিলিয়নিয়ার। প্রেসিডেন্ট হবার দৌড়ে ছুটবার ইচ্ছে তাঁর সেই ১৯৮৭ থেকেই। ২০০০ সালে রিফর্ম পার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়াবার কথা ভাবলেন ট্রাম্প। ২০১২-তে ভেবেছিলেন রিপাবলিকান পার্টির হয়ে দাঁড়ানোর কথা। শেষপর্যন্ত ২০১৫-এর জুনে ঘোষণা করলেন ২০১৬-তে তাঁর দাঁড়াবার কথা। বললেন, 'আমেরিকান ড্রিম' শেষ, তিনি তাকে আরও বড়, আরও ভালো করে ফেরত নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ ট্রাম্প শুরু করলেন স্বপ্ন দেখাতে, স্বপ্নের সওদাগর হতে। বললেন, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'। এই স্লোগানটা নিয়ে পরে আসছি আবার। তবে ভোটের বাজারে এই 'স্বপ্ন' দেখানোটা জরুরি নিশ্চয়ই।

২০১৬-র ভোটে ট্রাম্পের জয় কিন্তু আমেরিকান নির্বাচনি ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ বিপর্যয়গুলির মধ্যে একটি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে সেই থেকে। তবে, এর প্রেক্ষিতটা অন্তত আধ শতাব্দী পুরোনো। ১৯৬০-এর দশক থেকে আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে যে বর্ণগত ও আদর্শগত পরিবর্তন ঘটেছে, ট্রাম্পের জয় বোধকরি একপ্রকার তারই ফলশ্রুতি।

পরবর্তীকালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প সরে আসবেন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও জলবায়ু চুক্তি থেকে, নিষিদ্ধ করবেন বেশ কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় যাওয়া, আরোপ করবেন কঠোর অভিবাসন আইন, শুরু করবেন বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধ, পুনর্গঠন করবেন মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক, আর এখন আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে শুরু করেছেন এক অভূতপূর্ব যুদ্ধ। ট্রাম্পের অর্থনৈতিক নীতি-- যা এক প্রকার সুরক্ষাবাদ-- দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রেডরিখ হায়েক এবং মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতো শিকাগো ঘরানার অর্থনীতিবিদদের থেকে অনুপ্রাণিত রোনাল্ড রেগান কিংবা মার্গারেট থ্যাচারের মুক্ত বাণিজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, অধিকাংশ বিপ্লবীর মতোই ট্রাম্পও রাতারাতি আকাশ থেকে পড়েননি। তাঁর উত্থানের এবং মার্কিন ভোটারদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার একটা দীর্ঘ প্রেক্ষিত রয়েছে। তিনি কথা বলেন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আমেরিকানদের হয়ে-- এই আমেরিকান জনতা বিশ্বাস করেন যে মুক্ত বাণিজ্য এবং বিশ্বায়ন তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি আমেরিকান ব্যবসাগুলিকে সাহায্য করেছে অনেকখানি-- তারা সস্তায় বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ এবং বিদেশে কাজ 'আউটসোর্স' করে মুনাফা বৃদ্ধি করতে চাইছে। এর ফল ভোগ করতে হয়েছে এক বিপুল সংখ্যক সাধারণ মার্কিন জনতাকে।

ওই যে, ট্রাম্প আমেরিকাকে 'আবার' মহান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-- 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'। এই 'এগেইন' শব্দটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'দ্য মিথ অফ দ্য গ্রেট ইয়েসডে'-- বিখ্যাত পোলিশ লেখক রিজার্ড কাপুসচিনস্কির একটি দুর্দান্ত বাক্যাংশ। মনে রাখতে হবে, ট্রাম্পের সমর্থকদের বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ, কলেজ-ডিগ্রিহীন-- যাদের প্রকৃত আয় সাম্প্রতিক দশকগুলিতে হয় থমকে গিয়েছে নতুবা হ্রাস পেয়েছে। তাই তিনি এই 'গতকাল'-এর স্মৃতিকে উসকে দিতে পেরেছেন সুচারুভাবে। এই শ্রেণির মানুষজনের 'গতকাল'-টা বিশেষ সুবিধার নাও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে তাদের আজকের দিনটা গতকালের চেয়েও খারাপ এবং ট্রাম্প বলেন তাদের সেই অনুভূতির কথাই। সুতরাং, ট্রাম্পের মধ্যে, ভোটাররা বিশ্বায়নকে প্রতিরোধ করার এবং মুক্ত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে সমর্থ এবং সত্যিকারের ইচ্ছুক একজনকে খুঁজে পেয়েছে। তাঁর কঠোর অভিবাসন নীতি, অভিবাসন এবং বাণিজ্যের মধ্যে তার অবাক-সংযোগের মাধ্যমে, ট্রাম্প অবশ্য এগিয়েছেন আরও এক ধাপ।

ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু : যে জুটিকে নিয়ে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা।

তাঁর ২০১৮ সালের বই, আমেরিকান ডিসকনটেন্ট : দ্য রাইজ অফ ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যান্ড ডিক্লাইন অফ দ্য গোল্ডেন এজ-এ জন এল ক্যাম্পবেল বলছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমেরিকার সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগের পতন আমেরিকান সমাজের বর্ণগত, আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রবণতার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ২০০৮-এ বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট হন, তখন অসন্তোষ পৌঁছেছিল চরম পর্যায়ে। ওবামার নির্বাচন এবং শাসনকাল এই অসন্তোষকে নিয়ে যায় এক ভাঙনের পর্যায়ে। ২০১৬-এর ভোটে একে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন ট্রাম্প-- এটা তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে।

ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান স্কলার লেসলি হোমস চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রত্যাখ্যানমূলক' বিপ্লব হিসাবে। হোমস বলেছিলেন যে, যদিও নাগরিকরা তাদের বিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন ছিল, কিন্তু পরিবর্তে তারা কী চায় সে সম্পর্কে ছিল অনিশ্চিত। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে অতি-দক্ষিণপন্থী দলগুলির সাম্প্রতিক উত্থানকেও হয়তো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবেই-- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে 'বাম' এবং 'ডান' হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত দলগুলিকে ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করছে। ট্রাম্পের উত্থানের ক্ষেত্রেও মার্কিন জনতার খানিকটা এ ধরনের 'প্রত্যাখ্যানমূলক' মনোভাব দায়ী কি না বলা কঠিন বৈকি।

২০১৬-এর মার্কিন নির্বাচনের নির্যাস বোধকরি এই- যে সাধারণ ভোটাররা নির্বাচিত কর্মকর্তাদের উপর এবং সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য। টাইম ম্যাগাজিনের আর্টিকলে এমনটাই লিখেছেন এলিস জর্ডান। কিন্তু, ২০২৪-এ এসে, আমেরিকান ভোটাররা কীভাবে একজন আদালতে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে পুনর্নির্বাচিত করল, যার বিরুদ্ধে রয়েছে নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টার অভিযোগ এবং যিনি এমনকি ইম্পিচমেন্টের মুখোমুখিও হয়েছিলেন? এটি কি ট্রাম্পের উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সফল্য?

আবার তাঁর ২০২২ সালের বই, আমেরিকান মিডনাইট-এ আমেরিকান ইতিহাসবিদ অ্যাডাম হচসচাইল্ড যেন ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের ব্যাখ্যাই দিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রোরিং টোয়েন্টিজের মধ্যবর্তী আমেরিকান ইতিহাসের প্রায়শই উপেক্ষিত যুগের ইতিহাসের আলোয়। ব্যাপক অভিবাসনবিরোধী আবেগ এবং গণনির্বাসন ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রশাসন মূলত এমন সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দেয় যার সঙ্গে তারা একমত ছিল না। ফেডেরাল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সংগঠকদের কারারুদ্ধ করে, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের হুমকি দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে হত্যার ঘটনাও ঘটে।

এই পটভূমিতে, সিনক্লেয়ার লুইসের ১৯৩৫ সালের উপন্যাস ইট ক্যান্ট হ্যাপেন হিয়ার উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটিতে ধরা পড়েছে মহামন্দার সময়কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক উগ্রবাদের চিত্র। সেখানে লক্ষ লক্ষ ক্ষুব্ধ এবং নিঃস্ব ভোটারের আবেগে ভর করে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে জেতেন বার্জেলিয়াস 'বাজ' উইন্ড্রিপ-- একজন অজ্ঞ কিন্তু বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তা। ক্ষুব্ধ ভোটাররা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে, যাতে লেখা-- 'আমরা ত্রাণের ওপর বেঁচে আছি। আমরা আবার মানুষ হতে চাই। আমরা 'বাজ'-কে চাই!'

প্রায় এক শতাব্দী পরে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে কি এই দৃশ্যপটটির পুনর্নির্মাণ ঘটেছে? 'সরকার আমাদের সমস্যার সমাধান নয়; সরকারই সমস্যা,' রোনাল্ড রেগান বলেছিলেন তাঁর ১৯৮১-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষেক-ভাষণে। এই অভিজাতবিরোধী মনোভাবেরই শরিক বোধকরি ডোনাল্ড ট্রাম্প-- যিনি এক ভিন্ন প্রকৃতির অভিজাত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ট্রাম্পের এ ধরনের পালটা-অভিজাত বক্তব্যে ভরসা করতে প্রস্তুত। তার প্রেক্ষিতটা অবশ্য তৈরি হয়েছে সাত দশক কিংবা তারও বেশি সময় ধরে।

(লেখক কলকাতার আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

বিবি, আলি এবং হাউথি

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

যত দিন যাচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গণের দাবার বোর্ড তত বেশি জটিল হয়ে উঠছে। এর মুখ্য কুশীলবদের কেউ দৃশ্যমান, কেউ বা অন্তরালে। অথচ এই যুদ্ধের প্যাঁচপয়জার বুঝতে গেলে এদেরও জানা জরুরি। পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গণের এমনই তিন মুখ্য চরিত্রই এই লেখার প্রতিপাদ্য।

প্রথমেই দেখা যাক ইজরায়েলের বর্ণময় বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে, যিনি বিবি নামেও সমধিক পরিচিত। ভূমধ্যসাগর তীরের এই ইহুদি রাষ্ট্রের ইতিহাসের দীর্ঘতম সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকা নেতানিয়াহু (তিন দফায় প্রায় ১৮ বছর) নিজেও একসময় ইজরায়েলি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। অনেকেই মনে করেন নেতানিয়াহুর যে ডাকবুকো রাজনীতি করতে অভ্যস্ত, তার মূল নিহিত রয়েছে এই সেনাবাহিনীতেই।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে বছর ছয়েকের জন্য সেনাবাহিনীর এলিট বাহিনী সায়েরেত মাতকালে ছিলেন বিবি। এই বাহিনী শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে আক্রমণ হানায় অভ্যস্ত। নেতানিয়াহু নিজেই দু-দু'বার এধরনের সীমান্ত পেরোনো কমান্ডো অভিযানে অংশও নিয়েছেন। সুয়েজ ক্যানালে আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে জখমও হন।

আদতে ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য প্রাণপণ লড়ে যাওয়া এটা বিবির রক্তেই আছে। বিবির পরিবার শিকড় রয়েছে পোল্যান্ডে। তাঁর ঠাকুরদা নাথান মিলেকয়োস্কি ছিলেন পোলিশ ধর্মযাজক বা রাব্বি। স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে জনমত জোগাড় করতে পুরো ইউরোপ আমেরিকা চষে ফেলেন তিনি। পরিবার নিয়ে একসময় নাথান চলে আসেন ব্রিটিশ শাসনাধীন জেরুজালেমে। মিলেকয়োস্কি পদবি বদলে নিলেন নেতানিয়াহু, যার হিব্রুতে অর্থ 'ঈশ্বর প্রদত্ত'। ছেলে বেনজিয়ন ইতিহাস নিয়ে জেরুজালেমে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীকালে ইজরায়েলের নামজাদা ঐতিহাসিক হন। বাবা নাথানের মতো বেনজিয়নও ইহুদি রাষ্ট্র ও স্বার্থ রক্ষায় ছিলেন যথেষ্ট কট্টরপন্থী।

এহেন বেনজিয়নের পুত্রই বেঞ্জামিন ওরফে বিবি। তবে বাবা-ঠাকুরদার মতো ভাই জোনাথনের আত্মত্যাগও তাঁর মনে ছাপ ফেলে। বিবির দুই ভাই জোনাথান আর ইডোও তাঁর মতো সেনাবাহিনীর সায়েরেত মাতকালে ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২৭ জুন প্যালেস্তাইন গেরিলারা প্যারিসগামী বিমান ছিনতাই করে উগান্ডার এনটিবিতে নিয়ে যায় আর বিমানের ১০০ যাত্রীকে পণবন্দি করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোনাথন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে শ'খানেক কমান্ডো ৪-টে সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান নিয়ে ৪ হাজার কিলোমিটার উড়ে যান আর ৯০ মিনিটের মধ্যে সব গেরিলাকে মেরে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। তবে জঙ্গিদের গুলিতে জোনাথন প্রাণ হারান।

ইরানের শীর্ষ নেতা খামেনেই এবং হামাসের প্রধান অল হাউথি। এই মুহূর্তে যাঁরা ট্রাম্পের প্রধান চিন্তা।

বিবি কিন্তু ইজরায়েলি রাজনীতিতে এক বর্ণময় চরিত্রও। লিকুড পার্টির এই প্রধানমন্ত্রী যেমন বারংবার রাজনীতিতে ডুবে যেতে যেতে ভেসে উঠেছেন, তেমনই এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা করতে গড়পড়তা কোনও রাজনৈতিক নেতা দশবার ভাববেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেমন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত হয়েছে, তেমনই 'লাইভ' টিভি অনুষ্ঠানে প্রেমে পড়ার কথাও স্বীকার করেছেন।

পরবর্তী প্রজন্ম এই ৭৫ বছর বয়সি রাষ্ট্রনেতাকে কীভাবে মনে রাখবে, তা ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপরও কিন্তু অনেকাংশে নির্ভর করছে।

মধ্য তেহরানের ইমাম খামেনেই স্কোয়ারের কাছেই এব্রাত মিউজিয়াম। এটা পহলবি রাজবংশের শাসনকালে ছিল রাজনৈতিক বন্দিদের উপর নৃশংস অত্যাচার করার কারাগার। পরবর্তীকালে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত বাড়ির লম্বা বারান্দায় বন্দিদের সারি সারি ছবি রয়েছে। সেখানেই এক চশমা পরা প্রায় মাঝবয়সির ছবিও রয়েছে। ছবির নীচে ফার্সিতে লেখা আয়াতুল্লা সৈয়দ আলি খামেনেই। এখানেই ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বরে শাহের গুপ্ত পুলিশ সাভাক খামেনেইকে মাস আষ্টেকের জন্য আটকে রাখে। পরে খামেনেই স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, এত ছোট ঘর তিনি আগে দেখেননি। সম্পূর্ণ অন্ধকার এই সেলে দিনে মাত্র মিনিট পনেরোর জন্য রোদ আসত। এর সঙ্গে চলত অকথ্য অত্যাচার। মানসিক ও শারীরিকভাবে বন্দিকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু ইরানি রাজনৈতিক মহল বলে, এতে আলি খামেনেইকে ভাঙা যায়নি। তিনি বরং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে কয়েক বছর পরের ইসলামিক বিপ্লবের রাস্তাও সাফ করলেন। প্রকৃতপক্ষে রাফসানজানি হয়তো ভেবেছিলেন, তা তাঁর নিজের রাজনৈতিক উত্থানের পক্ষেও সহায়ক হবে। সেটা হয়নি। ক্ষমতার সব ভরকেন্দ্রগুলো খামেনেই নিজের অধীনে নিয়ে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেন। অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন রফসানজানি।

আর একজন আছেন। নেতানিয়াহু বা খামেনেই-এর মতো তাঁর ছবি দৃশ্যমান নয়, কিন্তু যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্র লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজ বা ইজরায়েলের দিকে ধেয়ে আসে, তখন ইরানি মদতপুষ্ট ইয়েমেনের সন্ত্রাসবাদী হাউথি সংগঠনের ৪৬ বছরের এক শীর্ষ ধর্মীয় নেতার অদৃশ্য উপস্থিতি বেশ ভালোই বোঝা যায়।

অথচ বলাই যায় ঘটনাচক্রে আবদুল মালিক অল হাউথি এই জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতা হয়েছেন। পিতা বদরুদ্দিন অল হাউথি ছিলেন ইয়েমেনের জায়দি শিয়া গোষ্ঠীর মৌলবি। ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগ সুন্নিপন্থী, বাকি ৩৫ ভাগ জায়েদি শিয়া। সুন্নিপন্থী ইয়েমেনি সরকারের তাদের উপর অত্যাচার করার অভিযোগ বহুদিন ধরেই জায়েদি শিয়া-রা করছেন। ১৯৯২ সালে বদরুদ্দিনের বড় ছেলে হুসেন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র সংগঠন আনসার আল্লাহ গড়ে তোলেন। ২০০৪ সালে ইয়েমেনি সেনা অভিযানে হুসেনের মৃত্যু হলে আব্দুল মালিক সংগঠনের রাশ নিজের হাতে নেন। তাঁর রেকর্ড করা আদেশ পালনের জন্য সেনানায়ক হিসাবে পান সমবয়স্ক মহম্মদ আব্দাল কামাল অল ঘমরিকে।

ইরানি রেভোলিউশনারি গার্ড আর ইরানি মদতপুষ্ট হিজবুল্লার সঙ্গে যৌথ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত আনসার আল্লাহ ২০১৪ সালে ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করলে দেশের উত্তরাংশ জঙ্গিদের দখলে আসে। চলতি সংঘর্ষে মার্কিন হানায় আব্দুল মালিকের আহত হওয়ার কথা শোনা গেলেও তেহরানের প্রতিরক্ষা বলয়ের অংশ হিসাবে ইজরায়েলের উপর হামলা জারি রেখেছে হাউথিরা।

এঁদের দিকেই গোটা পৃথিবীর নজর।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বাজেয়াপ্ত গাড়ি নষ্ট, ক্ষতিপূরণ দেবে পুলিশ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ জুন : মাদক মামলায় পুলিশ গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু তার জন্য তাদের যে এতটা ভোগান্তি পোহাতে হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা সেই গাড়ির যন্ত্রাংশ খোয়া যাওয়ায় আদালত গাড়ির মালিককে ২৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল। শনিবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত দায়রা আদালতের (১) বিচারক বিপ্লব রায় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশকে এই নির্দেশ দেন। ১৫ দিনের মধ্যে এই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের যাঁরা সেই সময় এই মামলার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের মাইনে থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'মাদক মামলায় যুক্ত এই গাড়ি ছাড়া যাবে কি না বলে আদালত জানতে চেয়েছিল। মামলার গুরুত্ব বুঝে তদন্তকারী অফিসার আদালতকে রিপোর্ট দেবেন।'

২০২০ সালে ঘটনার সূত্রপাত। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত গোশালা মোড় এলাকায় একটি ট্রাক থেকে গাঁজা উদ্ধারের পাশাপাশি পুলিশ চালক এবং খালাসিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্তকারী অফিসার সেই সময় গাড়ির মালিক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রাজেন্দ্রকুমার যাদবকে এই মামলায় যুক্ত করে চার্জশিট দেন। আগাম জামিনের জন্য রাজেন্দ্র পরবর্তীতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে তিনি আরেকজনকে ওই গাড়িটি চালাতে দিয়েছিলেন বলে সেই সময় তিনি হাইকোর্টকে জানান। হাইকোর্ট রাজেন্দ্রর জামিনের আবেদন খারিজ করে। নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে গাড়ির মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত যুক্তির সপক্ষে নথি জমা দিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজেন্দ্র সেইমতো জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে হাজির হয়ে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে আদালতে নথি পেশ করেন। আদালত সেই সময় রাজেন্দ্রকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি নথি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করতে মামলার তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দেন। তদন্তকারী অফিসার নথি যাচাই করতে সেই সময় বারাণসী যান। নথিতে কোনও ত্রুটি নেই বলে তিনি ফিরে এসে আদালতকে জানান। গাড়ির বিষয়ে রাজেন্দ্র যাঁকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন বলে তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টে উঠে আসে।

তৃণমূলের পাশে ১৪ উন্নয়ন বোর্ড

আর্থিক প্যাকেজের দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : বহুদিন ধরে আর্থিক বরাদ্দ নেই। সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন বোর্ডকর্তারা। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বোর্ডে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে সেই কাজও স্তব্ধ। ফের বোর্ডগুলিকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার দাবি জানাতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কর্তারা। এমনকি তাঁরা তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতেও যোগ দেবেন বলে বোর্ডগুলির কোঅর্ডিনেটর তথা নেওয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সুনীল প্রধান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন বোর্ডকর্তারা।

জিটিএ গঠনের পরই পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একে একে ১৬টি উন্নয়ন বোর্ড তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালে গঠিত হয় লেপচা বোর্ড। কিন্তু কিছু উন্নয়ন বোর্ডের কাজকর্ম, আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি এতগুলি উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস পাহাড়ে কোনও ভোটেই সেভাবে সমর্থন পায়নি। যার জেরে ২০২০ সালের পর থেকে বোর্ডগুলির সমস্ত বরাদ্দ বন্ধ। মাঝে প্রতিটি বোর্ডের আয়ব্যয়ের হিসেব খতিয়ে দেখতে তদন্তও করেছে রাজ্য সরকার।

গত বছর নভেম্বরে দার্জিলিংয়ে এসে ১৬টি উন্নয়ন বোর্ড এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (জিটিএ) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছিলেন। সেখানেই তিনি বোর্ডগুলির পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বোর্ডগুলির উপর নজরদারির জন্য জিটিএ চিফ অনীত থাপাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বোর্ড পুনর্গঠন করতে গিয়ে প্রতিটি জনজাতির মধ্যে বিরোধ, বোর্ড চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে একাধিক দাবিদার সামনে আসায় বিরক্ত অনীত। সেজন্য বোর্ড পুনর্গঠন আপাতত স্থগিত রয়েছে।

এরই মধ্যে শনিবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে ১৪টি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বৈঠকে বসেন। বোর্ডগুলির কোঅর্ডিনেটর সুনীল প্রধান বৈঠকের পরে বলেছেন, 'বোর্ডগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ সহ অন্য বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় যাচ্ছি।' তাঁর বক্তব্য, 'গত ভোটগুলির মতো আগামী বিধানসভা ভোটেও আমরা তৃণমূলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করাই আমাদের লক্ষ্য।'

এদিকে, জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভকে বোর্ডগুলির উপর নজরদারির দায়িত্ব দেওয়ার পরও আলাদাভাবে শিলিগুড়িতে বৈঠকে প্রশ্ন উঠছে। জিটিএ'র এক পদাধিকারীর মতে, অনীতকে এড়িয়ে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দাবি পেশ এবং চেয়ারম্যান পদের দাবি জানানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে, এতে কোনও লাভ হবে না।

হালহকিকত

- জিটিএ গঠনের পরই পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী
- তার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একে একে ১৬টি উন্নয়ন বোর্ড তৈরি হয়েছে
- কিন্তু কিছু উন্নয়ন বোর্ডের কাজকর্ম, আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে
- উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করে বরাদ্দ দিলেও তৃণমূল পাহাড়ে কোনও ভোটেই সেভাবে সমর্থন পায়নি

ঘুমচোখে।। যোগ দিবসে জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘিতে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ম্যারাথন দৌড়, যোগচর্চা

খড়িবাড়ি ও বাগডোগরা, ২১ জুন : বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে খড়িবাড়িতে শনিবার ম্যারাথন দৌড় ও যোগ চর্চা শিবিরের আয়োজন করে গ্রামীণ ইউথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমি। এদিন সকালে কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল থেকে ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়। ৮ কিলোমিটার দৌড়ে মোট ৫০০ জন মহিলা ও পুরুষ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। মহিলা ও পুরুষ বিভাগ থেকে প্রথম ১০ জন করে মোট ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ম্যারাথন প্রতিযোগিতার পর কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলের মাঠে একটি যোগচর্চা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কাঁদমণি বিওপি কমান্ডান্ট সঞ্জয় কুমার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, এদিন বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফ থেকে আঠারোখাই সর্বজনীন খেলার মাঠে যোগব্যায়াম শেখানো হয়। স্কুলের এনসিসির তরফ থেকে এদিন চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল ছাড়াও আরও ৩টি স্কুলের পড়ুয়ারা এই শিবিরে অংশ নেয়।

পঞ্চায়েত সদস্যের নিশানায় প্রধান

পার্ক বন্ধে ফুলবাড়িতে তৃণমূলে কোন্দল

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ২১ জুন : তৃণমূলের প্রধানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। প্রধানের নীতির কারণে এক বছর ধরে ফুলবাড়ি-১ 'এর শান্তিপাড়া এলাকার শিশু উদ্যান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলে পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রধানের কাজকর্মে ক্ষুব্ধ। প্রধান সুনীতা রায় ও শান্তিপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য রিতা দেব বর্মনের তর্জা নিয়ে এখন চর্চা তৃণমূলের অন্দরে।

রিতার কথায়, 'প্রধান পার্কটি চালু রাখতে পারলেন না। যা সত্যি দুঃখের। সাধারণ মানুষ প্রধানের ভূমিকা ভালোভাবে নিচ্ছেন না।' সুনীতা পালটা বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কী বলছেন তা ভেবে আমার লাভ নেই। আমার কাজ আমাকে করতে হবে।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শান্তিপাড়ায় শিশু উদ্যান তৈরি করে দিয়েছিলেন। পার্কটি দেখভালের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখভালের জন্য সেটি পঞ্চায়েতের তরফে টেন্ডার করে একটি সংস্থাকে তুলে দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, ১০ হাজার টাকা দিয়ে ওই সংস্থা টেন্ডার পেয়েছিল। পার্কের ভেতর ঢুকতে পাঁচ টাকা টিকিট কাটতে হত। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল।

রিতা দেব বর্মনের অভিযোগ, 'সুনীতা প্রধান হয়েই পার্কটির বরাত পাওয়ার ক্ষেত্রে টেন্ডারের দর ৫০ হাজার টাকা দেন। একটি সংস্থা ৫০ হাজার টাকায় পার্কটি নিয়েও নেয়। কিন্তু পার্কটি দেখভাল করতে না পেরে সংস্থাটি গেটে তালা বন্ধ করে চলে গিয়েছে। কেননা, অত টাকা টিকিট বিক্রি করে উঠত না। তার ওপর পার্কের পরিচর্যার জন্য খরচ ও কর্মীদের মাইনেও ছিল। প্রধানের টাকা বাড়ানোর নীতির কারণে পার্কটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

দেখভালের অভাবে পার্কে বাচ্চাদের খেলনার সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিমা সরকার, শম্পা রায়ের কথায়, আশপাশে আর কোনও পার্ক নেই। বাচ্চাদের খেলার জন্য বিকেলে নিয়ে যেতাম। ভালো ভিড় হত। কিন্তু গত বছরের মাঝামাঝি সময় পার্কটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে রাত হলেই পার্কের ভেতর নেশাগ্রস্তরা আস্তানা গাড়ে। পার্কের ভেতর সমস্ত বাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পার্কের বেহাল অবস্থা দেখেও প্রধান কিছুই করছেন না।

যদিও প্রধান সুনীতা রায় বলেন, 'পার্কের ভেতরের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে তা চালু করা হবে।' কিন্তু তা কবে হবে, সেই বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

এই পার্ক বন্ধ থাকা নিয়েই যত বিতর্ক। ফুলবাড়ি ১-এর শান্তিপাড়ায়।

কী ঘটনা

- এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান থাকাকালীন গৌতম দেব শান্তিপাড়ায় শিশু উদ্যান তৈরি করে দিয়েছিলেন
- পার্কটি দেখভালের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছিল
- পরবর্তীতে সেটি টেন্ডার করে একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়
- সুনিতা প্রধান হয়েই পার্কটির বরাত পাওয়ার ক্ষেত্রে টেন্ডারের দর ৫০ হাজার টাকা দেন

স্কুলে বসে গাঁজায় টান

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২১ জুন : স্কুল চত্বরে সন্ধ্যার পর নেশার আসর বসানোর অভিযোগ ওঠে হামেশাই। কিন্তু এবার স্কুল চলাকালীনই গাঁজা সেবন করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির খুট্টিমারি হাইস্কুলে। অভিযুক্ত ওই দুই পড়ুয়াকে প্রথম সিমেস্টারের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিষ্ণুপদ রায় বলছেন, 'অধিকাংশ পড়ুয়াই মাথায় উঠে বসেছে। বাকিরা যাতে ভবিষ্যতে এরকম কাণ্ড না ঘটায় তা নিশ্চিত করতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

স্কুল নাকি আড্ডাখানা, বুঝতেই পারছেন না শিক্ষকরা। ক'দিন আগেই ধূপগুড়ি হাইস্কুলে ক্লাসরুমে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটিয়ে সাসপেন্ড হয়েছিল পাঁচ পড়ুয়া। শুক্রবার আবার নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে মদের আসর বসিয়ে ধরা পড়েছিল দুই ছাত্র। মিড-ডে মিলের ডাইনিং হলে বসে ওই দুই ছাত্র ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে মদ মিশিয়ে পান করছিল। ওইদিনই গাঁজা সেবন করতে গিয়ে খুট্টিমারিতে হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই পড়ুয়া। বারবার এই ধরনের ঘটনায় কলঙ্কিত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন, এমনটাই মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

ভাইপোকে কোপ কাকার

ফালাকাটা, ২১ জুন : পৈতৃক জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের শরিকি বিবাদ শনিবার চরম আকার নিল। এদিন ভাইপো প্রকাশ বর্মন হাঁসুয়া দিয়ে আক্রমণ করে কাকা গণেশ বর্মনকে। গোলমাল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন সৌমেন বর্মন নামে এক প্রতিবেশী। মাথা, হাতে এবং পিঠে গুরুতর চোট পেয়েছেন গণেশ। সৌমেনের বুকেও হাঁসুয়ার কোপ পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি এলাকায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'জমিকে কেন্দ্র করে বিবাদ। ঘটনায় অভিযুক্ত প্রকাশ এবং তার বাবা সুশীল বর্মনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মন বললেন, 'পুরোনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এত বড় মারপিটের ঘটনা ঘটবে তা ভাবা যায়নি। অভিযুক্ত প্রকাশ এবং তার বাবা সুশীলের কঠোর শাস্তি চাই।'

গুরুতর জখম গণেশ শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সৌমেনও ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ২১ জুন : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলপ্রকল্প এবং নিকাশিনালা তৈরি নিয়ে ফের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, পানীয় জলপ্রকল্প, নিকাশিনালা তৈরির নামে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। পানীয় জলের প্রকল্প বারবার সারাই করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। শনিবার নালার কাজ নিয়ে দক্ষিণ তোতারামজোতের কাঁঠাল বস্তির বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দা নন্দু গুপ্ত বললেন, 'নালা তৈরি না করে রাস্তার উপরে স্ল্যাব বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোংরা জল বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে।' আরেক বাসিন্দা গোপাল শা বললেন, 'বেশ কয়েক জায়গায় স্ল্যাব ভেঙে নালায় ঢুকে গিয়েছে। প্রচুর টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং নির্মাণ সহায়ককে অভিযোগ জানানো হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সাধন চক্রবর্তী বললেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রতিটি কাজবাবদ ছয় শতাংশ কাটমানি তুলতে ব্যস্ত। ফলে সবক্ষেত্রেই নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। এছাড়া টেন্ডার নিয়ে কিছু জানানো হচ্ছে না।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বললেন, 'দক্ষিণ তোতারামজোতে নালার কাজ নিয়ে সমস্যার কথা শুনেছি। কাজের মান কোথাও খারাপ হলে এজেন্সির সিকিউরিটি মানি কেটে নেওয়া হবে। পানীয় জলের প্রকল্প সারাইয়ের কাজ ভালোভাবে করার চেষ্টা করব।'

এর আগে উপপ্রধানের এলাকায় পেভার্স ব্লকের একটি রাস্তা তৈরি নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তোতারামজোত এলাকায় একটি নিকাশিনালা তৈরির এক সপ্তাহের মধ্যে স্ল্যাব ভেঙে পড়েছে। নালা তৈরি না করে কোথাও স্ল্যাব বসানো হয়েছে। লোহার রডের বদলে কোথাও বাঁশের বাতা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে নালা দিয়ে জল চলাচল একেবারে বন্ধ। উপরন্তু নালার নোংরা জল উপচে এলাকার বাসিন্দাদের ঘরে ঢুকছে।

গত সপ্তাহে নালা তৈরির কাজ শেষ হলেও কাজের মান নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছেন। এদিকে তিন মাস আগে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্প সারাইয়ে তিন লক্ষ টাকার টেন্ডার করে। এছাড়া মার্ক-টু টিউবওয়েল সারাইয়ে দেড় লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়। রথখোলা, নকশালবাড়ি চা বাগান, কালুয়াজোত সহ বিভিন্ন সংসদের সমস্ত পানীয় জলপ্রকল্প সারাই করা হয়। এরপর তিন মাস যেতে না যেতেই সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প ফের সারাইয়ের জন্য গত ১২ জুন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত তিন লক্ষ টাকার টেন্ডার করেছে। গত এক বছরে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এভাবে আটটি টেন্ডার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, একই কাজে কেন বারবার টেন্ডার করা হচ্ছে? কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে।। কোচবিহারে মরাতোর্ষার পাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

মহিলা, যুব-য় নতুন মুখ

তৃণমূলের শাখা সংগঠনে রদবদল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : দার্জিলিং জেলায় এখনও সভাপতি বাছাই করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। চেয়ারম্যান হিসেবে সঞ্জয় টিব্রুয়ালকে দায়িত্ব দিয়েই আপাতত কাজ চালানো হচ্ছে। তবে, এবার শাখা সংগঠনে বদল আনল রাজ্যের শাসকদল।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্ণয় রায়কে পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জয়ব্রত মুখুটিকে। অন্যদিকে, মহিলা সভানেত্রীর পদ থেকে সুস্মিতা বসু মৈত্রকে সরিয়ে পুনরায় সুস্মিতা সেনগুপ্তকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে, দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতি পদে রেখে দেওয়া হয়েছে নির্জল দে-কে। অন্যদিকে, এদিনও দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভাপতি বা কোর কমিটি নিয়ে কোনও ঘোষণা হয়নি।

কয়েক বছর আগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির পদ থেকে যুব সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন নির্ণয়। কিন্তু তাঁর আমলে শিলিগুড়িতে যুব সংগঠন সেভাবে ডানা মেলতে পারেনি। এত বছরেও নির্ণয় জেলায় নতুন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি, একাধিক ব্লক কমিটি তৈরি করতে পারেননি। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এই জেলায় যুব সংগঠনের কাজকর্ম চলছিল। শুধুমাত্র দলের জেলা সভানেত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এতদিন পদে থেকে গিয়েছেন নির্ণয়। অবশেষে সেই নির্ণয়কে জেলার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল রাজ্য নেতৃত্ব। তাঁকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। যুব সংগঠনের নতুন জেলা সভাপতি হয়েছেন পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব নেতা জয়ব্রত। তিনি মেয়র গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত।

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী পদে বদল একরকম নিশ্চিত ছিল। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন পেশায় আইনজীবী সুস্মিতা বসু মৈত্র। পাশাপাশি তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে আইনজীবী সেলের আহ্বায়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে তৃণমূলপন্থী প্যানেল মুখ থুবড়ে পড়েছে। গত নির্বাচনে তৃণমূল চারটি আসনে জয়ী হলেও এবার একটি আসনও পায়নি। এই ভরাডুবির পর পাপিয়া পরাজয়ের দায় আইনজীবী সেলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের ওপরই চাপিয়েছিলেন। সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বও সুস্মিতার কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সুস্মিতার পদ যে যাচ্ছে সেটা সেই সময়ই একরকম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে, এর কয়েকদিন পরই পাপিয়াকে ফোন করে সুস্মিতা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন। তিনি দলের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে আইনজীবী পেশায় মন দিতে চান বলে জানিয়েছিলেন। দলের অন্দরেই জল্পনা ছিল যে, সুস্মিতা বুঝে গিয়েছেন যে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাই আগেভাগেই দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন।

শনিবার মহিলা সংগঠনে রদবদলের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সুস্মিতা বসু মৈত্রকে সরিয়ে পুরোনো নেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্তকে জেলা সভানেত্রীর দায়িত্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সুস্মিতা সেনগুপ্ত এর আগে দীর্ঘদিন মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। সুস্মিতা বসু মৈত্রকে জেলার দায়িত্ব থেকে ছেঁটে ফেলে রাজ্য সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সম্মত হলে শিলিগুড়িতে রিং রোড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : যানজটে জেরবার দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের জন্য বিকল্প সড়কের কাজ শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। লেবং-দাওয়াইপানি হয়ে তিস্তাবাজার পর্যন্ত এই রাস্তা হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে রাস্তা তৈরির জন্য ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় টামটা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের তরফে শিলিগুড়িকে ঘিরে রিং রোড তৈরির প্রস্তাবের অপেক্ষায় রয়েছে। সাংসদ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটনের উন্নয়নে দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের জন্য বিকল্প জাতীয় সড়ক এবং শিলিগুড়িকে ঘিরে রিং রোড ভীষণ প্রয়োজন। সংসদে সেই প্রস্তাবই রেখেছিলাম। এর বাস্তবায়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাতায়াতের জন্য বর্তমানে হিলকার্ট রোড বা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কই ভরসা। শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত রোহিণী, পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কার্সিয়াং থেকেই যানজট শুরু হয়। সোনাদা, জোড়বাংলোতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে। এই রাস্তাটি খুব বেশি চওড়া করা সম্ভব নয় বলে পূর্ত দপ্তর আগেই জানিয়েছে। অথচ প্রতিদিনই এই রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এই রাস্তায় প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার যানবাহন চলে, যা রাস্তার সহনক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। সেজন্য যানজট সমস্যা নিরসনে দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির প্রস্তাব অনেক আগে থেকেই রয়েছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ২০২৩ সালে রাজ্যের কাছে লেবং থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এই রাস্তা তৈরি হলে হিলকার্ট রোডের ওপরে চাপ অনেকটাই কমবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ের জন্য অবিলম্বে বিকল্প সড়ক প্রয়োজন। জিটিএ'র তরফেও লেবং হয়ে একটি রাস্তার প্রস্তাব রয়েছে।'

দার্জিলিংয়ের সাংসদও বেশ কয়েক বছর ধরে বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে দরবার করছেন। তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে একাধিকবার দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির জন্য তিনি মূলত দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রথমত, বালাসন নদীকে কেন্দ্র করে দুধিয়া, বালাসুন চা বাগান হয়ে ঘুমের কাছাকাছি পর্যন্ত রাস্তা, দ্বিতীয়ত, লেবং থেকে দাওয়াইপানি হয়ে তিস্তাবাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করা।

কেন্দ্র ইতিমধ্যে দার্জিলিং থেকে লেবং, দাওয়াইপানি হয়ে তিস্তাবাজার পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণে ডিপিআর তৈরির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করেছে। সেই এজেন্সি এলাকায় কাজও শুরু করেছে।

এদিকে, বিস্ট শিলিগুড়ির যানজট মোকাবিলায় শহরকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির প্রস্তাবও কেন্দ্রের কাছে দিয়েছেন। এর জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী অজয় টামটা চিঠিতে লিখেছেন, শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির প্রস্তাব রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। সেই সম্মতি পেয়ে গেলে কেন্দ্র পদক্ষেপ করবে।

যানজটে জেরবার দার্জিলিং। বিকল্প পথে সমস্যা মেটার আশা।

> উত্তরবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের উন্নয়নে দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের জন্য বিকল্প জাতীয় সড়ক এবং শিলিগুড়িকে ঘিরে রিং রোড ভীষণ প্রয়োজন। সংসদে সেই প্রস্তাবই রেখেছিলাম। এর বাস্তবায়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা।
>
> **রাজু বিস্ট** *সাংসদ*

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

ময়নাগুড়ি, ২১ জুন : কাকিমার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক স্বামীর বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করলেই জুটত মার। শুক্রবার সেই ঘটনা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বীপনগরের বাসিন্দা বাপ্পা রায় এই নিয়ে ফের স্ত্রীকে মারধর করেন। কিছুক্ষণ পর একটি ঘরের মধ্যে শাড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় শেফালি বিশ্বাস রায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন বাপ্পা বাড়িতেই ছিলেন। সকলের নজর এড়িয়ে বাপ্পা অন্য একটি ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সেসময় স্থানীয়রা বাপ্পাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাপ্পা।

সচেতনতা

চাকুলিয়া, ২১ জুন : সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চাকুলিয়ায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মহকুমা ও জেলা আদালত। শনিবার পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হয়। এদিন সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সদস্যরা বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ, মামলা দায়ের প্রক্রিয়া ও সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান। বিশেষ করে নারী নির্যাতন, সম্পত্তি বিরোধ এবং শ্রমিক অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয়।

রায়গঞ্জ জেলা বিচারক আতাউর রহমান ও ইসলামপুর মহকুমা আদালতের বিচারক মানিকলাল জানা, আইনজীবী সমিতির সদস্য ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ ও গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও সুজয় ধর উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভা

চোপড়া, ২১ জুন : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র মাঠে শনিবার নিহত সিপিএম কর্মী মনসুর আলমের স্মরণসভা আয়োজন করল দলের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও। গত ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা করতে যাওয়ার পথে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মনসুরের মৃত্যু হয়।

শান্তি বৈঠক

চোপড়া, ২১ জুন : মহরম ও রথ কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে শনিবার শান্তি বৈঠক করল পুলিশ। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি হলঘরে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সমীর মণ্ডল, আইসি সুরজ থাপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন প্রমুখ।

প্রয়াত শিক্ষক

চোপড়া, ২১ জুন : প্রয়াত হলেন আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফারাজুল ইসলাম (৭২)। শনিবার শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। ফারাজুলের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মিরিকে টানা মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৫০

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : গত তিনদিনে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মিরিকে প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রশাসনিক তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়ে শনিবার মিরিকের একাধিক সংগঠনের কর্মকর্তা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস এবং থানায় গিয়ে কুর্নিশ জানান। মিরিককে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করার দাবিতে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে ২৫ জুন মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং জেলায় মাদকের কারবার ক্রমশ শিকড় ছড়াচ্ছে। পাহাড় থেকে সমতল- সর্বত্র কারবারিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে দুশ্চিন্তায় পুলিশ-প্রশাসন। উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। ছোট ছোট এলাকাতেও হাতের মোয়ার মতো মিলছে মাদকদ্রব্য। অভিযোগ, এর কুপ্রভাব পড়ছে তরুণ সমাজের ওপর। অশান্তি বাঁধছে পরিবারে। দার্জিলিংকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে কিছুদিন আগে পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ প্রতিটি থানাকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে মিছিলের ডাক

পাশাপাশি নিজের মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে যে কোনও জায়গায় মাদক কারবার সংক্রান্ত খবর দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আবেদন করেন। এরপরেই তৎপরতা বাড়ে। প্রতিটি থানা এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। মিরিক থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশেষ দল গত তিনদিনে মাদক কারবারি ও সেবনকারী মিলিয়ে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। বেশ কয়েকটি ঠেক ভেঙে ফেলা হয়। আগামীদিনে এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে, সেটাও স্পষ্ট জানিয়েছেন কর্তারা।

পুলিশের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে এদিন মিরিক রানার্স অ্যাসোসিয়েশন, পারিজাত সংঘ, রেবর্ন ফাউন্ডেশন সহ একাধিক সংগঠনের তরফে মিরিকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিনোদকুমার মিনা এবং থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাসের অফিসে গিয়ে ধন্যবাদ জানানো হয়। একদিকে অভিযান, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে ২৫ জুন অর্থাৎ বুধবার মিরিকে অরাজনৈতিক মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

ওঁরাও মানুষ, তুমিও মানুষ, তফাত শুধু...

শিলিগুড়ির একটি বাণিজ্যিক বহুতলে নোটিশ দিয়ে ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের লিফট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এমন উদাহরণ ভূরিভূরি রয়েছে। রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি। কেন এমন অমানবিকতা? প্রশ্ন সচেতন নাগরিকদের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : 'সুইগি অ্যান্ড জোম্যাটো ডেলিভেরি পার্সনস আর নট আলাউড ইন লিফট। প্লিজ ইউজ স্টেয়ার্স।' ইংরেজিতে লেখা দুটো মাত্র লাইন। অথচ এর অর্থ অনেক গভীর। যে গভীরতায় মানবিকতার আলো পৌঁছায় না। রোদ-জলে ভিজে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত কিছু মানুষ দিনরাত ছুটে বেড়ান অন্যের খাবার পৌঁছে দিতে। যা সামান্য আয় হয়, তা দিয়ে ওই ছেলে বা মেয়েটির নিজের আর পরিবারের অন্নেরও সংস্থান হয়। এটা তাঁদের পেশা। অথচ শুধুমাত্র তাঁদের আলাদা চোখে দেখছেন অনেকে।

শিলিগুড়ির প্রণামি মন্দির রোডের একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের সিঁড়ির পাশে ইংরেজি হরফে লেখা ওই বার্তা কিন্তু মোটেই বিরল ঘটনা নয়। সারাদেশে এমন অগুনতি জায়গা রয়েছে, যেখানে এভাবেই নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের লিফট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিতর্কিত বাণিজ্যিক বহুতলের কমিটির সভাপতি রাজেশ আগরওয়ালের সাফাই, 'দোতলায় একটা ক্লাউড কিচেন রয়েছে। ডেলিভারি পার্সনরা সবসময় সেখানে আসেন। তাঁদের জন্য একটি আলাদা সিঁড়ি রয়েছে। তাছাড়া, এতবার লিফট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি আসবে। তাই এমন অনুরোধ।'

খোদ ফুড ডেলিভারি সংস্থা 'জোম্যাটো'র সিইও দীপেন্দর

এআই নির্মিত প্রতীকী ছবি। ইনসেটে বহুতলে লাগানো বিতর্কিত নোটিশ।

গোয়েলের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল গতবছরের শেষদিকে। তিনি একদিনের জন্য কর্মী হিসেবে বেরিয়েছিলেন গুরুগ্রামে। সেদিন একটি শপিং মলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। জানিয়ে দেওয়া হয়, লিফট ব্যবহার করা যাবে না। ফুড ডেলিভারি বয়দের জন্য অন্য একটি প্রবেশপথ রয়েছে, সেখান দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে তাঁকে। দীপেন্দর পরে পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মানবিক হওয়ার আর্জি জানান। নেট দুনিয়ায় বিতর্কের ঝড় ওঠে। তারপরেও কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। যার উদাহরণ আমার-আপনার প্রিয় শহরটি।

এই পেশায় অভিজ্ঞতা সর্বদা সুখকর নয়, শোনালেন ফুড ডেলিভারি বয় আকাশ দাস। বললেন, 'এমন বহু রেস্তোরাঁর ভেতরে আমাদের ঢোকা বারণ। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ট্রাফিক জ্যাম বা দোকানে ভিড়ের কারণে সামান্য দেরি হলে কিছু গ্রাহক আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। খারাপ রেটিং দেন। পেটের তাগিদে সব মুখ বুজে সইতে হয়।' সুইগি'র উত্তরবঙ্গের ফ্লিট সিনিয়ার ম্যানেজার ফুলকুমার সরকারের কথায়, 'শিলিগুড়ির একটি জায়গায় এমন নোটিশ ঝোলানো হয়েছে, তা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে। আমাদের আরও মানবিক হতে হবে।'

নোটিশের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বিবেকবোধ। শহরের সচেতন বাসিন্দারা অবশ্য নিন্দা জানাচ্ছেন। গোপাল সরকারের ব্যাখ্যায়, 'একজন মানুষ আপনার ব্যবসার স্বার্থে খাবারটি সংগ্রহ করবেন বা আপনার খিদে মেটাতে সেটা ডেলিভারি করবেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তিনি বাইক বা সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকেই আবার সিঁড়ি ভেঙে বহুতলে উঠতে-নামতে হবে বারবার। ন্যূনতম মনুষত্ব সকলের মধ্যে থাকা উচিত।'

নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন শহরবাসী শিপ্রা রায়, 'আমি একটি শপিং মলে গিয়েছিলাম। লিফটে অনেকে ঢোকার পর ওভারলোড হয়ে যাওয়ায় সিগন্যাল দিচ্ছিল। তখন সিকিউরিটি গার্ডটি বাকি সবাইকে রেখে একজন ফুড ডেলিভারি বয়কে বেরোতে বললেন। আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। কেন ওঁকে আলাদা চোখে দেখা হল?'

মায়ের অপেক্ষা। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন ঝুমা রায় মল্লিক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, ধর্ষণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : এক নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। শুক্রবার পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বয়স ১৯ বছর। তাকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা ষোলো বছরের মেয়েটি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা দুজনেই নির্মাণশ্রমিক। সকালে কাজে বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন সন্ধ্যায়। মেয়ের দেখভালের দায়িত্ব বিশ্বাস করে অভিযুক্তের হাতেই সঁপেছিলেন অভিভাবকরা। অভিযোগ, সেই সুযোগে মাঝেমধ্যেই অভিযুক্ত তরুণ নাকি নাবালিকাকে আশপাশে ঘোরানোর অজুহাতে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করত।

কিশোরীর মা জানালেন, গত কয়েকদিন ধরেই মেয়ে অসুস্থবোধ করছিল। এরপর আচমকা পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। জানা যায়, সে গর্ভবর্তী। কিশোরী পুরো ঘটনা খুলে বলে।

গ্যাংয়ের শাসক-যোগ তত্ত্ব শংকরের

ফের ডাবগ্রামে নজর গৌতমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : সবার অঙ্ক মেলে, শুধু রাজনীতির অঙ্ক সহজে মেলে না।

সম্প্রতি ঠাকুরনগরে একটি পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে কয়েকজন তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মুখিয়া গ্যাংয়ের সদস্য তারা। পরবর্তীতে শাসকদলের একাধিক নেতা-কর্মীর সঙ্গে তাদের ছবি সামনে আসে। শিলিগুড়ির মেয়রের সঙ্গে ছবি ভাইরাল হতেই জল আরও ঘোলা হয়। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে পদ্ম শিবির। অভিযুক্তদের সঙ্গে তৃণমূল-যোগ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। শনিবার বিধানসভায় বিজেপির সংসদীয় মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলন করে এব্যাপারে সরব হন।

তিনি কয়েকটি প্রিন্ট করা ছবি দেখান। সেগুলোর মধ্যে একটিতে ঠাকুরনগরের ঝামেলায় ধৃতদের পাশে গৌতমকে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি তৃণমূলের বুথ থেকে অভিযুক্তদের জল বিতরণের ছবিও প্রকাশ করেন তিনি। এধরনের গ্যাংয়ের সদস্যদের মাথায় তৃণমূলের নেতাদের হাত রয়েছে এবং তাদের মদতে বেআইনি কারবার চলছে বলে দাবি তোলেন শংকর। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, 'শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সব জানেন। তাঁর ছত্রছায়ায় থেকেই অভিযুক্তরা কাজ করছে।'

এই মন্তব্যের জবাবে গৌতমের পালটা বার্তা, 'আমি চার বছর ওই এলাকায় যাইনি। আমাকে রাজনীতি করতে কোনও গ্যাং পুষতে হয় না। তবে এখন থেকে ওই এলাকায় যাব। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে আমি যাব এবং আমাদের দলের কর্মীরা যাবেন। ওই এলাকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রাজনীতির ময়দানে এক চুলও জমি ছাড়ব না।'

মাসকয়েক আগে থেকে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘোরা শুরু করেন মেয়র গৌতম দেব। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন, তা সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এই তৎপরতায় বিধানসভা ভোটের গন্ধ পান বিরোধীরা।

রাজনীতির জটিল অঙ্ক

- জনসংযোগ কর্মসূচির পর শিলিগুড়িতে গৌতমের টিকিট পাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়
- শিখার কাছে হারার পর দু'বারের বিধায়ক কার্যত আর পা রাখেননি ডাবগ্রামে
- ঠাকুরনগরে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করার পর এদিন ফের দেখা গেল তাঁকে
- শংকরের অভিযোগের পালটা ডাবগ্রামে একচুল জমি না ছাড়ার হুঁশিয়ারি
- তবে কি পুরোনো আসন থেকেই লড়বেন গৌতম, চর্চা

গত নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর গৌতম সেই এলাকায় কার্যত আর পা রাখেননি। এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিপুল জনমত নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর মেয়রের আসনে বসেন তিনি। 'টক টু মেয়র'-এর মাধ্যমে বছরভর জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। চর্চায় উঠে আসে, আসন্ন ভোটে শিলিগুড়ি আসনে দাঁড়িয়ে তার ফায়দা তোলার চেষ্টা করবেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। শংকর ঘোষও জোরদার লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেন। এমনকি প্রস্তুতি শুরু করেন গৌতমের অনুরাগীদের একাংশ। তবে আচমকাই পট পরিবর্তন। সৌজন্যে খোদ মেয়রের মন্তব্য।

তবে কি ফের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির দিকে নজর ঘোরালেন গৌতম? বিজেপিকে একচুলও জমি না ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক।

ঠাকুরনগরে ঝামেলায় আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন গৌতম। এদিন সকালে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়। এবার খোলামেলা ঘোষণা। রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে কি ফের পুরোনো আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন তিনি, এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এদিকে, শংকরের দাবি গৌতমের প্রত্যক্ষ মদতেই নাকি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়ি শহরজুড়ে মাফিয়া গ্যাংয়ের বাড়বাড়ন্ত। '২৬-এর মহারণের আগে যে আরও বহুবার সমীকরণ বদলাবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে শেষপর্যন্ত কোন অঙ্কে কোন দলের ভোট বৈতরণি পার হবে, তা ঠিক করবেন গণদেবতা।

পুকুরের নকশায় বদল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজে জটিলতা কিছুটা কাটল। বন দপ্তর থেকে যে অনুমতি আসা বাকি ছিল তা চলে এসেছে। বন দপ্তরের প্রধান সচিব শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে হোয়াটসঅ্যাপ করে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। এখন আর পাইপলাইন পাততে কোনও সমস্যা থাকল না বলে দাবি মেয়রের। অন্যদিকে, পাখিবিতান এলাকায় যে পুকুর তৈরির কথা রয়েছে তার ব্যাসার্ধ কমিয়ে আনা হয়েছে বলে খবর।

নদীর ভেতরে ৭৫ মিটারের জায়গায় ৫৫ মিটারের নতুন ডিপিআর তৈরি করে রাজ্য বন্যপ্রাণ বোর্ডের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সেখান থেকে অনুমোদনের জন্যে কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণ বোর্ডের কাছে পাঠানো হবে। এর মধ্যে জলপ্রকল্পের অন্য কাজ চলতে থাকবে। ওই কাজের মাঝেই অনুমতি চলে আসবে বলে আশাবাদী পুরকর্তারা।

শনিবার গোটা কাজ খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়িতে এসেছেন আম্রুত-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর থেকে শুরু করে বাস্তুকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা এলাকা পরিদর্শনের পর পুরনিগমে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গৌতম বলছেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হচ্ছে।

জলপ্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

আম্রুত-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে পুরনিগম কর্তাদের বৈঠক।

শহরবাসী দেখবে কত উন্নত প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। আমাদের বাস্তুকাররা পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন।'

মেয়র যাই বলুন না কেন, শিলিগুড়ির পানীয় জলসমস্যা এবং দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে পাশে বসিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন শংকর। তাঁর অভিযোগ, অনুমতি পর্ব শেষ না করেই সমস্ত কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এখন পুরনিগমকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। শহরের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে কৃতিত্ব দিয়ে শংকরের দাবি, ২০১৫ সালেই এই জলপ্রকল্পের কাজ করতে চেয়েছিল তৎকালীন বাম বোর্ড। কিন্তু গৌতমের অঙ্গুলিহেলনেই রাজ্য সরকার এই প্রকল্প আম্রুতে পাঠায়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

শংকরের বক্তব্য, 'অনেক আগেই এই জলপ্রকল্পের কাজ হত। কিন্তু আমি তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলে দিতে পারি গৌতম দেব সেই সময় পেছন থেকে বাধা দিয়েছিলেন। তাই ওই প্রকল্প করা যায়নি।' শংকরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গৌতমের পালটা যুক্তি, 'তখন তো ওঁদের বোর্ড ছিল। আমি কী করে কলকাঠি নাড়ব। কাজ করতে না পেরে এখন উনি বড় বড় কথা বলছেন।'

শিলিগুড়িতে আম্রুত ২-এর অধীনে ৫০০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে। কিন্তু এই কাজে দুটি প্রধান বাধা ছিল। এক তো বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের প্রায় ৫ একর জমির মধ্যে পাইপলাইন পাতা। অন্যদিকে, গজলডোবায় তিস্তার বুকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মধ্যে পুকুর তৈরি। ওই পুকুর নদীর ভেতর ৭৫ মিটার এলাকা নিয়ে তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বার্ড স্যাংচুয়ারির ভেতর হওয়ায় কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণ বোর্ডের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এই পরিস্থিতিতে ওই পুকুর তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

এই তো সুখের সময়

মহানন্দার পাড়ে দুই বন্ধুর খোশগল্প। নৌকাঘাটের কাছে সূত্রধরের তোলা ছবি।

আত্মবিশ্বাসই অস্ত্র এভারেস্টজয়ী প্রতিমার

আলোকের ঝরনাধারা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : বয়স মাত্র ১৯ বছর। কিন্তু এই বয়সেই চোখে ভারতভূমি রক্ষার শপথ। এভারেস্ট জয়কে পিছনে ফেলে সেনাবাহিনীর জন্য নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করছেন দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা প্রতিমা রাই। তাঁকে অনুসরণ করে যখন পাহাড়ের মেয়েরা মাউন্ট এভারেস্টে পা রাখার স্বপ্ন দেখছে, তখন প্রতিমার মুখে 'অপারেশন সিঁদুর' এবং সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিংয়ের 'বীরগাথা'। শনিবার শিলিগুড়িতে এনসিসির তরফে ঘুমের দিমায়াবস্তির প্রতিমাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এখানে তিনি এভারেস্ট জয়ের গল্প শোনালেন বটে, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের অধিকাংশজুড়েই ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর জন্য নিজেকে তৈরি করার কথা।

এভারেস্টজয়ী প্রতিমা রাইকে সংবর্ধনা। শনিবার শিলিগুড়িতে।

মাউন্ট এভারেস্ট এবং তেনজিং নোরগেকে নিয়ে অনেক গল্প শুনেছেন। কিন্তু কখনও কল্পনা করেননি, তিনিও একদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে পা রাখতে পারবেন। তাই সারা জীবন ২০২৫-এর ১৮ এপ্রিল মনে থাকবে প্রতিমার। দার্জিলিংয়ে একটি বেসরকারি কলেজে পড়ার সময়ই গত বছর এনসিসিতে যোগদান তাঁর। হঠাৎই তিনি এভারেস্ট ক্যাম্পের কথা জানতে পারেন এবং নিজের নাম লেখান। কিন্তু ভাবতে পারেননি এনসিসির ১১ জনের দলে সুযোগ পাবেন।

তাই ৩ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং অভিযানের সূচনা করেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিমা বারবার তেনজিং নোরগের কথা ভেবেছেন, অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ১৮ মে মাত্র ১৯ বছর বয়সে এভারেস্টের শিখরে পৌঁছে দেশের এবং ইউনিটের পতাকা গেঁথে স্বপ্নপূরণ করেন। বললেন, 'সেই অনুভূতি ভোলার নয়। তখন কেমন মনে হচ্ছিল, বোঝানো যায় না।'

এভারেস্ট কথোপকথনের মাঝে হঠাৎই প্রতিমা টেনে আনেন অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী প্রতিমা কোনও রাখঢাক না করেই বলে ফেললেন, 'পড়াশোনা শেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাই।' টেনে আনলেন পহলগাম হত্যাকাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুর। এখন মেয়েরা যেসব পারে, তা তুলে ধরতে তিনি অপারেশন সিঁদুরে যুক্ত দুই মহিলা অফিসার সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিংয়ের কথাও বললেন। বললেন, প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস।

তাঁর সঙ্গে এদিন ছিলেন বাবা আশকুমার রাই, মা ছিরিং ডোমা ভুটিয়া, বোন প্রিয়া ও দাদা অগ্নিবীর। সেনাবাহিনীর কথা প্রতিমা যখন বলছেন, তখন দূরে দাঁড়ানো এনসিসির ২৩ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হাসি।

রিলে অনশন মঞ্চে অসুস্থ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত চারটি ভারতীয় সংগঠনের সদস্যরা ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি রিলে অনশন চালাচ্ছেন। শনিবার রিলে অনশন চলাকালীন আচমকা অসুস্থবোধ করেন আবদুল মান্নান নামে এক ট্রাকচালক। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চেকআপের পর আবদুলকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি আবারও অনশন মঞ্চে যোগ দেন।

খবরের জেরে অফিসে

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : শনিবার আর অধ্যক্ষের অফিস নয়, হাসপাতাল সুপারের অফিসেই বকেয়া কাজ সারলেন ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে পদোন্নতি পেলেও সুপারের দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু প্রায় দেড় মাস ধরে সুপারের অফিসমুখো হননি বলে অভিযোগ। ফলে এই অফিসে প্রচুর কাজ জমে গিয়েছিল।

বহু মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সুপারের অফিসে রোজ এসে ফিরে যাচ্ছেন। দেখা পাচ্ছেন না চিকিৎসক, নার্সরাও। সুপারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধস্তন আধিকারিক থেকে হাসপাতাল কর্মীরা ফাঁকিবাজি শুরু করেন বলে অভিযোগ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে শনিবার এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। তারপরই টনক নড়ে। এদিন ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সরাসরি সুপারের অফিসে ঢোকেন। নিয়ম অনুযায়ী, অর্ধদিবস কাজ করার থাকলেও তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নিজের ঘরে বসে কাজকর্ম করেন।

দপ্তরের অন্য আধিকারিকদের নিয়ে একাধিক বৈঠকও সারেন। পরে বলেন, 'দুটি দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে হচ্ছে। হাসপাতালের সমস্ত ফাইল আমার কাছে নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে আনা হয়। তাই কোনও সমস্যা হয় না।'

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী। মাঝে যোগাসনে ব্যস্ত খুদে। নীচে অমৃতসরে বিএসএফ জওয়ানরা।

বুথের সিসিটিভি ফুটেজ দেখাবে না ইসি

রাহুলের তোপেও অনড় কমিশন

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : 'হাম ফুটেজ নেহি দিখায়েঙ্গে।'

দেশের ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরোধ আরও চড়ল শনিবার। ভোটার তালিকায় গরমিল এবং ভোটপ্রক্রিয়ায় জল মেশানোর অভিযোগে ইতিমধ্যে সুর চড়িয়েছেন রাহুল গান্ধি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিং করার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। এই অবস্থায় গোপনীয়তা এবং আইনি বাধার অজুহাত দেখিয়ে শনিবার নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়েছে, বুথের ভোটদানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো যাবে না। একমাত্র আদালতের নির্দেশ পেলে তবেই সেটা সম্ভব। কমিশন ইতিমধ্যে বুথের ভিতর ওয়েবকাস্টিংয়ের ভিডিও ফুটেজ ১ বছর থেকে কমিয়ে মাত্র ৪৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যদি কোনও মামলা না হয় তাহলে ফল ঘোষণার ৪৫ দিন পর যাবতীয় ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করে দেওয়া হবে। তাদের মতে, ভোট প্রক্রিয়ার ভিডিও বা ছবি তুলে রাখার কোনও বিধান আইনে নেই। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন

> 'ভোটার তালিকা? মেশিন দ্বারা পঠনযোগ্য ফর্ম্যাট দেওয়া হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ? আইন বদলে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়ার ছবি, ভিডিও? এবার থেকে ১ বছরের বদলে ৪৫ দিনে নষ্ট করে দেওয়া হবে। যাদের থেকে জবাব চাওয়া হয়েছিল তারাই প্রমাণ নষ্ট করছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ম্যাচ ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। আর ফিক্সড হওয়া নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য বিষ। – রাহুল গান্ধি

> যেটাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত দাবি বলে দেখানো হচ্ছে সেটি আদতে ভোটারদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তাজনিত বিষয়ের পরিপন্থী। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের ধারা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পুরোপুরি বিরোধী। – নির্বাচন কমিশন

করার উদ্দেশ্যেই এই কাজগুলি করা হয়।

কমিশনের এই অবস্থানকে কটাক্ষ করে রাহুল এদিন সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভোটার তালিকা? মেশিন দ্বারা পঠনযোগ্য ফরম্যাট দেওয়া হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ? আইন বদলে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়ার ছবি, ভিডিও? এবার থেকে ১ বছরের বদলে ৪৫ দিনে নষ্ট করে দেওয়া হবে। যাদের থেকে জবাব চাওয়া হয়েছিল তারাই প্রমাণ নষ্ট করছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ম্যাচ ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। আর ফিক্সড হওয়া নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য বিষ।'

বিরোধী দলনেতার এহেন আক্রমণের পরই কমিশন ভিডিও ফুটেজ দেওয়া নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। কেন ৪৫ দিন পরই ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে কমিশন বলেছে, 'যেটাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত দাবি বলে দেখানো হচ্ছে সেটি আদতে ভোটারদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তাজনিত বিষয়ের পরিপন্থী। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের ধারা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পুরোপুরি বিরোধী।'

কমিশনের সাফ কথা, 'বুথের ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করলে যে কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ভোটারদের সহজেই শনাক্ত করে নিতে পারবেন। ফলে যাঁরা ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা ভোট দেননি তাঁরা সকলেই সমাজবিরোধীদের চাপ, বৈষম্য এবং ভয় দেখানোর শিকার হবেন।' রাহুলের বক্তব্য খণ্ডন করে কমিশনের যুক্তি, যদি কোনও একটি দল কোনও একটি নির্দিষ্ট বুথে কম সংখ্যক ভোট পায় তাহলে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে কারা তাদের ভোট দিয়েছেন, আর কারা দেননি সেটা চিহ্নিত করতে পারবে।

তারপর সেই রাজনৈতিক দল ভোটারদের হেনস্তা অথবা ভয় দেখাতে পারে। যাঁরা ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিসিটিভি ফুটেজ শেয়ার করলে তাঁদেরও গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে।

দেহ মিলল পরিচালকের

আহমেদাবাদ, ২১ জুন : এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন গুজরাটের পরিচালক মহেশ জিরাওয়ালা। শনিবার তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করল গুজরাট পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া একটি দেহের সঙ্গে তাঁর পরিবারের ডিএনএ মিলেছে। পরিচালকের ফোনের শেষ টাওয়ার লোকেশন ছিল ঘটনাস্থল থেকে ৭০০ মিটার দূরে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় মহেশের পুড়ে যাওয়া স্কুটার। আহমেদাবাদের বাসিন্দা মহেশ মিউজিক ভিডিও এবং এডস নিয়ে সচেতনতা প্রজেক্ট তৈরির কারণে জনপ্রিয় ছিলেন।

সুর বদল তুলসীর

ওয়াশিংটন, ২১ জুন : কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে ইরান। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধান তুলসী গাবার্ড। সংবাদমাধ্যম ইরান ইস্যুতে তাঁর মন্তব্য বিকৃত করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

কিছুদিন আগে এই তুলসীই জানিয়েছিলেন, ইরান পরমাণু বোমা তৈরি করছে এমন প্রমাণ তাঁদের কাছে নেই। আমেরিকার গোয়েন্দা প্রধানের মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। তুলসীর বক্তব্য খারিজ করে দেন খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাফ জানান, ইরানের পরমাণু শক্তিধর দেশে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকে লঘুভাবে বিচার করেছেন মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে তুলসী লিখেছেন, 'মিডিয়া অসৎভাবে আমার মন্তব্যকে মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভুল খবর প্রচার করা হচ্ছে। আমেরিকার গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারে ইরান। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান স্পষ্ট। এটা হতে দেওয়া যাবে না।' ঘটনাচক্রে গত মার্চে তুলসী মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়েছিলেন, পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে না ইরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই ২০০৩ সালেই পরমাণু অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নীতীশের খয়রাতি, কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ২১ জুন : বিহারে ভোটের মুখে রাজ্যবাসীর মন জিততে খয়রাতি বণ্টন শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শনিবার রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা পেনশনের পরিমাণ ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এর ফলে বিহারের সমস্ত প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম এবং বিধবারা প্রতিমাসে ১১০০ টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর তাঁদের প্রতিশ্রুতি নকল করা হয়েছে বলে তোপ দেগেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোট। এদিন জেডিইউ সুপ্রিমো এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এটা জানাতে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে যে এবার থেকে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন যোজনা বাবদ সমস্ত প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম এবং বিধবা মহিলাদের প্রতিমাসে ৪০০ টাকার বদলে ১১০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে। সমস্ত উপভোক্তা জুলাই মাস থেকে এর সুবিধা পাবেন। প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতিমাসের ১০ তারিখে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর ফলে বিহারের ১,০৯,৬৯,২৫৫ জন উপভোক্তা উপকৃত হবেন। নিজেকে আমজনতার নতুন 'মসিহা' হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে নীতীশ বলেন, 'বয়স্ক মানুষরা সমাজের অমূল্য অংশ এবং তাঁদের সম্মানজনক জীবনযাপন সুনিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। রাজ্য সরকার এই দিশায় সবসময় নিরন্তর যত্নশীল থাকবে।'

> আমাদের থেকে নকল করে ফেলছেন। টেনশনে নীতীশ কুমার পেনশন বাড়িয়েছেন।
>
> **তেজস্বী যাদব**

জবাবে তেজস্বী বলেন, 'ডিসেম্বর থেকে আমরা লাগাতার এই পেনশন বাড়ানোর কথা বলছিলাম। কিন্তু তখন এই কাজটি করা হয়নি। আগে ঘোষণা করলে সমস্ত কৃতিত্ব তো আরজেডি, তেজস্বীকে দিতে হত। এবারের বাজেটে এই খাতে টাকা বাড়ানোর মতো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। আমি যখন বলতাম তখন বলা হত টাকা কোথা থেকে আসবে। আমি এখন জানতে চাইছি, আপনাদের কাছে টাকা কোথা থেকে আসবে? আপনাদের কোনও ভিশন নেই। আমাদের থেকে নকল করে ফেলছেন। টেনশনে নীতীশ কুমার পেনশন বাড়িয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধি হলে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন বাবদ টাকাও বাড়াব আমরা। ২০ বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ১১ বছর সরকার চালাচ্ছেন। তাহলে বিহারে আইটি পার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হাব, এসইজেড কেন করা হয়নি? এবার মাই-বহিন মান যোজনাও নকল করবে সরকার।'

ভোটের মুখে ভোটারদের কাছে টানতে ইতিমধ্যে আরজেডি এবং কংগ্রেস একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। মাই-বহিন সম্মান যোজনায় মহিলাদের প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। কংগ্রেসের তরফেও মাই-বহিন মান যোজনায় ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তেজস্বীর পর কংগ্রেসেরও কটাক্ষ, যে কাজ গত ২০ বছরে হয়নি, আমাদের প্রতিশ্রুতির পরই তড়িঘড়ি সেই কাজ করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।'

'মোদি শুধু স্লোগানে পারদর্শী'

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : কেন্দ্রের মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে ফের কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার দিল্লির জনপ্রিয় ইলেক্ট্রনিক্স মার্কেট হিসেবে খ্যাত নেহরু প্লেসে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে মোবাইল, ল্যাপটপের মতো নানাবিধ ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসপত্র বিক্রি ও সারানোর দোকানে যান। কথা বলেন শিবম এবং সইফ নামে দুজন দোকানদারের সঙ্গে।

তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রায়বেরেলির সাংসদের মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী স্লোগান দেওয়ায় পারদর্শী। কিন্তু সমাধানে নন। কোনও নতুন আইডিয়া ওঁর নেই বলেই উনি সারেন্ডার করেছেন।' রাহুলের যুক্তি, 'মানুষ ভাবেন মেড ইন ইন্ডিয়া এবং অ্যাসেম্বল ইন ইন্ডিয়া একই বিষয়। কিন্তু এটা একেবারেই আলাদা। ভারতে যদি উৎপাদন না হয় তাহলে আমরা পিছিয়েই থাকব।'

'মেক ইন ইন্ডিয়ায় কারখানার ঢল লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাহলে উৎপাদন শিল্প এত নিম্নমুখী কেন? কেনই বা চিন থেকে আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। সত্যিটা হল, আমরা সমস্ত কিছু জুড়ছি। আমদানি করছি। কিন্তু তৈরি করছি না কিছুই। ফলে চিনের লাভ বাড়ছে।' রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন,

রিপোর্ট এডিআরের

নির্বাচনি খরচের শীর্ষে বিজেপি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : অষ্টাদশ লোকসভা ভোট এবং একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে খরচের নিরিখে শীর্ষস্থান দখল করেছে বিজেপি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের (এডিআর) রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। এডিআর জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ১৬ মার্চ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত লোকসভা এবং চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি মোট ৩৩৫২.৮১ কোটি টাকা খরচ করেছে। এর মধ্যে জাতীয় দলগুলির খরচ ২২০৪ কোটি যা মোট খরচের ৬৫.৭৫ শতাংশ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেশের সবথেকে ধনী এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি একাই খরচ করেছে ১৪৯৪ কোটি টাকা, যা মোট খরচের ৪৪.৫৬ শতাংশ। অপরদিকে কংগ্রেস খরচ করেছে ৬২০ কোটি টাকা, যা মোট খরচের ১৮.৫ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলির সর্বাধিক খরচ হয়েছে প্রচারে, ২০০৮ কোটি টাকা, যা মোট খরচের ৫৩ শতাংশ। এর মধ্যে তারকা প্রচারকদের সফরে খরচ হয়েছে ৭৬৫ কোটি। যদিও কর্মীদের জন্য দলগুলি খরচ করেছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। ভার্চুয়াল প্রচারে খরচ হয়েছে ১৩২ কোটি। এডিআর জানিয়েছে, জাতীয় দলগুলি এই নির্বাচনে মোট ৬৯৩০.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, আর আঞ্চলিক দলগুলি তুলেছে ৫১৫.৩২ কোটি।

প্রার্থীরা নগদে পেয়েছেন প্রায় ৪০২ কোটি টাকা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোট মেটার ৯০ দিনের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলকে খরচের হিসাব জমা দিতে হয়। তবে এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী আপ তাদের হিসাব দিয়েছে ১৬৮ দিন পরে। বিজেপি রিপোর্ট দিয়েছে ১৫৪ দিনের মাথায়। শুধুমাত্র কংগ্রেস সময় মতো রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এডিআর জানিয়েছে, ৬৯০টি 'অপরিচিত' রাজনৈতিক দল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে লড়লেও তাদের খরচের কোনও তথ্য রিপোর্টে নেই। এছাড়া এনসিপি, সিপিআই, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, শিবসেনা (ইউবিটি)-র মতো দলগুলি নিজেদের খরচ 'শূন্য' দেখিয়েছে।

জল্পনায় গড়করি

নাগপুর, ২১ জুন : ফের জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। ২০২৯ সালে তাঁর ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সংঘ ঘনিষ্ঠ এই নেতা বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সেসবই ছিল নিউজ রিল। আসল ফিল্ম শুরু হওয়া এখনও বাকি আছে।' মাঝেমধ্যেই কানাঘুষো শোনা গিয়েছে, বিজেপি যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় বা না পায় তাহলে মোদিকে সরিয়ে গড়করিকেই প্রধানমন্ত্রী করতে পারে আরএসএস। এই অবস্থায় তাঁর এদিনের মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। গড়করি এও বলেছেন, দল তাঁকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা তিনি করেছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমি কখনও আমার রাজনৈতিক বায়োডেটা প্রকাশ করিনি। সমর্থকদের বিমানবন্দরে ঘটা করে আমাকে সংবর্ধনা দিতেও বলিনি।'

জঙ্গি সন্দেহে আটক ১

অমৃতসর, ২১ জুন : জঙ্গি সন্দেহে অমৃতসর থেকে শনিবার একজনকে আটক করল পঞ্জাব পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত। তার কাছ থেকে ৬টি পিস্তল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি বড় কোনও নাশকতার ছক করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার কাণ্ডে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে অমৃতসর পুলিশ। তাদের থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রাজ্যের অন্য প্রান্তে মাদক কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে ছ-জন। তাদের কাছ থেকে ৪.৫২৬ কেজি হেরোইন এবং নগদ ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রাজ্যে নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালাচ্ছে পঞ্জাব পুলিশ।

ভ্রম সংশোধন

শুক্রবার বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রকাশিত খবরে ভুলবশত তৃণমূল সাংসদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

যোগাসন হল থামানোর বোতাম, বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা. নয়াদিল্লি, ২১ জুন : আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা এবং যুদ্ধের আবহে বিশ্ব যখন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি, সেই সময়ে শান্তির পথ দেখানোর জন্য যোগাসনকে একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসাবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার, ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অন্ধ্রপ্রদেশে এক বিশাল যোগাসন শিবিরে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যোগাসন হল একটি থামানোর বোতাম, যার মাধ্যমে মানুষ নতুন করে শ্বাস নিতে পারে, ভারসাম্য ফিরে পেতে পারে এবং পুনরায় জীবন শুরু করতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ বিশ্বজুড়ে এক অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে সংঘাত ও উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম একমাত্র শক্তি যোগাসন। যোগাসন শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, গোটা মানবজাতির অন্তর্দৃষ্টি ও সামষ্টিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই যোগ দিবসে আমি সারা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাই, যোগাসন হোক মানবতার জন্য, আর অন্তর্নিহিত শান্তি প্রতিষ্ঠাই হোক আন্তর্জাতিক নীতি।' তাঁর মতে, যোগাসনের কোনও সীমারেখা নেই—না জাতিগত, না ভৌগোলিক, না বয়স বা শারীরিক সামর্থ্যের। এটি এক সর্বজনীন উত্তরাধিকার, যা বিশ্বজুড়ে মানবতাকে স্বাস্থ্য, সম্প্রীতি ও সচেতনতার পথকে একত্রিত করতে পারে।'

২০১৪ সালে রাষ্ট্রসংঘ ভারত সরকারের প্রস্তাবে ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ১৭৫টি দেশ সমর্থন জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত স্মরণ করে বলেন, 'এই একতা আন্তর্জাতিক স্তরে সচেতনতা ও সুস্বাস্থ্যের প্রতি বিশ্বের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।'

শনিবার দিল্লিতে আয়োজিত যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সামনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, সংসদের কর্মী ও আধিকারিকরাও যোগাসনে অংশ নেন। বিজেপি-র বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা শাখার তরফেও যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পাক-বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন জোট চিনের

বেজিং, ২১ জুন : দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতাবস্থা ভাঙতে আরও এককদম এগোল চিন। পাকিস্তানের পাশাপাশি শি জিনপিং সরকারের সেই উদ্যোগে শামিল হল 'নতুন' বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার চিনের ইউনান প্রদেশে প্রথমবার চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। ইউনানের কুনমিংয়ে হওয়া বৈঠকে অংশ নেন চিনের উপবিদেশমন্ত্রী সান ওয়েইডং, বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত বিদেশসচিব রুহুল আলম সিদ্দিকী ও পাকিস্তানের অতিরিক্ত বিদেশসচিব ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন পাকিস্তানের বিদেশসচিব আমনা বালুচও। গোটা আলোচনাপর্বে ৩ পক্ষ একে অপরের প্রশংসা করে একের পর এক মন্তব্য করেছে।

বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি জারি করেছে ৩টি দেশ। সেখানে বলা হয়েছে, প্রতিবেশীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সার্বিক উন্নয়ন এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে ৩ পক্ষ একমত হয়েছে। আলোচনায় বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জলসম্পদ, বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় রেখে কাজ করতে রাজি হয়েছে তিন পক্ষ। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে পাকিস্তানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের কোনও ত্রিপাক্ষিক জোটে শামিল হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন।

ভৌগোলিক তথা অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে বাণিজ্য এবং কৌশলগত সমঝোতা লাভজনক হবে না জেনেও মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে পরের পর পদক্ষেপ করছে, তাকে অন্ধ ভারত-বিরোধিতা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। আর বাংলাদেশের নতুন শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবকে কাজে লাগাচ্ছে চিন ও পাকিস্তান।

চিন সফরে গুরুত্ব এলএসি-কে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠকে যোগ দিতে আগামী ২৫-২৬ জুন চিনের কিংডাও সফর করবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এসসিও সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আসন্ন চিন সফরে সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডং জুন এবং রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসভের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে রাজনাথের। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, বেলোসভের সঙ্গে ইউক্রেন, ইরান নিয়ে আলোচনা হবে তাঁর। চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় গুরুত্ব পাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি)।

২০২০-র গালওয়ান সংঘর্ষের পর এলএসির ৮৩২ কিলোমিটার জুড়ে দু'দেশই লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন করেছিল। কোর কমান্ডার স্তরের দফায় দফায় আলোচনার পর সেই বাহিনীর একাংশকে সরিয়ে নেওয়া হলেও পূর্ব লাদাখের কিছু অংশে অচলাবস্থা বজায় রয়েছে। সেই জট কাটিয়ে গালওয়ান পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনাথ-ডং মুখোমুখি আলোচনা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। এদিকে কয়েক সপ্তাহ আগে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছে ভারত। সেই অভিযানের পর রাজনাথের প্রথম চিন সফর স্বাভাবিকভাবে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

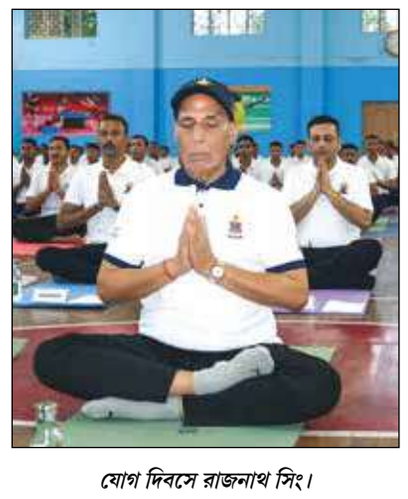

যোগ দিবসে রাজনাথ সিং।

এসসিও বৈঠক উপলক্ষ্যে ২৫-২৬ জুন কিংডাওয়ে থাকবেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তাঁর সঙ্গে অবশ্য রাজনাথের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা নেই বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে নর্দার্ন কমান্ডের সেনাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা শুধু ওদের পরিকল্পনাই ব্যর্থ করিনি, এমন প্রতিশোধ নিয়েছি যে, পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের মাটিতে যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য পাকিস্তানকে খুব বড় দাম দিতে হবে।' অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি বলেও এদিন পাকিস্তানকে ফের সতর্ক করেছেন রাজনাথ।

মে-ডে ডাকে ভয়াল স্মৃতির হাতছানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ জুন : আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের পাইলট মে-ডে বলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। ২৪২ জন যাত্রী, ক্রু সদস্যকে নিয়ে মেঘানিনগরে গত সপ্তাহে ভেঙে পড়েছিল অভিশপ্ত বিমানটি। একজন বাদে প্রাণ হারিয়েছিলেন সকলেই। বৃহস্পতিবার রাতে আহমেদাবাদের স্মৃতিই ফের উসকে দিল বিমান সংস্থা ইন্ডিগো-র একটি বিমান। যদিও শেষপর্যন্ত কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। বিমানের যাত্রীরা নিরাপদেই গন্তব্যে পৌঁছেছেন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা ৪০ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে উড়ে চেন্নাইয়ে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট নাগাদ অবতরণের কথা ছিল ইন্ডিগো ৬ই-৬৭৬৪ নম্বর উড়ানের। এয়ারবাস এ-৩২১ মডেলের ওই বিমানে ছিলেন ১৬৮ জন যাত্রী। কিন্তু চেন্নাই বিমানবন্দরে স্থানাভাবের কারণে বিমানটিকে নামার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে মাঝআকাশে চক্কর কাটতে থাকে বিমানটি। এরই মধ্যে মাঝআকাশে আচমকা জ্বালানির মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ায় বেঙ্গালুরু এটিসিকে ফুয়েল মে-ডে সংকেত পাঠাতে বাধ্য হন বিমানের চালক। রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ জরুরি ভিত্তিতে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয় ইন্ডিগোর বিমানটিকে। যাত্রীদের বিমান থেকে নামানো হয় এবং বিমানে জ্বালানি ভরা হয়। শেষমেশ রাত ১০টা ২৪ মিনিটে বিমানটি চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়। ডিজিসিএ-কেও বিষয়টি জানানো হয়। ঘটনার পর বিমানের পাইলটকে ডি-রস্টার করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। অর্থাৎ আপাতত

এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ডিজিসিএ-র

তাঁকে উড়ানের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

এদিকে আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর অবশেষে টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করল ডিজিসিএ। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে এয়ার ইন্ডিয়ার এক ডিভিশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ তিন পদস্থ আধিকারিককে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ না মানলে আগামী দিনে এয়ার ইন্ডিয়াকে যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি বাতিল সহ একাধিক কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিজিসিএ।

এয়ার ইন্ডিয়ার ইন্টিগ্রেটেড অপারেশনস কন্ট্রোল সেন্টার বা আইওসিসি-র অডিট করতে গিয়ে এই অব্যবস্থার কথা জানতে পারে তারা। বিমান সংস্থার ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক উড়ান নেটওয়ার্কে ক্রু সদস্য নিয়োগের বিষয়টি আইওসিসি দেখভাল করে। অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার রোষানলে যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা হলেন এয়ার ইন্ডিয়ার ডিভিশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট চুরা সিং, চিফ ম্যানেজার-ডিওপিএস, ক্রু শিডিউলিং পিঙ্কি মিত্তাল এবং ক্রু শিডিউলিং-প্ল্যানিং পায়েল অরোরা। এর পাশাপাশি ১৬ ও ১৭ মে দুটি বেঙ্গালুরু-লন্ডন উড়ানকে (এআই ১৩৩) ১০ ঘণ্টার বেশি ওড়ার অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছিল, সেই ব্যাপারে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারকে পৃথক একটি শোকজ নোটিশও ধরিয়েছে ডিজিসিএ।

ভূমিকম্পে পরমাণু বিস্ফোরণের জল্পনা

ইসফাহানে হামলা ইজরায়েলের

তেহরান, ২১ জুন : শুধু পরমাণু পরিকাঠামো নয়, ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদে পঙ্গু করতে চাইছে ইজরায়েল। সংঘাতের ৯ দিন কেটে যাওয়ার পর বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের সমর কৌশল সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

শনিবার ভোররাতে ইরানের ইসফাহানে একটি পরমাণু কেন্দ্রে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করেছে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। ইসফাহান সংলগ্ন লাঞ্জান, মোবারাকে ও শাহরেজা শহরের বেশ কয়েকটি সেনাঘাঁটি এবং প্রতিরক্ষা গবেষণাকেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে তারা। হামলায় কোনও প্রাণহানি না হলেও ইরানি প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন ইসফাহানের ডেপুটি সিকিউরিটি অফিসার আকবর সালেহি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েলি হামলা কেন্দ্রীভূত হয় ইরানের কোম শহরে। সেখানে একটি অ্যাপার্টমেন্ট লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েলের বাহিনী। ওই হামলায় নিহত হয়েছেন ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কুদস ফোর্সের কমান্ডার মুহাম্মদ সাইদ ইজাদির।

দেশের বাইরে ইরানের সামরিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে এই কুদস ফোর্স। ইজাদি ছিলেন কুদসের প্যালেস্তাইন অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার। হামাসের

ইসরায়েলের মিসাইল হামলায় তেহরানে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল। শনিবার।

সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এহেন একজন সেনাকর্তাকে হত্যা ইজরায়েলের বড় সাফল্য বলে দাবি করেছেন সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কার্টেজ। তিনি বলেন, '৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলার আগে হামাসকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন সাইদ ইজাদি। এটা ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা ও বিমান বাহিনীর একটি বড় সাফল্য।' এই হামলার কিছুক্ষণের মধ্যে তেহরানে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়েছেন ইরানের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী সইদ ইসার তাবাতাবাই। এনিয়ে গত ৯ দিনে ইরানের ১০ জন পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হল।

দুপুরের পর থেকে জোরকদমে ইজরায়েলের হামলার জবাব দিতে থাকে ইরানি সেনা। আয়রন ডোমের ঘেরাটোপ এড়িয়ে তাদের অন্তত ২০টি ড্রোন ইজরায়েলের বুকে আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণের শব্দটি শোনা গিয়েছে তেল আভিভের ঠিক মাঝখানে। এই এলাকায় ইজরায়েল সরকার ও সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি রয়েছে। ইরানি হামলায় ইজরায়েলে ২৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে।

এদিকে শুক্রবার রাতে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ইরানের সেমনান প্রদেশ। ওই প্রদেশে ইরানি সেনার একাধিক সামরিক পরিকাঠামো রয়েছে। আছে পরমাণু গবেষণাগার। ইরান গোপনে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ইরান সরকার বা আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা, কোনও তরফে বিবৃতি জারি করা হয়নি। নীরব ইজরায়েল ও আমেরিকাও। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক সক্রিয়তা বাড়িয়েছে ইরান। শনিবার তুরস্কে গিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ইস্তানবুলে আরব দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। আরাগচি বলেন, 'ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বন্ধ করতে রাজি নয়। ইজরায়েল হামলা বন্ধ না করলে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার প্রশ্ন নেই।' তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এর্দোগান বলেন, 'এই অঞ্চলে শান্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ইজরায়েল। ১৩ জুলাই ইরানের ওপর হামলা চালিয়ে নেতানিয়াহু সরকার পরমাণু আলোচনাকে অকার্যকর করতে চেয়েছে।'

শুক্রবার জেনেভায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাগচি। ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পরেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। বৈঠক সেরে বেরিয়ে আরাগচি বলেন, 'ইজরায়েলি হামলা বন্ধ না হলে ইরানের পক্ষে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়।' শনিবার এক্স পোস্টে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। তিনি লিখেছেন, 'ইরান যে কখনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না এবং পরমাণু কর্মসূচিকে শান্তিপূর্ণ উদ্যোগে কাজে লাগাবে সেই নিশ্চয়তা ইরানকেই দিতে হবে।'

ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর পর হাসিমুখে ইরান ফেরত পড়ুয়ারা। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

'বৌমা পালিয়েছে' বলার দু'মাস পর দেহ উদ্ধার

চণ্ডীগড়, ২১ জুন : পর্দাফাঁস হল হরিয়ানার ফরিদাবাদের রোশননগরে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের। প্রায় দু'মাস নিখোঁজ থাকার পর ২৪ বছর বয়সি তনু সিং রাজপুতের পচাগলা দেহ উদ্ধার হল তাঁরই শ্বশুরবাড়ির সামনের রাস্তার ধারে একটি গর্ত থেকে। পুলিশি জেরায় তনুর শ্বশুর ভূপ সিং খুনের কথা স্বীকার করেছেন। এতদিন তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন পাড়াপড়শিকে বলে আসছিলেন, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন তনু।

মৃতা বধূর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদের খেরা গ্রামে। বছর দুয়েক আগে ফরিদাবাদের রোশননগরের বাসিন্দা অরুণ সিংয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রায় দু'মাস আগে নিকাশি নালা তৈরি করার নাম করে ওই গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। পরে দ্রুত তা সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তনুকে হত্যার পর বাড়ির পাশে একটি সরু গলি খুঁড়ে দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। মাটি খুঁড়ে দেহ তোলা হয়

এক্সক্যাভেটরের সাহায্যে। পোশাক দেখে পরিবারের লোকজন তনুকে শনাক্ত করেন। ফরিদাবাদের বাদশা খান সিভিল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়েছে। রিপোর্ট পেতে সপ্তাহ গড়িয়ে যাবে। তনুর বোন প্রীতি রাজপুতের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন তনু। বিয়ের পরই সোনাদানা ও নগদ টাকা চেয়ে তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। একসময় তনু শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলেও আসেন বাপেরবাড়িতে। কিন্তু বছরখানেক পর আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলে নির্যাতন শুরু হয়। গত ২৩ এপ্রিল তনুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানান, তিনি নাকি 'পালিয়ে গিয়েছেন' বাড়ি থেকে!

ফরিদাবাদের এসিপি রাজেশ কুমার লোচন জানান, বধূ নির্যাতন ও হত্যার পিছনে পণ সংক্রান্ত কারণ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুরো পরিবারের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে তনুর শ্বশুর ভূপ সিং, শাশুড়ি সোনিয়া, স্বামী অরুণ ও ননদ কাজল—এই চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেপ্তারও করা হয়েছে চারজনকে।

নেপাল-শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের উদ্ধারে ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। ইজরায়েলের অপারেশন রাইজিং লায়ন-এর জবাবে ইরান পালটা পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। পুরোদস্তুর যুদ্ধের আবহে বিপদে পড়েছেন ইরানে বসবাসকারী বিদেশিরা। এই পরিস্থিতিতে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে 'অপারেশন সিন্ধু' চালু করেছে ভারত। এবার সেই অভিযানেই নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের উদ্ধার করার কাজও শুরু হতে চলেছে।

শনিবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাদের দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করা হবে ইরান থেকে। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে একাধিক জরুরি হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করেছে। ওই হেল্পলাইন মারফত নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের দ্রুত যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমেও তাঁদের যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস।

এদিকে ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ভারত সরকার 'অপারেশন সিন্ধু'র মাধ্যমে যেসব ভারতীয় নাগরিক ইরানে আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে শনিবার (২১ জুন) বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ ইরান থেকে আরও একটি উদ্ধারকারী বিমান দিল্লিতে পৌঁছেছে। ওই ফ্লাইটে ছিলেন ৩১০ জন যাত্রী।

শনিবার সকালে আরও একটি বিমান ২৫৬ জন ভারতীয় পড়ুয়াকে নিয়ে ইরানের মাশহাদ শহর থেকে দিল্লিতে পৌঁছোয়। ওই পড়ুয়াদের বেশিরভাগই কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা। টানা কয়েক দিন ইরানে যুদ্ধের আশঙ্কায় চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন তাঁরা। দেশে ফিরে অনেকেই জানিয়েছেন, কী ভয়াবহ ঝড় বয়ে গিয়েছে তাঁদের ওপর দিয়ে।

কাশ্মীরি ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'জম্মু ও কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' দ্রুত পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও ইরান সরকারের যৌথ উদ্যোগের

অপারেশন সিন্ধু

প্রশংসা করেছে। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, 'আমরা আশা করি বাকি ছাত্রদেরও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কাজ দ্রুত শেষ হবে, বিশেষ করে যাঁরা দূরদূরান্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে রয়েছেন।'

শুক্রবার রাতে আরেকটি বিমান মাশহাদ থেকে ২৯০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীকে নিয়ে দিল্লি এসে পৌঁছোয়। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও দুটি বিমান আসার কথা রয়েছে, যার মধ্যে একটি আশখাবাদ (তুর্কমেনিস্তান) থেকে রবিবার ভোর ৩টার দিকে দিল্লি পৌঁছোবে বলে জানা গিয়েছে।

ইজরায়েলের নিন্দা করে মোদিকে তির

নয়াদিল্লি, ২১ জুন : ইজরায়েলের সামরিক হামলার বিরুদ্ধে ভারত এবং অন্যান্য 'বন্ধু' দেশ আওয়াজ তুলুক, এটাই চাইছে ইরান। কিন্তু দু'দেশের সঙ্গেই কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো হওয়ায় ভারত এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষ না নিয়ে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়ে যাচ্ছে।

ভারতে ইরানি দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মোহাম্মদ জাভেদ হোসেইনি বলেন, 'আমরা মনে করি, প্রতিটি দেশের বিশেষ করে ভারতের ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানানো উচিত। শুধু ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে নয়, বরং কারণটা হল ইজরায়েল আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেছে।'

এদিকে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের দু'নৌকায় পা দিয়ে নীরব থাকার নীতিতে ক্ষুব্ধ কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তিনি বলেছেন, এই নীরবতা কেবল কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং ভারতের নৈতিক ও কৌশলগত ঐতিহ্যের গঙ্গাযাত্রাও বটে। ইরান ও ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সুসম্পর্কের কথা তুলে সোনিয়া বলেন, সংঘাত বন্ধ করার জন্য ভারতের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।

এক ইংরেজি দৈনিকে লেখা উত্তর সম্পাদকীয়তে নিজের মতামত ব্যক্ত করে সোনিয়া লিখেছেন, ১৩ জুন ইজরায়েল যে হামলা ইরানের ওপর চালিয়েছে, তা 'অবৈধ' এবং

ইরানের মাটিতে ইজরায়েলের এই বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ড শুধু বিপজ্জনক নয়, একইসঙ্গে তা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষেও ভয়ংকর। সংঘাত বন্ধ করার জন্য ভারতের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।

সোনিয়া গান্ধি

'সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন'। যেভাবে দু'দেশের মধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের পালটাপালটি হামলা শুরু হয়েছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের। এর ফলে পশ্চিম এশিয়ায় অহেতুক চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

সোনিয়া লিখেছেন, 'ইরানের মাটিতে ইজরায়েলের এই বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ড শুধু বিপজ্জনক নয়, একইসঙ্গে তা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষেও ভয়ংকর। গাজায় ইজরায়েলের নির্মম হামলার ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ আবারও দেখাল, তারা সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না।'

ইতিহাস টেনে এনে সোনিয়া বলেন, '১৯৯৫ সালে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ইৎঝাক রবিন হত্যাকাণ্ডের পিছনে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ঘৃণার রাজনীতিই দায়ী ছিল। সেইসময় শান্তির যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, তা নিভে যায় ওই ঘটনায়।'

গাজা পরিস্থিতি উল্লেখ করে কংগ্রেসনেত্রী বলেন, ৫৫ হাজারের বেশি প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন ইজরায়েলি হামলায়। গোটা পাড়াপড়শি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গাজা এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত। নির্দোষ জনসমাজ বিলুপ্ত হতে বসেছে। এ ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিন্দা করে সোনিয়া বলেন, যিনি এক সময় সামরিক শক্তির বিপদের কথা বলতেন, সেই ট্রাম্পই এখন ইরাক যুদ্ধের মতো ভুল পথে হাঁটছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থে তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করছেন নিজের গোয়েন্দা বিভাগের মতামতকেও।

নিউ ইয়র্কে মেয়রের দৌড়ে মীরা নায়ারের ছেলে

নিউ ইয়র্ক, ২১ জুন : 'দিওয়ার' ছবিতে বিজয়ের ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চনের সেই সংলাপ মনে পড়ে? 'আজ মেরে পাস বিল্ডিং হ্যায়, প্রপার্টি হ্যায়, ব্যাংক ব্যালান্স হ্যায়, বাংলো হ্যায়... তুম হারে পাস কেয়া হ্যায়?' বিগ-বির সেই বিখ্যাত সংলাপকেই নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের প্রচারে হাতিয়ার করলেন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জোহরান মামদানি। তাঁর কাছে কী আছে, প্রশ্নের উত্তরে ভিডিওবার্তায় শাহরুখ খানের সিগনেচার ভঙ্গীতে মামদানির উত্তর, 'আপ'। আমার আছেন 'আপনারা'। অর্থাৎ জনগণ। জনগণই ভোটের শেষ কথা। তাঁরাই প্রার্থীকে জেতান।

বিশিষ্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ার ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান-মার্কিন অধ্যাপক মাহমুদ মামদানির পুত্র জোহরান মামদানি তাঁর নির্বাচনি প্রচারের ভিডিওতে 'কর্জ'-এর কিশোর কুমারের কণ্ঠস্বরও ব্যবহার করেছেন। ৩৩-এর তরুণ মামদানির নিশানাও তরুণ প্রজন্ম। তাঁদের মনোযোগ কাড়তে প্রচার-ভিডিওতে বলিউডের বিখ্যাত সব ছবির চোখা চোখা ডায়ালগকে যেমন বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনই দেখিয়েছেন সঙ্গীতের দৃশ্যও। সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রচারের প্ল্যাটফর্ম করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তাঁর হিন্দি ভাষণ।

স্বঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী মামদানির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর ৬৭ বছরের অ্যান্ড্রু কুমো। মামদানি বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছেন, তাঁর লক্ষ্য, আমআদমির 'রোটি কাপড়া অউর মকান'। মৌলিক চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে জোর দিয়েছেন সস্তায় মুদিখানার জিনিসপত্র, বিনামূল্যে সিটি বাস, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

বৃদ্ধি, দু'লক্ষেরও বেশি অল্প মূল্যের গৃহনির্মাণ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থের জন্য অতি ধনীদের ওপর ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কর বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন ইস্তাহারে। একটি ভিডিওতে নিউ ইয়র্কবাসীদের উদ্দেশে বলেছেন, বিলিওনিয়ারদের কাছে সবকিছু আছে। 'অব আপকা সময় আগয়া (এখন আপনার সময় এসেছে)।'

মামদানির পরিবার বহিরাগত। নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্য তাঁকে 'হিন্দু বিদ্বেষী'র তকমা দিয়েছে। অতি সম্প্রতি এক ফোরামে মামদানি বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদি গুজরাটে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাতে মদত দিয়েছিলেন। তাঁকে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মতো দেখা উচিত।'

মামদানি জয়ী হলে তিনিই হবেন এই শতকে নিউ ইয়র্ক সিটির কনিষ্ঠতম মেয়র।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

বাড়ির গ্যারাজ থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল বিলাসবহুল ল্যান্ড রোভার জাগুয়ার ই-পেস। ছুটির এক সকালে বেড়ু-বেড়ু মন নিয়ে সিঁড়ি

দিয়ে নেমে গ্যারাজ খুলে আক্কেল গুড়ুম পশ্চিম লন্ডনের ব্রুক গ্রিন এলাকার বাসিন্দা দম্পতি মিয়া ফোর্বস পিরি আর মার্ক সিম্পসনের। কিন্তু না, তাঁরা মোটেই ঘাবড়ালেন না। কারণ, গাড়িতে ছিল 'ঘোস্ট ইমোবিলাইজার' আর 'এয়ারট্যাগ'। অর্থাৎ, গাড়ি চুরি করলেও তা চালু করা সহজ নয়, আর তা নিয়ে চম্পট দেওয়া তো আরও অসম্ভব। মানে ব্রিটিশ দম্পতির কাছে গাড়ি খোঁজাটা গোরু খোঁজার মতো হল না। এয়ারট্যাগে দেখা গেল, ভোর ৩:২০ নাগাদ গাড়ি বাড়ির সামনেই ছিল। আর সকাল ১০:৩০-এ সেটা চিসউইকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করলেন তাঁরা। কিন্তু কলকাতার মতো লন্ডনের পুলিশও ভারী ব্যস্ত। তারা বলল, 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব!' হাত গুটিয়ে বসে থাকার বান্দা নন মিয়া আর মার্ক। তাঁরা ভাবলেন, 'পুলিশ না গেলে আমরাই যাব।' এরপর তাঁরা নিজেরাই বেরোলেন গাড়ি খুঁজতে। গিয়ে দেখলেন সাধের গাড়িটি চিসউইকের এক নিরিবিলি গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে। চোরেরা ততক্ষণে ভিতরের কার্পেট, তার ইত্যাদি কাটাকুটি করে ফেলেছে।

গাড়ি উদ্ধারের পর লিংকডিনে মিয়াবিবি যা লিখেছেন তার সারমর্ম, 'চুরি যাওয়া হকের ধন চোরের ওপর বাটপাড়ি করে ফেরত আনতে বেশ লাগল! কিন্তু পুলিশ যদি এমন শক্তি চাটুজ্জের কবিতামার্কা কথা বলে, তাহলে চোরেদের ঠেকাবে কে!'

লাভের গুড় জনসেবায়

ব্যবসা তো অনেকেই করে। কিন্তু ক'জন পারে রোলেক্সের মতো ব্যবসা করতে। এই সংস্থা বুঝিয়ে দিয়েছে, মুনাফাই শেষকথা নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি আর স্টাইলিশ ঘড়িগুলির তালিকায় রয়েছে রোলেক্স। জগৎজোড়া খ্যাতি এই কোম্পানির। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই কোম্পানি টাকা কামানোর চেয়ে খয়রাতিতেই বেশি উৎসাহী?

বহু কোম্পানি মুনাফা বাড়াতে টাকা দেয় রাজনৈতিক দলগুলিকে। আর রোলেক্সের ৯০ শতাংশ মুনাফা চলে যায়—না, জনসভায় নয়, জনসেবায়!

এই মহান উদ্যোগের নেপথ্যে যিনি, তাঁর নাম হান্স উইলসডর্ফ। ছোটবেলাটা সুখের ছিল না হান্সের। তিনি ছিলেন অনাথ শিশুদের দলে। নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়ে নেওয়ার পরেও তিনি ভোলেননি নিজের শিকড় এবং ছোটবেলার কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলিকে। তাঁর হাতে গড়া সংস্থা বাজার জয় করলেও হান্স নিজে থেকে গিয়েছেন বিলাসিতাবর্জিত। শৈশবের খেলার সাথিদের

করুণ মুখগুলিকে মনে রেখে নিজের সঞ্চয় তিনি অকাতরে দান করে গিয়েছেন সমাজকল্যাণে।

এবার থেকে আপনার কবজিতে চকচকে রোলেক্স ঘড়ি দেখে কেউ একে বিলাসিতা বলে কটাক্ষ করলে আপনিও পালটা বলুন, দেখতে বিলাসিতা হলেও প্রকারান্তরে এটা মানবসেবাই।

দৃষ্টান্ত বটে
(১৯ জুন)

প্রতিদিন ট্রাইসাইকেলে চেপে ৭ কিমি দূরত্ব পেরিয়ে সহায়িকা সুমন্তী তিরকি গয়েরকাটা বাঁশ লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা খোলেন। এক পা অচল হলেও কতর্ব্যে অবিচল।

পড়ুয়াশূন্য স্কুল
(১৮ জুন)

ভালো পড়াশোনার সুবাদে তুফানগঞ্জ টাউন বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় একসময় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে। আজ এই স্কুলে একজন পড়ুয়াও নেই। শিক্ষা মহল উদ্বিগ্ন।

প্রকাশ্যেই কারবার
(১৭ জুন)

ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারির দোকানের আড়ালে মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করা হত। ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ডিমে ডামাডোল
(১৯ জুন)

ডিম বিলি নিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর তুলকালামে চাঞ্চল্য। বালুরঘাট শহরের ঘটনা। অভিভাবকের পাশে দাঁড়ানোয় সহায়িকার মাথা ফাটানো হল।

যত কাণ্ড দুই দিনাজপুরে

এটিএম অ্যালার্ট!

রণবীর দেব অধিকারী

উত্তরবঙ্গ বা সামগ্রিকভাবে বাংলার অন্য জেলায় মহিলারা যে হিংসার শিকার হচ্ছেন না, এমনটা নয়। কিন্তু গত এক-দুই বছরে তুলনামূলকভাবে দুই দিনাজপুরেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি এই ধরনের হিংসার খবর শিরোনামে উঠে এসেছে।

ঘটনা ১

দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার প্রত্যন্ত গ্রাম। মাঘ মাসের কনকনে শীতের রাত। রান্না করতে করতে শৌচকর্মে যাওয়ার নাম করে বাইরে গিয়েছিলেন বছর আঠাশের গৃহবধূ অর্চনা মাহাতো (নাম পরিবর্তিত)। তারপর সেই রাতেই বাড়ি থেকে ১৫০ মিটার দূরে ফাঁকা জমি থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় অর্চনার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করে, স্বামীই খুন করেছে অর্চনাকে। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ পরেও স্ত্রী রান্নার কাজে না ফেরায় সন্দেহ হয় স্বামীর। খুঁজতে বেরিয়ে বাড়ির কাছেই ফাঁকা জমিতে স্ত্রীকে নাকি অন্য পুরুষের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন স্বামী। প্রেমিক পুরুষটি পালিয়ে যায়। স্ত্রীর সঙ্গে শুরু হয় বচসা। রাগের মাথায় সেখানেই স্ত্রীকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন স্বামী।

ঘটনা ২

বাংলা-বিহার সীমানা এলাকা গোঁসাইপুর। তার পাশেই করণদিঘির সিলামপুর গ্রাম। মাস দুয়েক আগের ঘটনা। চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ওই গ্রামেরই একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় বছর তিরিশের গৃহবধূ পুর্ণি দেবীর পচাগলা দেহ। পরের দিন ওই একই পুকুরে ভেসে ওঠে পুর্ণির ৮ বছরের মেয়ে অন্নু কুমারীর দেহ। খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও নিহত বধূর বাপের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী অভি কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত পুর্ণির মায়ের অভিযোগ ছিল, মেয়ের স্বামী, ভাশুর ও জা মিলেই দুইজনকে খুন করার পর প্রমাণ লোপাট করতে দেহ দুটি পুকুরে ফেলে দিয়েছিল।

ঘটনা ৩

বছর দেড়েক আগে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক সানফরাজের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রায়গঞ্জের বিপ্রদাঙ্গির সারজেনা খাতুনের। স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই একটি ঘরে থাকতেন তিনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তালাবন্ধ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে সারজেনার ক্ষতবিক্ষত দেহ। সানফরাজ পলাতক। পরে জানা গেল, সানফরাজ আসলে বাংলাদেশি নাগরিক। এপারে এসে ভিনদেশি পরিচয় গোপন করে সারজেনাকে বিয়ে করেছিল সে।

এমন আরও অনেক মৃত্যুর উদাহরণ দিয়ে মালা গাঁথা যেতে পারে। উল্লেখিত তিনটি ঘটনার প্রেক্ষিত হয়তো আলাদা। কিন্তু সবকয়টিই ঘটেছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মাটিতে। অতি সাম্প্রতিক কালের তিনটি খুনের ঘটনায় মিল আরও আছে। তা হল, প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটনার শিকার হয়েছেন একজন মহিলা, আরও স্পষ্ট করে বললে, আটপৌরে গৃহবধূ। পুলিশি তদন্তে খুনের নেপথ্যে থাকা নির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা না গেলেও নিহতের পরিজনদের অভিযোগ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে বলা যায়, ওই তিন বধূর প্রত্যেকেই পারিবারিক হিংসার বলি। এখন প্রশ্ন হল, কেন এমন গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা বারবার এই দুই জেলার মাটিতেই ঘটছে? উত্তরবঙ্গ বা সামগ্রিকভাবে বাংলার অন্য জেলায় মহিলারা হিংসার শিকার হচ্ছেন না, এমনটা নয়। কিন্তু গত এক-দুই বছরে তুলনামূলকভাবে দুই দিনাজপুরেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি এই ধরনের হিংসার খবর শিরোনামে উঠে এসেছে। খবরে প্রকাশ, ২০২৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুরে অন্তত ১৬ জন বধূ খুন হয়েছে, যারা আবার প্রত্যেকেই নাবালিকা। কোনও সন্দেহ নেই, একেকটি খুনের কারণ একেকরকম। তবে শুধু খুনই নয়, খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনার খবরও আকছার দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্রে। এই ধরনের অপরাধগুলোর কারণ একবাক্যে বলে দেওয়া অসম্ভব। সমাজকর্মীদের অনেকেই এর পিছনে আর্থসামাজিক সংকটের কথা তুলে ধরেন। অনেকে বলেন, মানুষের ধৈর্য কমে গিয়েছে। বেকারত্ব তো রয়েইছে, পাশাপাশি তরুণ সমাজের একটা বড় অংশ অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠছে। ফলে তাদের মধ্যেও অপরাধপ্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।

দিনকয়েক আগের একটি ঘটনা। রায়গঞ্জের রামপুরে পেশায় রাজমিস্ত্রি স্বামী তার দিনমজুর স্ত্রীর উপার্জিত জমানো টাকা চুরি করে জুয়া খেলায় হেরে যায়। তার প্রতিবাদ করতেই নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে কষে লাথি মারে স্বামী। পরিণতি, গর্ভস্থ শিশুকন্যার মৃত্যু। এই অপরাধের কারণ তাহলে কী? রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় উত্তর দিনাজপুরেরই মানুষ।

চাঞ্চল্য।। *রায়গঞ্জের শীতগ্রামে দেওরের হাতে বৌদি খুনের ঘটনায় উত্তেজনা। -ফাইল চিত্র*

তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘মূলত ডিপ্রেশন, স্ট্রেস, পরস্পরের মনকে বুঝতে পারার অভাব, কাজের চাপে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে সময় না দেওয়ার কারণেই পারিবারিক হিংসার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে।’ কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই হিংসার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? মনোবিদের ব্যাখ্যা, ‘এভাবে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিরিখে নির্দিষ্ট কারণ বলে দেওয়া খুব কঠিন। তবে আমার মনে হয়, এর পিছনে আর্থসামাজিক সংকটটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, আমাদের এই দুই জেলায় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তেমন ঘটেনি। মানুষ হাতে কাজ পাচ্ছে না। ফলে সংসার চালাতে গিয়ে হতাশা থেকে প্রায়শই অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। আর অশান্তি থেকেই হিংসার ঘটনা।’

রাহুল মজুমদার

২০১৮ সালে শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক এটিএম লুটের ঘটনায় পুলিশের ঘুম উড়েছিল। এবছর আবার উড়েছে। ময়নাগুড়ির পর শিলিগুড়িতে এটিএম লুট হয়েছে। ঠিক কী পদ্ধতিতে এটিএম লুটের পরিকল্পনা করা হচ্ছে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা হল এই প্রতিবেদনে।

শিলিগুড়িতে এটিএম লুটের পর।

যেন রোজগারের এক নতুন রাস্তা খুলে গিয়েছে।

ময়নাগুড়ির পর শিলিগুড়িতেও এটিএম লুটের ঘটনায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুলিশকর্মীদের রাতের ঘুম ছুটেছে। কবে তাদের জেলায় অপরাধ ঘটে যায় সেই আশঙ্কায় এখন রাতভর নিজ নিজ গ্রাম এবং শহরে পুলিশ এটিএম পাহারা দিচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা এবং শহরের একটু বাইরের দিকে থাকা এটিএমগুলি নিয়ে পুলিশ বেশি চিন্তিত। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে কোথাও একটি কোথাও দুটি নির্দিষ্ট টহলদারি ভ্যানকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটিএমে নজরদারির জন্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু আদৌও কী এভাবে এটিএমগুলির সুরক্ষা সম্ভব, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আবার যে এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী থাকছে সেখানেও বা কতটা সুরক্ষা রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

সম্প্রতি ময়নাগুড়িতে যে এটিএম লুটের ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। তদন্তে নেমে দেখা গিয়েছে অভিযুক্তরা বেশিরভাগই হরিয়ানার নুহ জেলার বাসিন্দা। জামতাড়া যেমন গোটা দেশে সাইবার অপরাধের ত্রাস। তেমনই হরিয়ানার এই নুহ জেলা এটিএম লুটে দেশের ‘সেরা’।

কেরল থেকে পঞ্জাব, বাংলা থেকে অসম সর্বত্রই, নুহ জেলার এই এটিএম গ্যাং পুলিশকে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে।

পুলিশকর্তাদের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) যাঁরা একসময় নুহ জেলা থেকে একাধিক এটিএম লুটের অপরাধীকে ধরে এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে গল্প হচ্ছিল। থানা মোড়ের এক চা বিক্রেতা আগ্রহের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত ওই ডিএসপির সঙ্গে কথা বলছিলেন। বারবার জানতে চাইছিলেন, ‘স্যর, ওদের কী করে ধরেছিলেন? কী করে বুঝলেন ওই গ্রুপটাই এই কাজ করেছে?’ চা বিক্রেতার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ওই ডিএসপি নিজের সময়কালের এটিএম লুটের অপরাধীদের ধরার গল্প বলছিলেন। এটিএমের সিসি ক্যামেরা দেখে কিছু তথ্য পেয়েছিলেন, রাস্তায় বসানো সিসি ক্যামেরা দেখে গাড়ির গতিবিধি নজরবন্দি করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে এক এক করে ক্লু পেয়েছেন এবং এগিয়ে গিয়েছেন।

এই গল্প বলতে গিয়েই তিনি বললেন, ‘সরকার চাইলেই এই এটিএম লুট বন্ধ হয়ে যায়।’ আগ্রহের বশে আমিও একবার ওঁর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলাম। চায়ের কাপে বিস্কুট ডুবিয়ে এক কামড় দিয়ে প্রাক্তন ওই পুলিশকর্তা বললেন,‘ এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক বলে ব্যাংকগুলিকে কড়া নির্দেশ দিতে হবে। কোনও লুটের ঘটনা ঘটলে আগে ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা হবে। তাহলেই সব ঠিক।’

ওঁর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে এসে বর্তমান ট্রেন্ডটা কী সে বিষয়ে ভাবছিলাম। যারা এটিএম লুট করল তাদের প্যাটার্নটাই বা কী?

খোঁজ করতে করতে বর্তমানে কর্মরত এক ডিএসপির কাছে চলে গেলাম। তিনি এক সময় দাপটের সঙ্গে বড় বড় থানার দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি ইনস্পেকটর থাকাকালীন এমন কিছু এটিএম লুটের ঘটনা ঘটেছিল যেগুলির পরে নিষ্পত্তি হয়েছিল।

তাই সরাসরি তাঁর কাছেই জানতে চাইলাম ইনস্পেকটর থাকার সময় আর এখন ডিএসপি হওয়ার পর লুটের প্যাটার্নে কী পরিবর্তন এসেছে? প্রায় বছর তিনেক আগে উত্তরবঙ্গে এভাবে পরপর এটিএম লুটের ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময়কালে যারা লুটের সঙ্গে জড়িত থাকত বা ছিল তাদের অধিকাংশ আনকোরা ছিল বলে মত তাঁর।

তবে বর্তমানে যারা এই কাজ করছে তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বলে জানিয়েছেন তিনি। বর্তমানে এটিএম লুটের দলে একজন পারদর্শী চালক, ছোট থেকেই লোহার সামগ্রী তৈরির দোকানে কাজ করছে এমন একজন ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি, একজন সিসিটিভি ক্যামেরা এক্সপার্ট, এটিএম ট্রে থেকে টাকা বের করার একজন এক্সপার্ট এবং একজন প্রশিক্ষিত বন্দুকধারী থাকছে। তাই আগে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট লাগলেও বর্তমানে সাত থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে গোটা অপারেশন সেরে পালানো যাচ্ছে। সঙ্গে প্রশিক্ষিত চালক থাকায় দ্রুত গাড়ি নিয়ে এলাকা ছেড়ে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে।

২০১৮ সালে শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক এটিএম লুটের ঘটনায় পুলিশের ঘুম উড়েছিল। সেইসময় শিলিগুড়ি পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে সমস্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিল। প্রতিটি এটিএম কাউন্টারে নিরাপত্তারক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সেইসময় নতুন করে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সময় যেতে যেতে ফের এটিএম কাউন্টারগুলিকে রক্ষীবিহীন করে দেওয়া হয়েছে। মূলত খরচ বাঁচাতে ব্যাংকগুলি এই পদক্ষেপ করছে। তার ফল এখন সবার চোখের সামনেই।

রক্ষীবিহীন কাউন্টারগুলি দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট হয়ে যাচ্ছে। যেমনটা ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ির রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাউন্টার এবং শিলিগুড়ির চম্পাসারির রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে।

দুটি ক্ষেত্রেই অপারেশন টাইম ১৫ মিনিটের মধ্যেই। এর থেকেই স্পষ্ট যে আগে থেকে ফাঁকা এটিএম কাউন্টারগুলিকে দেখে রেইকি করে লুটপাট চালানো হয়েছে।

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সৌমিক চক্রবর্তী বলছিলেন, ‘এটিএম লুট হচ্ছে, আদতে তো আমাদের টাকাই যাচ্ছে। দুষ্কৃতীদের ধরতে গিয়ে তো আমাদের টাকাই খরচ হচ্ছে। তাই ব্যাংকগুলিকে সতর্ক করা প্রয়োজন।’

জঙ্গলে মেলা পাথরে পুজো বনদেবীর

অভিজিৎ ঘোষ

নেই কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ, কিন্তু বিশ্বাস রয়েছে ভরপুর। আর সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই পাঁচ দশক ধরে আন্দু বনবস্তির একটি বাড়িতে বনদেবী হিসেবে পূজিত হচ্ছে একটি পাথর। সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা যে সেটি নলরাজার গড়ের অংশ।

গল্পটা শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচ দশক আগে। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি পাথরকে বাড়িতে এনে পুজো শুরু করেছিলেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন আন্দু বনবস্তির বাসিন্দা ননেশ্বর রাভা। তখন থেকে সেই বাড়িতেই এখনও ওই পাথরকে পুজো করে আসছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বনদেবী হিসেবে রন্তক মন্দিরে পূজিত হয় ওই পাথর।

রাভা জনজাতির আরাধ্য দেবতার পাশেই পাথরটি রাখা হয়েছে ওই বাড়িতে। সেটার সামনে রাখা হয়েছে ঘট। নিয়মিত পাথরে মালা পরানো হয়, দেওয়া হয় ধূপ। ওই পাথর নিয়ে আস্থার সঙ্গে ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে বলে চর্চা রয়েছে চিলাপাতায়। কেননা স্থানীয়রা জানাচ্ছেন ননেশ্বর ওই পাথর পেয়েছিলেন চিলাপাতার জঙ্গলের মাঝে নলরাজার গড়ে।

১৯৬৯ সালে সাইকেল নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ওই পাথর পেয়েছিলেন ননেশ্বর। সাইকেলের পিছনে করে সেটাকে নিয়ে এসে বাড়ির মন্দিরে স্থাপন করেন তিনি। কয়েক বছর পর ননেশ্বর মারা গেলে তাঁর ছেলে তনেশ্বর সেই মূর্তিপুজো করার দায়িত্ব নেন। তনেশ্বর মারা যাওয়ার পর বর্তমানে পুজোর দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর স্ত্রী ননি রাভা এবং কন্যা মিনতি রাভার উপর। ওই পাথর পুজো করা প্রসঙ্গে মিনতি বললেন, ‘দাদু নলরাজার গড় থেকে ওই পাথর এনেছিলেন। সেটাকে বনদেবী হিসেবে পুজো করতে দেখেছি। আমরাও ওইভাবে পুজো করি। সপ্তাহে একদিন হলেও পুজো করা হয়।’

এখন ওই বাড়ির মন্দিরে গেলে দেখা যাবে সাধারণ আর পাঁচটা পাথরের মতো ওই পাথরটি নয়। রং ধূসর, ১৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ওই বেলে পাথরের উপর খোদাই করা রয়েছে এক নারীর চিত্র। সেই নারী আবার নৃত্যের ভঙ্গিতে রয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল এবং আলোচনা রয়েছে। চিলাপাতার বাসিন্দা বিমল রাভাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘চিলাপাতার জঙ্গলের ভিতরে যে নলরাজার গড় ছিল সেটা সবারই জানা। ওই গড়ের অল্প কিছু অংশ এখন রয়েছে। গড়ের কোনও জিনিসই কারও কাছে নেই। শুধু ওই পাথরটি এখনও ওই বাড়িতে রয়েছে। ওটা গড়ের প্রমাণ দেয়।’ স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন গড়েরই অংশ ওই পাথরটি। তবে সেটা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি ওই পাথরের কোনও পরীক্ষাও এখনও হয়নি। তবে অনুমান করা হয় ওই পাথর চিলাপাতা গড়েরই।

এদিন এবিষয়ে ইতিহাসের গবেষক এবং আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস দে বলেন, ‘সম্ভবত ওই পাথরটি নলরাজার গড়ের কোনও স্থাপত্য। ওটা মধ্যযুগের প্রথম দিকের নিদর্শন বলেও মনে করা যায়। কেন না উত্তর-পূর্ব ভারতে ওই সময় এই রকম ভাস্কর্য ও নকশা দেখা যেত। পাথরের দু’দিকে আংটা লাগানোর জায়গা রয়েছে। সেটা দেখে মনে হয় কোনও দরজার উপরের অংশে ছিল ওই পাথরটি।’ একদিকে ওই পাথর নিয়ে যেমন আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে চিলাপাতায় তেমনই আবার ওই ইতিহাসের খোঁজেও ইতিহাসবিদরা।

বিশ্বাস।। *এই পাথরকেই বনদেবী রূপে পুজো করা হয়।*

অর্থ সংবাদ

আসছে একগুচ্ছ আইপিও, যাচাই করে লগ্নি করুন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

গত বছরের অক্টোবর থেকে শেয়ার বাজারে সংশোধন শুরু হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ থেকে সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে শেয়ার বাজার। ফের সর্বকালীন উচ্চতার দিকে দৌড় শুরু করেছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াতেই 'আইপিও' নিয়ে হাজির হয়েছে বহু সংস্থা। কয়েক হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে তুলতে চায় এই সংস্থাগুলি। যা লগ্নিকারীদের সামনেও বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে, আইপিও-তে লগ্নি সবসময়ে লাভজনক নাও হতে পারে। বহু ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে বিনিয়োগকারীদের। তবে সঠিক সংস্থার আইপিও-তে লগ্নি বিপুল মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

আইপিও কী?

আইপিও এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও সংস্থা ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে পাবলিক মালিকানাধীন হয়। মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের কাছে সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে কোনও সংস্থা। আইপিও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওই সংস্থা স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়।

আইপিও'র উদ্দেশ্য

বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই আইপিও আনে কোনও সংস্থা। আইপিও থেকে তোলা অর্থ ব্যবসার প্রসার, ব্যবসার উন্নতি, ঋণ পরিশোধ, পরিকাঠামোর উন্নতি ইত্যাদি খাতে খরচ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি।

আইপিও'র প্রকারভেদ

আইপিও মূলত দুই প্রকার

■ **ফিক্সড প্রাইস :** যেক্ষেত্রে কোনও সংস্থা আগে থেকেই শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, তাকে ফিক্সড প্রাইস অফারিং বলা হয়।

■ **বুক বিল্ডিং :** এক্ষেত্রে শেয়ার মূল্য একটি ২০ শতাংশের প্রাইস ব্যান্ডে অফার করা হয়। নীচের লেবেলকে ফ্লোর প্রাইস এবং ওপরের লেবেলকে ক্যাপ প্রাইস বলা হয়। প্রাইস ব্যান্ডের মধ্যে যে কোনও একটি দাম নির্ধারণ করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।

কীভাবে আবেদন করবেন

■ অফলাইন পদ্ধতিতে আপনাকে ফর্ম পূরণ করে 'এএসবিএ' সহ আইপিও ব্যাংকার বা ব্রোকারের কাছে জমা দিতে হয়।

■ অনলাইন পদ্ধতিতে সরাসরি আপনার ব্রোকারের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করা যায়। এক্ষেত্রে 'ইউপিআই' পেমেন্ট গেটওয়ে থাকতে হবে।

কারা আবেদন করতে পারেন

যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক আইপিও-তে আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীর প্যান কার্ড, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইউপিআই-ও থাকতে হবে।

আইপিও-তে বিনিয়োগের সুবিধা

■ একটি সংস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগের সুবিধা দেয় আইপিও। তাই এইসব সংস্থার বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা থাকে। যা লগ্নিকারীদেরও সম্পদ বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নেয়।

■ ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন পণ্য ও পরিষেবা চালু করতে আইপিও-র মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থা। ফলে সংস্থার বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

■ শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হলে জনসাধারণের কাছে আর্থিক তথ্য প্রকাশে বাধ্য হয় ওই সংস্থা। সেই আর্থিক হাল দেখে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লগ্নিকারীরা।

■ আইপিও-তে বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে।

■ আইপিও-এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তির পর সহজেই শেয়ার কেনাবেচার সুযোগ পান লগ্নিকারীরা।

আইপিও-তে বিনিয়োগের অসুবিধা

■ সংস্থাটি অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ায় তার ট্র্যাক রেকর্ড পর্যালোচনার সুযোগ কম থাকে।

■ প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম না করলে শেয়ারের দামে ধস নামতে পারে।

■ শেয়ার বাজারের অস্থিরতা আইপিও-এর সাফল্য বাধা হতে পারে।

আবেদনের আগে যাচাই করতে হবে

যে সব সংস্থা আইপিও আনে তুলনামূলকভাবে সেই সংস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কম থাকে। তাই কষ্টার্জিত টাকা বিনিয়োগের আগে এই বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে—

■ প্রথমেই কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড ভালোভাবে জানতে হবে। সংস্থার অতীতের পারফরমেন্স অর্থাৎ ব্যালান্স সিট, আগামীদিনে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে তবেই আবেদনের কথা ভাবা যেতে পারে।

■ আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা জেনে নিতে হবে।

■ আইপিও আনার প্রক্রিয়ায় কোন ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা যুক্ত তা জানতে হবে। সাধারণত গুণগত মানে ভালো সংস্থার ক্ষেত্রে নামী প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে।

■ লক ইন পিরিয়ড কত দিন তা জানতে হবে। লক ইন পিরিয়ডের মধ্যে ওই সংস্থার এগজিকিউটিভ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করতে পারেন না।

■ বিনিয়োগের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং লাভের মূল্যায়ন করে নিতে হবে।

■ প্রয়োজনে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

এসএমই আইপিও

ছোট এবং মাঝারি আকারের সংস্থাকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্তিকরণের জন্য এসএমই আইপিও চালু করা হয়েছে। মেনবোর্ড আইপিওর তুলনায় এসএমই আইপিও-তে লগ্নির অঙ্ক অনেক বেশি হয়। এসএমই আইপিও-তে বিনিয়োগের আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

■ ছোট ও মাঝারি আকারের সংস্থা হওয়ায় এতে লগ্নির ঝুঁকি বেশি হয়।

■ মেনবোর্ড আইপিও-তে সাধারণ ন্যূনতম ১৪-১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা যায়। এসএমই আইপিও-এর ক্ষেত্রে এই অঙ্ক প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

■ মেনবোর্ড আইপিও-এর ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে নথিভুক্তির পর ১টি শেয়ার কেনাবেচা করা যায়। এসএমই আইপিওর ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিনিয়োগের যে 'লট' নির্ধারিত তাকে তাই কেনাবেচা করতে হয়।

■ ২০২৪-এ এসএমই আইপিও-এর হিড়িক পড়েছিল। ১৭৪টি এসএমই আইপিও এসেছিল বাজারে। যার অর্ধেকেরও বেশি লগ্নিকারীদের বিপুল লোকসানের মুখ দেখিয়েছে। মাত্র ১৯টি আকর্ষণীয় রিটার্ন দিয়েছে। মাঝারি রিটার্ন দিয়েছে ৪০টি সংস্থা।

যে আইপিওগুলি বাজারে আসছে

সংস্থা	তারিখ	ইস্যু মূল্য
আকর মেডিকেল টেকনলজি(এসএমই)	২০-২৪ জুন	৭২ টাকা
মায়াসিল ভেঞ্চার (এসএমই)	২০-২৪ জুন	৪৭ টাকা
এলেনবেরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস (মেনবোর্ড)	২৪-২৬ জুন	৪০০ টাকা
গ্লোব সিভিল প্রোজেক্টস (মেনবোর্ড)	২৪-২৬ জুন	৭১ টাকা
এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল (মেনবোর্ড)	২৫-২৭ জুন	৭৪০ টাকা
সেফ এন্টারপ্রাইজ রিটেল (এসএমই)	২০-২৪ জুন	১৩৮ টাকা
কল্পতরু লিমিটেড (মেনবোর্ড)	২৪-২৬ জুন	৪১৪ টাকা
সম্ভব স্টিল টিউব (মেনবোর্ড)	২৫-২৭ জুন	৮২ টাকা
এস আলফা টেক (এসএমই)	২৬-৩০ জুন	১০৭ টাকা
আব্রাম ফুড (এসএমই)	২৪-২৬ জুন	৯৮ টাকা
এজেসি জুয়েল (এসএমই)	২৩-২৬ জুন	৯৫ টাকা
আইকন ফেসিলিটেটরস (এসএমই)	২৪-২৬ জুন	৯১ টাকা
প্রো এফ এক্স টেক (এসএমই)	২৬-৩০ জুন	৮৭ টাকা
শ্রী হরে কৃষ্ণ স্পঞ্জ (এসএমই)	২৪-২৬ জুন	৫৯ টাকা
সানটেক ইনফ্রা সলিউশন (এসএমই)	২৬-২৭ জুন	৮৬ টাকা

আগামী কয়েকদিনে বাজারে যে আইপিওগুলি আসছে তার তালিকা দেওয়া হল। এছাড়াও আইপিও আনার জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থা সেবির কাছে আবেদন করেছে যেমন, ওয়াটার ওয়েজ লিজার, অলকেম লাইফ সায়েন্স, ললিতা জুয়েলারি, টি পোস্ট, ভারত কুকিং, কোল, নিলসফট, সেন্ট্রাল মাইন, ফিউশন সিএক্স, কানোডিয়া সিমেন্ট, কেএসএইচ ইন্টার, কেলিবার মাইনিং, সিআইইএল, রবি ইনফ্রাবিল্ড, এনএসডিএল, মৌরি টেক, এজিলাস ডায়গনস্টিক সহ আরও অনেক সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধের প্রভাব কাটিয়ে ফের স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১২৮৯.৫৭ পয়েন্ট উঠে ৮২৪০৮.১৭ এবং নিফটি ৩৯৩.৮ পয়েন্ট উঠে ২৫১১২.৪০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। শুধু সূচকের অন্তর্ভুক্ত শেয়ারই নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রের শেয়ারেই লগ্নিকারীরা লগ্নিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন যা আগামী দিনে সূচক নিয়ে আশা বাড়িয়েছে। সূচক উঠলেও লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি এবং বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম আগামী কয়েক দিন শেয়ার বাজারের ওঠানামায় বড় ভূমিকা নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে গুণগত মানে ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্বাচনও একান্ত জরুরি। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লগ্নি বড় মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে কম দামে শেয়ার কেনায় আগ্রহ। যুদ্ধের আবহে বিগত কয়েকদিন নিম্নমুখী ছিল সূচক। প্রথম সারির বহু সংস্থার শেয়ারদর কমেছিল। কম দামে সেইসব শেয়ার কেনার হিড়িক ফের সূচককে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ অশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছিল। সপ্তাহের শেষলগ্নে সেই দাম কমায় ফের শেয়ার

বাজারে লগ্নি বেড়েছে। সপ্তাহের শেষ তিনটি লেনদেনের দিনে প্রধান ক্রেতার ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার সূচকের উত্থানে অন্যতম বড় প্রভাব ফেলেছে।

টেকনিক্যালি নিফটির এখন সাপোর্ট জোন ২৪৮০০-২৪৮৫০। ২৫২০০-এর ওপর নিফটি থিতু হলে নিফটির পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে ২৫৬০০ থেকে ২৫৮০০। সেনসেক্সও একইভাবে ওঠানামা করতে পারে। এই লেভেল বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। এককালীন নয়, ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। যে কোনও সংশোধন পোর্টফোলিও গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ এনে দেবে।

এই মুহূর্তে শেয়ার বাজারের সামনে বড় কোনও ইস্যু নেই। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, দেশজুড়ে বর্ষার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হবে। প্রথম সারির সংস্থাগুলির ভালো ফল করলে ফের সর্বোচ্চ উচ্চতার দিকে দৌড় শুরু করতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

অন্যদিকে সোনার দাম একটা গণ্ডির মধ্যেই ওঠানামা করছে। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম। একই কথা প্রযোজ্য রুপোর ক্ষেত্রেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ফিনোলেক্স কেবল :** বর্তমান মূল্য-৯১৫.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০০/৭৮০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮৭৫-৯০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০০৩, টার্গেট-১২৫০।

■ **বরুণ বেভারেজ :** বর্তমান মূল্য-৪৫৯.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৮১/৪২০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৪০-৪৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৫৪৩২, টার্গেট-৫৭০।

■ **টাটা মোটরস :** বর্তমান মূল্য-৬৭৬.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৭৯/৫৩৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬৩৫-৬৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৮৯৪০, টার্গেট-৮২৫।

■ **কনটেনার কর্প :** বর্তমান মূল্য-৭৩৮.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১১৬/৬০১, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৯৮১, টার্গেট-৮৮০।

■ **প্রেস্টিজ এস্টেট :** বর্তমান মূল্য-১৭১৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৭৫/১০৪৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৬৫০-১৭০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৩৯২৬, টার্গেট-১৯২০।

■ **কানাড়া ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১০৭.২২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২২/৭৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১০০-১০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৭২৫৫, টার্গেট-১৪৭।

■ **জিএইচসিএল :** বর্তমান মূল্য-৫৭২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭৯/৫১১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৩৮-৫৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৪৯৫, টার্গেট-৭৭২।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : পাওয়ার ফিন্যান্স

● **সেক্টর : ফিন্যান্স** ● **বর্তমান মূল্য :** ৪০৯ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৩৫৭/৫৮০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১৩৪৯৯০ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩৩৩.৪৬ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৩.৮৬ ● **ইপিএস :** ৬৯.৬৭ ● **পিই :** ৫.৮৭ ● **পিবি :** ১.২৩ ● **আরওসিই :** ৯.৭৩ শতাংশ ● **আরওই :** ২১.০ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪৯০

একনজরে

■ ২০২১-এর অক্টোবরে 'মহারত্ন' তকমা পেয়েছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

■ পাওয়ার ফিন্যান্স কর্পোরেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে ৫৬ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৬.১৮ শতাংশ এবং ১৮.৮৪ শতাংশ শেয়ার।

■ পাওয়া ফিন্যান্সের দেওয়া ঋণের ৮২ শতাংশেই সরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

■ প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এই সংস্থা।

■ পাওয়ার ফিন্যান্সের শাখা সংস্থাগুলি হল পিএফসি কনসালটিং, পিএফসি প্রোজেক্টস ইত্যাদি।

■ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আরইসি লিমিটিডের ৫২.৬৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ৩২.৩ দিন থেকে কমে ১৬.৯ দিন হয়েছে।

■ বুক ভ্যালুর মাত্র ১.২৩ গুণে ট্রেড করছে এই সংস্থার শেয়ার।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ২১.২২ শতাংশ বেড়ে ২৯২৬৫ কোটি এবং নিট মুনাফা ১২.৩১ শতাংশ বেড়ে ৬৩১৬ কোটি টাকা হয়েছে।

■ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি প্রোজেক্ট ফিন্যান্সিয়াল গাইডলাইন্স সংশোধন করেছে। যার সুফল পাবে পাওয়ার ফিন্যান্স কর্পোরেশন।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

সব আশঙ্কা ছাড়িয়ে পাখা মেলবে ভারতীয় শেয়ার বাজার?

বোধিসত্ত্ব খান

অপারেশন সিঁদুরের সময় শেয়ার বাজার কিছুটা চাপে ছিল। তারপর একতরফা র‍্যালি। তবে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে শেয়ার বাজার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। ২৪৬৫০ থেকে ২৫১৫০-এই ছোট ৫০০ পয়েন্টের মধ্যেই বাধা পড়ে রয়েছে নিফটি। অবশ্য এই সময়কালে বিশ্বজুড়ে অশান্তি শুরু হয়েছে। বিশেষত ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্ব সবাইকে ভাবাচ্ছে। আমেরিকা ইরানকে আক্রমণ করলে বিপর্যয় বাড়তে পারে, এমন খবরও হাওয়ায় ভাসছিল। ইরান-ইজরায়েল পরস্পরকে যেভাবে মিসাইলের সাহায্যে আঘাত হানছে তাতে মধ্যপ্রাচ্যে সাপ্লাইচেন ব্যাহত হওয়া, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, বিভিন্ন দেশ যারা সরাসরি বিদেশি জ্বালানি তেল আমদানির ওপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গুণগার দেওয়া, মূল্যবৃদ্ধির জোরালো সম্ভাবনা-এই সমস্ত কিছু বিশ্বের সমস্ত শেয়ার বাজারকে বেকায়দায় ফেলেছিল।

ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কারের লোভে হোক বা রাশিয়া-চিনের ভয়ে হোক, আপাতত ইরানে হস্তক্ষেপ করবেন না এমনটি জানিয়েছেন। অন্যদিকে ট্রাম্প পাকিস্তানের জেনারেল আসিম মুনিরকে 'জামাই' আদর করে হোয়াইট হাউসে বসিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়েছেন। যা ভারতকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ভারতের বিনিয়োগকারীরা

বিশ্বজুড়ে অশান্তির মেঘ

যথেষ্ট পরিপক্কতা দেখিয়েছেন। বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার পরিবর্তে প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন ডিআইআইরা। অন্যদিকে, জুন মাসে এফআইআইরা এখনও অবধি মোট ৩৮৯৭.২১ কোটি টাকার ক্রয় করেছেন। ডিআইআইরা ক্রয় করেছেন ৫৬,৭৮৬.৩০ কোটি টাকার।

বিশ্বজুড়ে অশান্তির জেরে ভারতীয় ডিফেন্স সেক্টরে দারুণ একটি উজ্জীবিত র‍্যালি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাজগাও ডক ২০২৫-এ ৪৫.৫৯ শতাংশ র‍্যালি করেছে, কোচিন শিপইয়ার্ড র‍্যালি করেছে ৪০.৪৬ শতাংশ। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স র‍্যালি করেছে ৯৯.২৬ শতাংশ। ডেটা প্যাটার্ন ১৮.৪৮ শতাংশ, হ্যাল ১৮.৯৪ শতাংশ, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম ৬০.৮৮ শতাংশ, বেল ৩৮.৫০ শতাংশ, পরস ডিফেন্স ৬৪.৬০ শতাংশ, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ৭২.০২ শতাংশ।

সাম্প্রতিককালে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন বিদেশি ফার্মা কোম্পানিগুলির পিছনে পড়েছেন এবং হুমকি দিচ্ছেন যে তাদের ওপর অতিরিক্ত কর বসাবেন। এবার মজা হচ্ছে, আমেরিকা দারুণভাবে নির্ভরশীল ভারত এবং চিনের ওষুধের ওপর। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে যাওয়ার পর যদি ভারত থেকেও ওষুধ আমদানি বন্ধ হয়, আমেরিকার সাধারণ মানুষের কপালে যে দুর্ভোগ রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। যে ইনফরমেশন টেকনলজি সেক্টর কয়েক মাস ধরে ভীতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা প্রাথমিকভাবে ভয় কাটিয়ে উঠছে বলে দেখা যাচ্ছে। বিগত তিন মাসে এই নিফটি আইটি ইন্ডেক্স রিটার্ন দিয়েছে ৬.৩১ শতাংশ। যদিও গোটা বছরের জন্য এটা এখনও -১০.০৩ শতাংশ নেগেটিভ ট্রেড করছে।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটা ভালো র‍্যালি হয়েছে যা নিফটিকে ২৫০০০-এর ওপর বন্ধ হতে সাহায্য করেছে। সেনসেক্স ওইদিন ১০০০ পয়েন্টের ওপর র‍্যালি করে এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয় ৮২,৪০৮.১৭ পয়েন্টে। এই উত্থানের পিছনে রিজার্ভ ব্যাংকের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই সব ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানিকে প্রভিশানিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই ছাড় দিয়েছে যারা বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে প্রভিশানিং ৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১ শতাংশ এবং রিয়েলএস্টেট কোম্পানিগুলিকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভিশানিং রাখতে হবে ১.২৫ শতাংশ।

ভারতীয় বাজারে যে নতুন আইপিওগুলি আসছে তার মধ্যে এইচডিএফসি ব্যাংকের অন্যতম সাবসিডিয়ারি এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল। এই কোম্পানিতে এইচডিএফসি ব্যাংকের মোট ৯৪.৩৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। এই আইপিও থেকে মোট ১০,০০০ কোটি টাকা পেতে পারে এইচডিএফসি ব্যাংক। আইপিওর মোট মূল্য ১২৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৫০০ কোটি টাকার ফ্রেস ইস্যু এবং ১০,০০০ কোটি টাকা ওএফএস। প্রাইস ব্র্যান্ড ৭০০-৭৪০ টাকা প্রতি শেয়ার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

সোনার বদলে রুপো

ট্রেন্ডে পালাবদল

জমকালো বা জ্যামিতিক কিংবা সাবেকি- যে কোনও ধরনের ছাঁচেই রুপোর গয়নার পরিশীলিত রূপ সহজেই সকলের নজর কাড়ে। একটা ছিমছাম ভাব থাকে বলে আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গেও রুপোর গয়না বেশ মানিয়ে যায়। খুব সূক্ষ্ম নকশা থেকে শুরু করে ভারী-রুপোয় সব ডিজাইনই হয়। সেজন্যই রুপোর গয়না প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছে এবং আজও তার আবেদন একটুও কমেনি, আলোকপাত করলেন অঞ্জনা দাশ

টিনএজারদের প্রথম পছন্দ

ইসলামপুর শহরে প্রিয়াংকা, সঞ্চিতা, দেবন্যা, বিনীতাদের মতো মেয়ে বৌয়ের অলংকার হিসেবে ফ্যাশনের অঙ্গ হল রুপোর গয়না।

সোনার গয়নার পাশাপাশি অনেক মেয়েরই বিশেষ করে টিনএজারদের পছন্দের প্রথম পছন্দ এখন রুপোর গয়না। সাবেক পোশাক পরুন বা পাশ্চাত্য ধাঁচে সাজুন, মানানসই গয়না না হলে সাজটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বলছিলেন দেবন্যা। তাঁর কথায়, 'সব সময়ে যে বিয়ে বা অনুষ্ঠান বাড়িতে যাওয়ার জন্য গয়না বাছাই করবেন, তা নয়, রোজের সাজেও বেছে নিতে পারেন রুপোর এমন সব গয়না, যা আপনাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।'

আধুনিক কিন্তু ধ্রুপদি লুক দেয়

বিনীতা বলছিলেন, 'সাজসজ্জার দুনিয়ায় বহুদিন ধরে জেঁকে বসে থাকা রুপোর গয়নাকে চাইলেও নির্দিষ্ট কোনও সময়ের ঘেরাটোপে বন্দি করা যায় না। এই যুগেও পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে রুপোর গয়না পরা হলে আধুনিক কিন্তু ধ্রুপদি লুক তৈরি হয়। রুপোর হার বা কানের দুল যেন অভিজাত আর একটা বনেদি নান্দনিকতা ছড়িয়ে দেয়।'

সোনা মহার্ঘ, রুপোই সম্পদ

শান্তিনগরের বাসিন্দা সুমি নন্দী একজন স্বাস্থ্যকর্মী। তিনি বলছিলেন, 'সোনা সব সময় কিনতে না পারায় এতদিন অনেক রকম জাঙ্ক জুয়েলারি ব্যবহার করেছি। তাতে রং নষ্ট হয়ে গেলে বা ভেঙে গেলে নতুন করে আবার কিনতে হত।' তাঁর কথায়, 'বাজারে রুপোর গয়না বিশেষ করে রুপোর উপর প্ল্যাটিনাম পালিশ করা মন কাড়া ডিজাইনের, রুপোর গয়না সবার চেয়ে আলাদা করে দেয়। আর রুপো একটা সম্পদ, যা পরবর্তীকালে এক্সচেঞ্জ করে বা ভেঙে নতুন কিছু তৈরি করা যায়।

উপহারে সস্তা ও নজরকাড়া

প্রিয়াংকা দাস মণ্ডল পেশায় একজন নার্স। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এখন সোনার দাম আকাশ ছুঁইছুঁই। যার ফলে কখনও কাউকে ভালো কিছু উপহার দেবার ইচ্ছে থাকলেও সোনার দামের কথা ভেবে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু রুপোর গয়না বর্তমানে এত রকম ডিজাইনের বেরিয়েছে যে, নতুন করে কাউকে ভালো কিছু উপহার দিতে চাইলে, রুপোর ব্রেসলেট বা ঘড়ি বা আংটি উপহার হিসেবে বেশ সস্তা এবং নজর কাড়া।'

এক সময়ের পায়ের গয়না

সেকেলে গ্রামগঞ্জের মহিলারা রুপোর গয়না পরতে ভালোবাসতেন। তবে পুরোনো দিনের গয়নার আভিজাত্য একটু অন্যরকম ছিল। আবার রাজাদের বা জমিদারদের পরিবারে রুপোর থালা, বাটি, গ্লাস, হুঁকো ব্যবহার করা ছিল পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ। রুপোর গয়না কেবলমাত্র ব্যবহার করতেন বাড়ির বৌ, মেয়েরা পায়ের মল হিসেবে। তখন রুপোর মূল্য কম থাকায় তেমন একটা যত্নের ব্যাপার ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে রুপোর দামও চড়তে শুরু করে।

প্ল্যাটিনাম কোটের চাহিদা তুঙ্গে

স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রিয়াংকা বিশ্বাস বলেন, 'দোকানে সোনার পাশাপাশি প্ল্যাটিনাম পালিশ করা রুপোর গয়নার চাহিদা বর্তমানে তুঙ্গে। রুপোর আংটি, ব্রেসলেট, মালা, বিভিন্ন ডিজাইনের লকেট, কানের দুল, নাকের নথ এমনকি রুপোর শাখা ও পলা বাঁধানো রীতিমতো গৃহবধূরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বেছে নিচ্ছেন।'

অনলাইনে এখন ট্রেন্ডি জুয়েলারি

একসময়ের জাঙ্ক জুয়েলারির ব্যবসায়ী উমা চক্রবর্তী এখন অনলাইনে জাঙ্ক জুয়েলারির সঙ্গে রুপোর জুয়েলারি বিক্রি করছেন।

তিনি বলেন, 'বর্তমানে রুপোর জুয়েলারির ট্রেন্ড সর্বত্র। যে কোনও পোশাকের সঙ্গে মানানসই এসব গয়না। এমনকি বিয়েবাড়ির ফ্যাশনেও শাড়ির সঙ্গে চলছে বিভিন্ন ডিজাইনের রুপোর গয়না, যা সবার থেকে ভিন্ন লুক এনে দিচ্ছে।'

বহুমাত্রিকতাই এর আকর্ষণ

অন্য একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী মিলি ভৌমিক জানিয়েছেন, বর্তমানে কম বয়সি মেয়েরা তাদের জুয়েলারি ফ্যাশন তালিকায় বিভিন্ন ডিজাইনের রুপোর ব্রেসলেট পছন্দ করছে। আধুনিক ফ্যাশনের যুগে শাড়ি, চুড়িদার, জিন্স প্রত্যেকটি পোশাকের সঙ্গেই মানানসই রুপোর গয়নার ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন কমবয়সি মেয়েদের থেকে শুরু করে মাঝবয়সি গৃহবধূরা। রুপোর গয়নার এই বহুমাত্রিকতাই এর অন্যতম আকর্ষণীয় দিক।

নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকে যোগ দিবসে অনুষ্ঠান। শনিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মহিলা পুলিশকে কুকথা, আটক তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : দিনদুপুরে এএসআই পদমর্যাদার মহিলা পুলিশ আধিকারিককে হেনস্তার মুখে পড়তে হল। শুক্রবার দুপুরে ওই অফিসার সাদা পোশাকে নিজের স্কুটার নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাসমি চক সংলগ্ন এলাকায় এক বাইকচালকের সঙ্গে তাঁর সামান্য ধাক্কা লাগে। মুখে কাচ নামানো হেলমেট পরা সেই বাইকচালক এরপর সেই মহিলা এএসআই-কে রাস্তার মধ্যেই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিক রীতিমতো হকচকিয়ে যান। তিনি ওই তরুণকে রাস্তার ধারে বাইক পার্ক করতে বললেও সে তা না করে পালিয়ে যায়।

শিলিগুড়ি থানায় কর্মরত ওই মহিলা কর্মী সন্ধ্যার পর গোটা বিষয়টি তাঁর মহিলা সহকর্মীদের জানাতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। এক মহিলা পুলিশকর্মীর বক্তব্য, 'ঘটনায় ওঁর মনে এতটা প্রভাব পড়েছিল যে আমাদের ব্যাপারটা বলার সময় ওঁর হাত কাঁপছিল।' হেলমেট থাকায় চিহ্নিত করা না গেলেও সিসিটিভি ক্যামেরার সূত্র ধরে পুলিশ ওই বাইকের নম্বর বের করে। এরপর সেই নম্বরের সূত্র ধরে লেকটাউনের একটি বাড়িতে পুলিশ যায়। সেখানে বাড়িতে না পেলেও শনিবার সকালেই ওই তরুণ থানায় এসে হাজির হয়। সেই ব্যক্তি যে ওই মহিলা এএসআই-কে অশ্লীল গালিগালাজ করেছে বলে সে স্বীকার করে। জয়দীপ মজুমদার নামে ওই তরুণকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সে পেশায় ফিজিওথেরাপিস্ট।

গোটা ঘটনায় ফের একবার শহরে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কয়েকদিন আগেই এক তরুণী শহরেরই এক রাস্তায় এক ব্যক্তির অশ্রাব্য গালিগালাজের মুখে পড়েছিলেন। এরপর সারাদিন ধরে ওই তরুণের খোঁজ করা হলেও পরবর্তীতে তার নাগাল মেলেনি। যদিও গালিগালাজের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোয় পর গোটা শহরে হইচই শুরু হয়েছিল। মাসখানেক আগে একইরকমভাবে এক তরুণী টোটোয় করে যাওয়ার সময় এক তরুণের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির শিকার হয়েছিল।

Bodhi's Polyclinic
"Care With Human Touch!"
Call your doctors for :
General Medicine, General Surgery, Orthopedic Surgery, Gynecology, Cardiology, Chest Medicine, Skin & Dental Surgery
Bidhan Road, Siliguri (Beside Hotel Dolly Inn)
CONTACT : 9474090952, 9614655466

পরবর্তীতে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুতপা সাহা বলেন, 'আসলে নারীদের অসম্মান করাটাই এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীদের ওপর নিজেদের প্রভাব দেখানোটাই একশ্রেণির মানুষের কাছে এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'মহিলা নিরাপত্তার ওপর আমাদের সবসময়ই বিশেষ নজর রয়েছে। সবধরনের নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর

জামিনের মেয়াদ বাড়ল অভিযুক্তদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : কেস ডায়েরি (সিডি) দিতে পারেননি তদন্তকারী আধিকারিক। তাই অরবিন্দপল্লিতে বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর কাণ্ডে অভিযুক্ত সাতজনের জামিনের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিলেন বিচারক। আগামী ৪ জুলাই ফের অভিযুক্তদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি হাসপাতাল থেকে ইনজুরি রিপোর্ট তুলতে পারেননি বলে তদন্তকারী আধিকারিক সিডি জমা করেননি বলে আদালতে জানিয়েছেন। কেস ডায়েরি না পাওয়ায় বিচারক অভিযোগকারীর আইনজীবীর জামিন নাকচের আবেদন শোনেননি। বিচারক অভিযুক্তদের জামিনের মেয়াদ ৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, ঘটনার দিন অভিযুক্তরাও পালটা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন থানায়। সেইদিন অভিযোগকারী বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে বাড়িতেই ছিলেন না। তিনি পূর্ত দপ্তরে নিজের কর্মস্থলে ছিলেন। দম্পতির অভিযোগ, তাঁকেও নোটিশ ধরিয়েছেন অভিযুক্তদের মামলার তদন্তকারী আধিকারিক।

গোটা ঘটনায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অরুণ ভট্টাচার্য নামে ওই বৃদ্ধের বক্তব্য, 'আমার ছেলে ওইদিন অফিসে ছিল। আমাদের কাছে সব প্রমাণ রয়েছে। এরপরেও ওকে ফাঁসানো হচ্ছে। বুঝতে পারছি না বিচার পেতে আমরা কোথায় যাব।'

গত ৫ জুন অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব অরুণ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রতিবেশী কয়েকজন মিলে বেধড়ক মারধর করে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে (ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) অরুণের স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তায় ফেলে মারধর করা হচ্ছে। অরুণকেও মারধর করা হচ্ছে। সেই ঘটনার পর থানায় অভিযোগ করেছিলেন অরুণ। পালটা অভিযুক্তরা গিয়ে দম্পতি এবং তাঁদের ছেলের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপরেই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করে পালটা মামলায় বৃদ্ধ দম্পতিকেও নোটিশ দেয়। সেই ঘটনায় অভিযুক্তরা অন্তর্বর্তীকালীন জামিন নেয়। ২০ তারিখ আদালতে ফের হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিচারক কেস ডায়েরি তলব করেছিলেন। কিন্তু এদিন কেস ডায়েরি দিতে পারেননি তদন্তকারী আধিকারিক।

প্রশ্ন যেখানে

- অরবিন্দপল্লিতে বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর কাণ্ডে অভিযুক্ত হন সাতজন
- কেস ডায়েরি না পাওয়ায় বিচারক জামিন নাকচের আবেদন শোনেননি
- আদালত অভিযুক্তদের জামিনের মেয়াদ ৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে
- প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ কি জেনেবুঝেই কেস ডায়েরি এদিন আদালতে দেয়নি

তিনি আদালতে জানান, দম্পতির ইনজুরি রিপোর্ট হাসপাতাল থেকে এখনও সংগ্রহ করতে পারেননি। ওই সময় অভিযোগকারীদের আইনজীবী ঋষভ কেশরী অভিযুক্তদের জামিন খারিজের আবেদন জানান। কিন্তু কেস ডায়েরি না থাকায় বিচারক জামিনের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেন। এর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ কি জেনেবুঝে কেস ডায়েরি এদিন আদালতে দেয়নি। দম্পতির আইনজীবী ঋষভের বক্তব্য, 'পুলিশ তো সিডি দিতে পারল না। আইও বললেন যে, ইনজুরি রিপোর্ট পাননি। তাই জামিন বাতিলও করা যায়নি।'

এবিটিএ-র কনভেনশন

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : শনিবার এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে শিলিগুড়িতে মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে আয়োজিত কনভেনশনটি কলেজপাড়ার কনকনাথ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। 'নারীর ক্ষমতায়ন ও এই সময়ের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন এবিটিএ-র রাজ্য সহ সভাপতি কাকলি ভৌমিক। তিনি দেশ ও রাজ্যে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। আরএসএস ও বিজেপি নারীদের অবমাননা করছে বলে অভিযোগ তুলে আরজি কর, উন্নাও, কাঠুওয়া, হাথরসের মতো ঘটনার উল্লেখ করা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু প্রমুখ।

টক টু মেয়র

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে আয়োজিত টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে হোল্ডিং ট্যাক্স, অবৈধ নির্মাণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ সামনে আসে। পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা অভিযোগ জানান, বছর তিনেক আগে তিনি হোল্ডিং নম্বরের জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি সেই নম্বর পাননি। অভিযোগ শুনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ওই ব্যক্তিকে সব কাগজপত্র নিয়ে পুরনিগমে এসে দেখা করতে বলেন। এছাড়া শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট মেরামত করার অভিযোগও এসেছে। মেয়র সমস্ত বিষয় নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : ঠাকুরনগর, বাড়িভাসা সহ এনজেপি থানা এলাকায় অপরাধমূলক কাজ দিন-দিন বেড়ে যাওয়ার অভিযোগে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম ডাবগ্রাম ২ নম্বর কমিটি। থানা ঘেরাও করার পর তারা আইসি-কে এবিষয়ে একটি স্মারকলিপি দেয়। সিপিএম নেতা দিলীপ সিং বলেন, 'এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

নির্মাণসামগ্রী চুরি, গ্রেপ্তার নিরাপত্তারক্ষী

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : নির্মাণসামগ্রী রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই নিরাপত্তারক্ষীকে। কিন্তু সেই নিরাপত্তারক্ষীই হয়ে দাঁড়াল ভক্ষক। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ভক্তিনগর থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সেবক রোডের একটি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্তৃপক্ষ ভক্তিনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে বলা হয়েছে, লোহার রড রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

সিসিটিভি ফুটেজে রাতের অন্ধকারে রড চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরেরা। তখন প্রশ্ন ওঠে, সেখানে দায়িত্বে থাকা দুই নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকা। এরপর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে। পুলিশ বুঝতে পারে, নিরাপত্তারক্ষীদের মদতেই যাবতীয় এই কার্যকলাপ হচ্ছে। এরপর পুলিশ ওই দুই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই দুই নিরাপত্তারক্ষীর নাম মহেশ রায় ও শংকর যাদব। মহেশের বাড়ি শালুগাড়া এলাকায়। শংকরের বাড়ি প্রকাশনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই চুরিতে সাহায্য করে কমিশন পাচ্ছিল ওই দুই সিকিউরিটি গার্ড। এমনকি ধৃতদের বাড়ি থেকেও প্রায় ৫২ কেজি রড উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিলিগুড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ডে কেবল পাতার কাজ চলছে। শনিবার দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম রত্না পোদ্দার রায় (২৭)। মৃতার স্বামী এদিন ভোরে ছাদের ঘরে স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এখনও অবধি এই ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

সংগীত দিবস

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শনিবার বিশ্ব সংগীত দিবস পালন করা হয়। হকার্স কর্নারে সংগঠনের দপ্তরে এই দিনটি উদযাপিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিপ্লব দত্ত।

ঝড়ে গাছ ভেঙে হেলে পড়েছে প্রাচীর

শিলিগুড়ি, ২১ জুন : ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়েছিল সূর্য সেন পার্কের পেছন দিকের প্রাচীরে। তারপর থেকেই বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে প্রাচীরটি। যখন-তখন সেটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দ্রুত প্রাচীরের সংস্কার চাইছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

সূর্য সেন পার্কের পেছনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অতুল পাল, রজত সরকার। প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন তাঁরা। এই রাস্তায় গাছ থাকায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকেই জিরিয়ে নেন। তবে প্রাচীরের এই পরিস্থিতিতে তাঁরা চিন্তিত। রজত বললেন, 'একটু ছায়ার খোঁজে' বৃষ্টির এই মরশুমে প্রাচীরটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন বলে বক্তব্য তাঁদের। প্রাচীর ভেঙে গেলে পার্কের ভেতরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা সোমা রায়ের মতো স্থানীয়দের। এব্যাপারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে আছে। দ্রুত প্রাচীরটি সংস্কারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদকে সমস্যা সম্পর্কে জানানো হয়েছে।'

হেলে পড়েছে সূর্য সেন পার্কের পেছন দিকের প্রাচীর।

বন্যার প্রস্তুতি

কিশনগঞ্জ, ২১ জুন : লাগাতার বৃষ্টিতে ভারত-নেপাল সীমান্তের টেরাগছ, দীঘলব্যাংক ও বাহাদুরগঞ্জ ব্লকে রতুয়া, কনকই, মেচি, মহানন্দা, ডক, বুড়ি কনকই নদীতে জলস্তর বেড়ে কিশনগঞ্জ জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শনিবার জেলা শাসক অমিত রাজ বলেন, 'বন্যার মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন প্রস্তুত। নদীভাঙন রোধে প্রস্তুতি চলছে। তবে, বর্ষায় অভিভাবকরা শিশুদের নদীর তীরে যেতে দেবেন না। বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করে ২২০টি জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পুরকর্মী গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

জালে ফাঁসাতে শুরু করে চক্রটি। রীতিমতো হুমকির সুরে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশ মামলা শুরু করেছে। প্রবীণের ফোন নম্বরটিও 'ট্রাই' ব্যান করবে বলে জানানো হয়।

তারপর প্রতারিতর কাছে দ্বিতীয় ফোন আসে। অভিযোগ, মুম্বই পুলিশের এসআই পরিচয়ে বিক্রম সিং নামে এক ব্যক্তি ফোনে দাবি করে, তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীল ভিডিও আপলোডের অভিযোগে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত একাধিক মামলা রুজু হয়েছে। এরপর আসে ভিডিও কল। সেখানে আনন্দ রানা নামের এক ব্যক্তি নিজেকে মুম্বইয়ের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয়। প্রবীণের অভিযোগ, 'সে জানিয়েছিল, আমি আর্থিক নয়ছয়ের মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছি। সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।'

এরপর হোয়াটসঅ্যাপে সুপ্রিম কোর্টের নামে একটি ভুয়ো ওয়ারেন্ট পাঠানো হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন প্রতারিত ব্যক্তি। তাঁর পরিবার সম্পর্কে সবকিছু জেনে নেওয়ার পর অভিযুক্ত প্রবীণকে তিনটি বিকল্প দেয়। এরমধ্যে একটি ছিল, তাদের কথামতো সব কাজ করতে হবে। বাকি দুটোর মধ্যে একটি ছিল, গ্রেপ্তার হতে হবে কলকাতায়। দ্বিতীয়টি, মুম্বইয়ে এসে দেখা করতে হবে। এরপর ওই ব্যক্তির মিউচুয়াল ফান্ড, ব্যাংক সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য শোনা হয়।

অবশেষে 'সিবিআই কনসেন্ট টু টার্মস অফ কনফিডেনশিয়ালিটি এগ্রিমেন্ট' নামে একটি পিডিএফ ফাইল পাঠানো হয়। অভিযোগ, সেখানে সিবিআই-এর ভুয়ো সিলও ছিল। এরপর খোলস ছাড়ে প্রতারকরা। পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। বলা হয়, কাজ শেষের পর টাকার কিছুটা অংশ ফেরানো হবে। স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে যান ওই প্রবীণ। ঝামেলা থেকে বাঁচতে নিজের ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে চক্রের তরফে দেওয়া ১২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অক্টোবরের ১০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাঠান তিনি। এরমধ্যে কুন্দনের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ৩০ লক্ষ টাকা। দেবযানীর ২৫ লক্ষ টাকা।

প্রবীণের অভিযোগ, পুরো টাকা পাঠানোর পর মামলার গতিবিধি জানতে সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিক পরিচয় দেওয়া ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন, তবে উলটোপাশ থেকে তেমন প্রতিক্রিয়া মেলে না। পরবর্তীতে প্রতিটা নম্বর থেকে ব্লক করে দেওয়া হয় তাঁকে। প্রতারণা টের পেয়ে অক্টোবরের ৩০ তারিখ লালবাজারের সাইবার পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

তদন্তকারী দলটি এদিন প্রথমে হায়দরপাড়ায় কুন্দনের বাড়িতে আসে। সেখানে তাকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে দেবযানীর বাড়ির ঠিকানা পায় তারা। দেবযানীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুজনেই চক্রের অন্যতম মাথা। কাজের সূত্রে তাদের পরিচয় হয়েছিল। পুরনিগম সূত্রে খবর, দেবযানী এর আগে দীর্ঘদিন পুরনিগমের ভবনে জলের ট্যাংক ভাড়া দেওয়ার সেকশনে কাজ করেছে। তারপর একাধিক বরো অফিসে কাজের পর বর্তমানে ২ নম্বর বরোতে ছিল।

ওই বরো চেয়ারম্যান আলম খান বললেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। ওই মহিলা আমাদের কার্যালয়ে ক্যাশ সামলাতেন।' শ্রাবণীর কথায়, 'দেবযানীর স্বামীর আগে দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীর দোকান ছিল। সেটা কয়েকমাস ধরে বন্ধ। কে ভেতরে ভেতরে কী করছে, তা বলা মুশকিল।'

চুরির অভিযোগে নাবালিকা ও তার দিদিকে মারধর

কুমারগঞ্জ, ২১ জুন : সোনা, রুপোর গয়না ও টাকা চুরির অভিযোগে এক নাবালিকা ও তার দিদিকে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে মারধরের অভিযোগ উঠল। এমনকি ওই দুই বোনের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুরে।

ঘটনার সূত্রপাত ৬ দিন আগে। ওইদিন কুমারগঞ্জের একটি গ্রামে জামাইবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যান ওই দুই বোন। সেই বাড়িতেই নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন গঙ্গারামপুরের এক বাসিন্দা। ওই দুই বোনের জামাইবাবু আবার গঙ্গারামপুরের ওই বাসিন্দার শ্যালক হন। নিমন্ত্রণ খেয়ে সেই রাতেই গঙ্গারামপুরে ওই তরুণের বাড়িতে গিয়ে সোনা, রুপোর গয়না ও নগদ টাকা চুরি করে দুই বোন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ ঘিরেই বিবাদ শুরু।

ঘটনার পাঁচদিন পর শুক্রবার রাতে দুই বোনের দাদা গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, দুই বোনকে শুধু সন্দেহের বশে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। এমনকি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও ধর্ষণের চেষ্টাও করা হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, ভিডিও ভাইরালের ভয় দেখানো হয় দুই বোনকে। ফলে প্রথমে পুলিশে জানাতে সাহস পায়নি কেউ। পরে অবশ্য বাড়িতে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়।

এদিকে, চুরির অভিযোগও দায়ের করা হয়। চুরির অভিযোগে পুলিশ দুই বোনকে আটক করে। তাদের মধ্যে একজন নাবালিকা হওয়ায় তাকে জুভেনাইল বোর্ডের অধীনে রাখা হয়। পরে জামিন পায় তারা। পুলিশ দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'দুই তরফেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

কাজ দেখতে কৃষি আধিকারিকরা

ধূপগুড়ি, ২১ জুন : তিন জেলা ও এক মহকুমা এলাকার পরিদর্শনে এসেছেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের আধিকারিকরা। ১৮ জুন থেকে পরিদর্শন শুরু হয়েছে চলবে ২৩ জুন পর্যন্ত। গতবছরের কাজের পরিসংখ্যানের নিরিখে আগামী বছরের রূপরেখা তৈরি করছেন আধিকারিকরা।

মূলত, বছরভর কৃষকদের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কতটা কাজ করা গিয়েছে এবং আগামীতে কতটা করা সম্ভব হবে, তা নিয়েই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকা ঘুরে দেখছেন আধিকারিকরা। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে চাষের জমি বাঁচাতে নদী লাগোয়া এলাকায় ভাঙন রুখে দেওয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ থেকে শুরু করে পুকুর খনন করা, কৃত্রিম জল সেচের জন্য কুয়ো তৈরি সহ কৃষকদের স্বনির্ভর করতে হাঁসের ছানা বিলির মতো নানা কাজ করা হয়েছে। কাজগুলি খতিয়ে দেখা সহ কৃষকদের কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তার খোঁজ নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর পুনর্বসু দে সহ অন্য আধিকারিকরা।

এদিন, পুনর্বসু দে বলেন, 'কৃষিজমির ভূমিক্ষয়, নদীবাঁধ ভেঙে জমি নষ্ট হওয়া রোধে একাধিক কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও কুয়ো তৈরি করে কৃষকদের কৃত্রিম জল সেচের ব্যবস্থা সহ স্বনির্ভর করার একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

সুপারি মাফিয়া

প্রথম পাতার পর

ওই সমস্ত ঘটনার তদন্তে নেমে মূল পান্ডা হিসেবে উঠে আসে ধীরাজের নাম। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ ধীরাজকে নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছিল। কিন্তু তিনি পুলিশের নোটিশকে পাত্তাই দেননি।

বাগডোগরাতে বাড়ি ধীরাজ ঘোষের। দীর্ঘদিন পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন তিনি। ফলে তাঁকে ধরতে পুলিশের আট মাস সময় কেন লাগল, তার উত্তর দেননি পুলিশকর্তারা।

ধীরাজ শিলিগুড়ির নামী ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত। মাস আটেক আগে এই ধীরাজের বিরুদ্ধে জিএসটি ফাঁকির অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বছর দুয়েক আগে উত্তরপ্রদেশের রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরও ধীরাজের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির মামলা করেছিল। এহেন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে।

তদন্তকারী এক আধিকারিক বলছেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে চুরি, প্রতারণা, নথিপত্রের জালিয়াতির মতো একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে।'

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২১ জুন : চিঁড়ের বস্তার ভেতর থেকে প্রায় চার হাজার বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হল। যার বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। শুক্রবার রাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বিহার ও উত্তরবঙ্গের সীমানায় তল্লাশি অভিযান চালানোর সময়ে পুলিশ ওই কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে। ট্রাকচালক মহারাষ্ট্রের নাসিকের বাসিন্দা মহম্মদ আমনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার সুইটি সহরাবত বলেন, ' ওই কাফ সিরাপের স্বপক্ষে চালকের কাছে কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি।'

ট্রাম্পকে নোবেল

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'ওরা আমাকে নোবেল দেবে না। ওই পুরস্কার শুধু উদারবাদীদের দেওয়া হয়।'

অপারেশন সিঁদুরে রাশ টানার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভূমিকা বারবার নাকচ করে দিয়েছে ভারত। ট্রাম্প অবশ্য ক্রমাগত দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘাত বন্ধের জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন। এবার তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে পাকিস্তান ভারতের অস্বস্তি বাড়ানোর চেষ্টা করল বলে মনে করা হচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের বড় অংশ অবশ্য পাক সরকারের এই সাম্প্রতিক উদ্যোগকে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা বলে মনে করছে। তাদের মতে, সংঘর্ষ বিরতির জন্য ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে একদিকে যেমন ভারতের দাবিকে ভুল প্রমাণ করার কৌশল নিয়েছে পাকিস্তান, তেমনই পরোক্ষে ইজরায়েলের হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধে নামার সম্ভাবনাকে লঘু করতে চেয়েছে।

ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর আমেরিকাকে সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপর মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক গতিবিধি বাড়িয়েছে মার্কিন সেনা। শেষপর্যন্ত তারা ইরানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না, তা নির্ভর করছে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ওপর। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ট্রাম্পের দু'সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পকে শান্তিতে নোবেল দেওয়ার কথা বলে পাকিস্তান তাঁর ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরির চেষ্টা করল কি না সেই প্রশ্নও উঠছে। কারণ, কয়েক সপ্তাহ আগে যে ট্রাম্প দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন সেই তিনিই যদি ইরানের বিরুদ্ধে 'আক্রমণকারী দেশ' ইজরায়েলের পক্ষ নেন, তাহলে নোবেল শান্তি পাওয়ার দাবি যৌক্তিকতা হারাবে। অতএব বল এখন ট্রাম্পের কোর্টে।

সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, আফগানিস্তানে 'হামলাকারী' এবং ইজরায়েলের জোটসঙ্গী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম পাকিস্তান সরকার কীভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করতে পারে, সেই প্রশ্ন তুলে আবার সরব হয়েছেন পাক লেখক, মানবাধিকার কর্মী ও কূটনীতিকরা। সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প ও শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক পোস্ট করেছেন তাঁরা। পাক লেখক-সাংবাদিক জাহিদ হুসেন লিখেছেন, ট্রাম্প ইরানের ওপর ইজরায়েলের হামলাকে 'চমৎকার' বলেছেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে। পাকিস্তানের পক্ষে এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার।

এর আগে ২০২০ সালে ট্রাম্পের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেইবার শিকে ছেঁড়েনি। তা নিয়ে ক্ষোভ গোপন করেননি ট্রাম্প। দাবি করেছেন, অন্তত ৪-৫টা নোবেল তাঁর পাওনা রয়েছে। নোবেল কমিটির উদ্দেশে ট্রাম্প বলেছেন, 'ওদের উচিত ছিল কঙ্গো ও রুয়ান্ডার সংঘর্ষ বন্ধের জন্য আমাকে নোবেল দেওয়া। সার্বিয়া-কসোভো সংকট মিটিয়েছি। অনেক কিছুর জন্য আমার নোবেল পাওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, আমি ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ থামিয়েছি। মনে হয় আমার ৪-৫টা নোবেল প্রাপ্য ছিল।'

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বিপদে দম্পতি

ছিনতাইকারী সিভিক

বিশ্বজিৎ সরকার

ছবি এআই

রায়গঞ্জ, ২১ জুন : শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিপত্তি! একদল দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হলেন এক দম্পতি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। মহিলার সোনার গয়না, মোবাইল ফোন ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, দম্পতির দুই বছরের শিশুকে মাটিতে আছাড় দিয়ে খুন করার চেষ্টাও করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপাড়ায় রাজ্য সড়কের উপরে। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এক সাসপেন্ডেড সিভিক ভলান্টিয়ারের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ওই দম্পতি সহ ছয়জন টোটোতে করে ভগিলতা হাট এলাকায় এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফেরার পথে হাজিপাড়ায় রাজ্য সড়কের ওপর মোটরবাইকে করে তিনজন আচমকা তাঁদের পথ আটকায়। এরপর তারা টোটোতে থাকা মহিলার কানের দুল এবং মোবাইল ফোন ছিনতাই করে। তাঁর স্বামীর পকেট থেকেও টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং মহিলাকে মারধর করা শুরু করে। স্ত্রীকে মারধর করার সময় স্বামী বাধা দিতে গেলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রক্ষা পায়নি দুই বছরের শিশু এবং টোটোয় বসে থাকা দম্পতির আত্মীয়রা। শিশুটিকে আছাড় মারা হয়। নিগৃহীতার অভিযোগ, 'দুষ্কৃতীরা আমার সোনার কানের দুল ছিনতাই করেছে। আমাকে মারধর করে বাচ্চাটাকে আছাড় মেরে খুন করার চেষ্টা করে। আমার স্বামীকেও মারধর করে।'

তাঁদের চিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হলে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর আহতদের উদ্ধার করে মহারাজা হাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান বাসিন্দারা। মহিলার স্বামী সেই রাতেই রায়গঞ্জ থানায় ওহেদুর রহমান নামে একজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত রায়গঞ্জ থানার সাসপেন্ডেড সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার একসময় রায়গঞ্জ থানায় কর্মরত ছিল। সেইসময় তার বিরুদ্ধে একাধিক দুষ্কৃতীমূলক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ মেলে। যেমন, ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেওয়া, মাদক কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ সহ একাধিক ঘটনার জন্য তাকে সাসপেন্ড করা হয়। এবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় তার নাম জড়ানোয় শোরগোল পড়ে গিয়েছে রায়গঞ্জে।

রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।' বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশও।

ঘটনাক্রম

শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে ফেরার পথে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়েন ওই দম্পতি

মহিলার থেকে গয়না, মোবাইল, স্বামীর থেকে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

দম্পতির দুই বছরের শিশুকে আছাড় মেরে খুন করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ

মদ্যপ স্বামীকে খুন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ জুন : স্বামী পাঁড় মাতাল। দাম্পত্য কলহ নিত্যদিনের। শেষ পর্যন্ত শিলনোড়া দিয়ে থেঁতলে স্বামীকে মেরেই ফেললেন স্ত্রী। শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ বীরপাড়ার কলেজপাড়ার ঘটনা। মৃতের নাম সুরজিৎ বিশ্বশর্মা। মাথায় শিলনোড়ার আঘাতের জেরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খুনের অভিযোগে শনিবার সকালে সুরজিতের স্ত্রী সবিতা বিশ্বশর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। এদিকে, এলাকায় মদের সহজলভ্যতায় নানা ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। মদের বেআইনি কারবার নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন বীরপাড়ার বাসিন্দারা।

পেশায় টোটোচালক সুরজিৎ মদ্যপান করে প্রায়ই অশান্তি করতেন বলে জানান পড়শিরা। শুক্রবার অশান্তি চরমে ওঠে। স্ত্রীকে পেটাতে থাকেন সুরজিৎ। শেষ পর্যন্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করলে শিলনোড়া নিয়ে রুখে দাঁড়ান সবিতা। শিলনোড়া দিয়ে আঘাত করেন স্বামীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যান তিনি। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য দিলীপ দাস বলেন, 'আমি রাত সওয়া বারোটা নাগাদ ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই, সুরজিৎ মাটিতে পড়ে রয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিই।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওইদিন অশান্তির জেরে মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন সুরজিৎ। সাইকেল তুলে ছুড়ে মারেন স্ত্রীকে। এমনকি গ্যাস সিলিন্ডার তুলে স্ত্রীকে থেঁতলানোর চেষ্টাও করেন। পরে দা দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করলে সবিতার হাতের একটি আঙুল জখম হয়। এরপরই পালটা আক্রমণ করেন সবিতা। বীরপাড়া থানা এলাকায় মদ্যপানের জেরে ঘরে ঘরে অশান্তি এমনকি খুনোখুনির ঘটনাও ঘটছে। শনিবার কলেজপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণ জানালেন, এটা খুনের ঘটনা। কিন্তু ঘটনার পেছনে দায়ী মদে আসক্তি। এলাকায় বেআইনিভাবে বিক্রি হচ্ছে মদ। কিন্তু এনিয়ে মন্তব্য করলে তিনি বিপদে পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন।

চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল জয়বীরপাড়া চা বাগানে অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক অবিনাশ ওরাওঁকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর ছেলে জল্লেশ ওরাওঁ। ২০২৪ সালের ২ জুন বীরপাড়া চা বাগানে নেশার ঘোরে স্ত্রী রিনা বরাকে পিটিয়ে মারে স্বামী অজয়দাস বরা। ওই বছরের ১৪ মে ডিমডিমা চা বাগানে ফুলিন সান্তাল বধূকে মদ্যপ অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করে স্বামী মন্তাজ সান্তাল। ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ডাকবাংলা লাইনের পারমিতা কামিকে মদ্যপ অবস্থায় কুপিয়ে খুন করে স্বামী অঞ্জন বিশ্বকর্মা। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি বান্দাপানি চা বাগানে রুকমিন ছেত্রী এবং তুতো বোন রীতা সিংকে পিটিয়ে মেরে ফেলে রাম ছেত্রী। ২০২২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে মদ্যপ অবস্থায় ঝামেলার জেরে বান্দাপানি চা বাগানে দশরথ ওরাওঁকে কুপিয়ে খুন করে ভাইপো সুরজ ওরাওঁ।

আবগারি দপ্তরের বক্তব্য, অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মদ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাসের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা মদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি নেশাবিরোধী সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।'

যা ঘটেছে

- সুরজিৎ বিশ্বশর্মা মদ্যপান করে প্রায়ই অশান্তি করতেন, শুক্রবার অশান্তি চরমে ওঠে
- স্ত্রীকে ধরে পেটাতে থাকেন সুরজিৎ, এক পর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করেন
- তখনই শিলনোড়া নিয়ে রুখে দাঁড়ান সবিতা, শিলনোড়া দিয়ে আঘাত করেন স্বামীর মাথায়
- সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যান সুরজিৎ, ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানান পড়শিরা

আজ অম্বুবাচি।। আগেরদিন কামাখ্যা রেলস্টেশনে সন্তদের আগমন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নির্মীয়মাণ বিল্ডিং থেকে পড়ে মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ২১ জুন : রাজমিস্ত্রির কাজ করার সময় একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিং থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির। মৃতের নাম ইউসুফ আলি (৪৮)। বাড়ি সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জুম্মাগছ গ্রামে। মৃতের স্ত্রী মল্লিকা খাতুন জানান, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার তাঁর স্বামী ফুলবাড়ি সংলগ্ন একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করতে গিয়েছিলেন, কাজের মাঝে পা পিছলে পড়ে যান। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। ইউসুফ বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। ফলে ইউসুফের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

লালু-ভুলুদেরও

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য বলছেন, 'এধরনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যত অসম্ভব। এতে পড়াশোনা লাটে উঠবে। কারণ স্কুল চত্বরে খাদ্য সরবরাহ করা শুরু হলে কুকুরদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।' জলপাইগুড়ির বেলাকোবা হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মজাহারুল ইসলামের কথায়, 'আমাদের স্কুলে চারটি কুকুর প্রতিদিন মিড-ডে মিল খায়। কিন্তু স্কুলের বাইরে ওদের নিয়মিত খাবার দেওয়া শুরু হলে কিছুদিন পর কুকুরের সংখ্যা শতাধিক হয়ে যাবে। এত কুকুর সামলাবে কে?'

সরকারি ওই নির্দেশিকা থেকে জানা গিয়েছে, শিশুদের পথকুকুরদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতেই ওই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জেলা প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে পথকুকুরদের জলাতঙ্ক প্রতিরোধক টিকা এবং নির্বীজকরণেও পদক্ষেপ করা হবে। মানেকা গান্ধির চিন্তাভাবনা মেনেই ওই পদক্ষেপ, বলা হয়েছে চিঠিতে। পথকুকুরদের মিড-ডে মিল সরবরাহে রান্নার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি থেকে একজন সদস্যকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ওই চিঠিতে। এভাবে স্কুল চত্বরের বাইরে পথকুকুরদের মিড-ডে মিল জুগিয়ে গেলে শিশুরা এলাকার পশুদের প্রতি যত্নবান হতে অভ্যস্ত হবে বলেও যুক্তি দিয়েছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

আবার কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তীর কথায়, 'এ তো মহা মুশকিল! পড়াশোনার পাশাপাশি মিড-ডে মিলের যাবতীয় হিসেবপত্র সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। এবার তাহলে কুকুরদের মিড-ডে মিল খাওয়ানোর হিসেবও রাখতে হবে! হয়তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কুকুরদের মিড-ডে মিল খাওয়ানোর ছবিও পাঠাতে হবে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির অ্যানিমাল হেল্পলাইন নামে একটি পশুপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক শুভঙ্কর সরকার বলেন,

'নিয়মিত খাদ্য পেলে পথকুকুরদের হিংস্রতা কমবে। পথকুকুরদের দেখার কেউ নেই। শিক্ষা দপ্তরের এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।' জলপাইগুড়ির সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বর্ণালী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই পথকুকুরদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাইয়ে আসছেন। তিনি বলছেন, 'এটা অত্যন্ত ভালো সিদ্ধান্ত। তবে বাস্তব প্রয়োগ জরুরি।'

কলি নদী বালি মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল

ভাস্কর শর্মা

খগেনহাট, ২১ জুন : ট্র্যাক্টর-ট্রলির শব্দে কান ঝালাপালা! এমনকি ট্রলিতে চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তাতেও ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই। তাই কলি নদীতে এখন শয়ে-শয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামিয়ে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর। প্রকাশ্যে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে তোলা হচ্ছে নদীর এই সোনা। এক কথায় ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলি নদীই এখন হয়ে উঠেছে বালি মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল। তবে এখানে মাফিয়ারা প্রকাশ্যে আসে না। শ্রমিকদের নদীতে নামিয়ে দূর থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলির উপর নজর রাখে তারা। এভাবে প্রতি ট্রলি থেকে মোটা টাকা আসায় নেতাদেরও পকেট গরম থাকে। আর তাতেই এই কাজে এলাকার শাসকদলের একাংশ নেতার নাম মাফিয়াচক্রের সঙ্গে উঠে এসেছে।

এভাবেই কলি নদী থেকে অবৈধভাবে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'আমরা বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের কথায়, 'কলি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ভূমি দপ্তর এবং পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে কলি নদী। অভিযোগ, এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় বেশ কয়েকজন বালি-পাথর মাফিয়া আছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই মাফিয়াদের হাত এতটাই শক্ত যে, যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন ওই দলের ছত্রছায়ায় থেকেই তারা এলাকায় বালি-পাথর তোলার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বড় পদও তারা সামলাচ্ছে। এমনকি দলের মিটিং, মিছিল থেকে সবকিছুতে লোক জোগাড় করার দায়িত্বও থাকে এদের উপর। আবার দলের কর্মসূচির অর্থনৈতিক দিকটিও তারাই দেখে। তাই এইসব বালি-পাথর মাফিয়াদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কিছুই বলেন না। প্রশাসনও নাকি সমীহ করে চলে। দল থেকে প্রশাসন সবাইকে ম্যানেজ করার ক্ষমতা এদের আছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এথেলবাড়ি শিল্পতালুক চত্বর এলাকা এখন তাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

কীভাবে হচ্ছে এই কাজ। এলাকায় কান পাতলে শোনা যায়, কলি নদীতে প্রশাসনের বালি-পাথর তোলার কোনও রয়্যালটি নেই। কিন্তু তাতে কি! এলাকার মাফিয়ারা তো আছেই। তাদের নির্দেশেই দীর্ঘদিন ধরেই একেবারে নদীবক্ষে ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামিয়ে বালি-পথর তোলা হচ্ছে। বর্ষার সময় অন্য নদীগুলিতে জল আছে। তাই সেভাবে বালি-পাথর তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু কলি নদীতে জল নেই বললেই চলে। এখন রোজ নদীতে শয়ে-শয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামিয়ে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে।

কলি নদী থেকে যে বালি-পাথর তোলা হয় সেগুলি ধনীরামপুরের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে পাচার করা হয়। তাই ধনীরামপুর এলাকায় এখন ট্র্যাক্টর-ট্রলির শব্দেই ঘুম ভাঙে বাসিন্দাদের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অবৈজ্ঞানিকভাবে-অবাধে বালি-পাথর তোলায় এখন কলি নদীর বাঁধ ভাঙার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এথেলবাড়ির এক বাসিন্দা বলেন, 'রোজ ট্র্যাক্টর-ট্রলি, ট্রাক নামিয়ে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি এমন যে নদীর পাড় ভেঙে বাঁধের দিকে চলে এসেছে।' এলাকার বাসিন্দা কানাই শা বলেন, 'সবার চোখেই সামনেই বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। অথচ প্রশাসন দেখেও দেখছে না।'

প্রশাসন উদাসীন

- ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই
- প্রকাশ্যে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে তোলা হচ্ছে নদীর এই সোনা
- এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় বেশ কয়েকজন বালি-পাথর মাফিয়া আছে
- এই মাফিয়াদের হাত এতটাই শক্ত যে, যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন ওই দলের ছত্রছায়ায় থেকেই তারা এলাকায় বালি-পাথর তোলার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে

১৬
ছোটগল্প
সুমন মল্লিক

১৭
ছোটগল্প
অংশুমান কর
ভারত আমার
পৃথিবী আমার

১৮
কবিতাগুচ্ছ সুদেষ্ণা মৈত্র
কবিতা তৃষ্ণা বসাক, অজিত ত্রিবেদী, প্রবীর ঘোষ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, মণিদীপা সান্যাল ও শান্তা চক্রবর্তী
ট্রাভেল ব্লগ শৌভিক রায়

আহমেদাবাদের মারণ উড়ান থেকে পুনের সেতু দুর্ঘটনা বা সেই কবেকার মহেন-জো-দারো হরপ্পার ধ্বংস হওয়া, দুর্যোগ আমাদের জীবনে বহুদিন ধরেই। ফায়দা তুলতে বিপর্যয় নিয়ে বহু ব্যবসা হয়েছে। দুর্যোগ সত্ত্বেও তাকে অতিক্রম করতে রয়েছে আমাদের জীবনসংগ্রামও। এবারের প্রচ্ছদে বিপর্যয়।

বিপর্যয়

দিনটি দখল করো, আগামীকালের উপর খুব কম বিশ্বাস রাখো

সুতপা সাহা

অ্যাসটেরিক্স কার্টুন সিরিজে গল গ্রামের দলপতির একটা রক্ষাকবচ ছিল। সেই রক্ষাকবচ শিল্ডটিকে চলাফেরার সময় সে মাথার ওপর ধরে রাখত। তার জীবনে একটাই ভয় ছিল। যদি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে! বিপর্যয় যাকে বলে! এরকম বিপর্যয় কিংবা আকাশ ভাঙার গল্প প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু আছে। বহু বছর আগের কথা, তখন স্কুলে, নিশ্চিন্ত জীবন, কোনও ওঠাপড়া নেই, বেঁচে থাকা ছিল সহজ, সরল, সাবলীল। এহেন স্থিতাবস্থা গুঁড়িয়ে দিল একটি ঘটনা। সেদিন স্কুলফেরত এই ছাত্রীটিকে এক শুভানুধ্যায়ী মাঝরাস্তায় খবর দিলেন, যাও গিয়ে দ্যাখো, তোমাদের বাড়িতে সব চুরি হয়ে গেছে। চুরি? সে আবার কী? চুরি-ডাকাতির গল্প তো বইতে লেখা থাকে। দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে বোঝা গেল সেটা, দাদুর আমলের ভারী ভারী কাঁসাপিতলের বাসন সহ মধ্যবিত্ত সংসারের বহু জিনিস আর নেই। শুধু রয়ে গেছে ঘরভর্তি বই আর বই-এর ফাঁকে গুঁজে রাখা মায়ের কিছু হাতখরচের টাকা। জীবনের প্রথম বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা। জানা হল সহজ জীবনের স্থিতাবস্থা কীভাবে অকেজো হয়ে যায়, কীভাবে নাড়া খায় নিশ্চিন্ত জীবন। দ্বিতীয় বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা আর একটু ভিন্ন। পাড়ার অমলেন্দু কাকু, বিবাহিত নিঃসন্তান এক প্রাণবন্ত মানুষ, বয়সের বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও যিনি ছিলেন পাড়ার সমস্ত ছোটদের প্রিয় বন্ধু, রোজ বিকেলে যার সঙ্গে না খেললে মন খারাপ হত, অলিম্পিকের গল্প-ক্রিকেটের খুঁটিনাটি-ফুটপাথের খাবার-স্কুলের মাঠের পাবলিসিটি শো সব হাতে ধরে যিনি শেখালেন, একদিন হঠাৎ তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। একজন মানুষের চলে যাওয়া জীবনের কতটা বড় বিপর্যয় তা-ও জানা হল।

তখন সাতের দশক। বাংলাদেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু মুজিবুরের নাম সকলের মুখে মুখে। দ্বিতীয়বার ওপার বাংলা থেকে এপারে চলে এলেন আত্মীয়পরিজনরা। মায়ের যাবতীয় সঞ্চয় ভাঙিয়ে ওঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল। আমাদের প্রজন্ম দেশভাগ দেখে নাই, দাঙ্গা দেখে নাই - একথা সত্যি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি ও অভিজ্ঞতা তার কিছুটা আঁচ টের পাইয়ে দিল।

এরপর ষোলোর পাতায়

শেষ বলে আসলে কিছু নেই

তিতীর্ষা জোয়ারদার

মানুষের কর্মের স্বাধীনতা কেবল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধিও। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের অনেক ঘটনাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সে ক্ষেত্রে কৃতকর্মের দায়ও নিজেদেরই বহন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ফলাফল হয় অনভিপ্রেত। অপ্রত্যাশিত এই ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি যার পরিণাম অনিবার্য দুর্ভোগ, তাকেই আমরা সোজা বাংলায় বলে থাকি, বিপর্যয়। মনুষ্য সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমরা ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, আহমেদাবাদে যাত্রীবাহী বিমানের প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হোক কিংবা ১৯৬৮ সালে উত্তরবঙ্গের তিস্তায় বন্যা দুর্ভোগ- মানব জীবনে বেঁচে থাকার মতো প্রবলভাবে তাল মিলিয়ে চলতে থাকা ধ্বংসাত্মক ঘটনার এই প্রবহমানতায় আমরা অভ্যস্ত। সৃষ্টি এবং বিনাশ, ভালো এবং মন্দ, শান্তি এবং বিপদ, পৃথিবীর বুকে দুই বিপরীত ধারার অস্তিত্ব অতি স্বাভাবিক হলেও বিপর্যয়ের পরবর্তী যে ক্ষয় তা মানবসভ্যতাকে বহন করতে হয়েছে বা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবুও মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, কিছুটা হারানোর পরেও শেষ ভাগ থেকে নতুন করে শুরুর এই প্রবল চাহিদা। নিজের মায়ের মৃত্যুর পরেও হাসিমুখে মায়ের নামে গানের স্কুল খুলে ফেলা ছেলেটি অথবা যুদ্ধ পরবর্তী ধ্বংসাত্মক একটি ভাঙা স্কুলের দেওয়ালে বোর্ড ঝুলিয়ে ছাত্র পড়ানো মেয়েটি জানে, শেষ বলে আসলে কিছু নেই। শেষ থেকেই যে শুরু হতে পারে নতুন কিছু, এই কথা আরেক ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও হুবহু সত্য বটে। তার নাম মানসিক বিপর্যয়। সামাজিক অর্থনৈতিক অথবা প্রাকৃতিক এমনকি শারীরিক বিপর্যয়ের সামনে অনেক সময়ই আমরা মানসিক বিপর্যয়কে ছোট করে দেখি, মনের ভিতর যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলে তাকে সাদরে গ্রহণ করবার মতো মানসিকতা সমাজে এখনও গড়ে ওঠেনি। অথচ মানসিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করলেই কিন্তু বাকি বিপর্যয়গুলোকেও সহজেই সামলে নেওয়া যেতে পারে, একথা মানতে বহু মানুষ নারাজ।

মনোবিদ্যা এবং দর্শন নিয়ে চর্চার সুবাদে বুঝেছি জন্মের পর থেকেই মানব মন কোনও না কোনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। আমাদের শৈশব থেকে যৌবনে পা রাখা, বিবাহ জীবন থেকে শুরু করে বার্ধক্য, মানব মনের বিভিন্ন অবস্থা আমাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যার প্রধান কারণ কিন্তু মানসিক বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠতে না পারার একটা ফল। স্কুলের প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদে, প্রথম চাকরি হারিয়ে ফেলাতে, অথবা পছন্দের কলেজে ভর্তি হয়েও ছেড়ে বেরিয়ে আসার ভেতর- আমাদের মনে নেমে আসে কালো মেঘ, ঘন বর্ষা। আর সেই প্রবল বর্ষায় হয়তো কারও সামান্য ছাতা ভেঙে যায় কিংবা ডুকরে কেঁদে উঠেও সামলে ফেলে কেউ কেউ, আবার কেউ বয়ে নিয়ে যায় আজীবন সে ব্যথা। মনের এই দুর্ভোগ সামলে ওঠার প্রধান রাস্তা বোধ করি, সামলে ওঠার উপায় ভাগ করে নেওয়া। অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'মানুষ সামাজিক জীব।' ঠিকই বলেছেন। সম্পূর্ণ একা বলে কিছু নেই। মানুষকে একটা সামগ্রিক চেতনার অংশ হিসেবে নিজেকে ভাবতে হবে। ঠিক যেমন যুদ্ধ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি সামলাতে এগিয়ে আসে বহু মানুষ, ত্রাণ নিয়ে ছুটে আসে, অথবা মেরামত করে নেয় নিজের মতো, মন সামলাতেও অপরের সাহায্য মলমের কাজ করে।

এরপর ষোলোর পাতায়

আমাদের শৈশব থেকে যৌবনে পা রাখা, বিবাহ জীবন থেকে শুরু করে বার্ধক্য, মানব মনের বিভিন্ন অবস্থা আমাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যার প্রধান কারণ কিন্তু মানসিক বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠতে না পারার একটা ফল।

বিপর্যয়ে বসতে লক্ষ্মী

দীপালোক ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝে 'এই বেশ ভালো আছি' বলা আমিটা বেশ ফ্যাসাদে পড়ে। পকেট যথেষ্ট ভারী। আশপাশে বা অনলাইনে সুখ কেনার প্রয়োজনীয় ও প্রলুব্ধকর উপকরণও হাজির। তবুও এই 'আমি'র মাঝে মাঝে বড্ড ভয় হয়। অনলাইনে আনানো পছন্দের খাবার বিস্বাদ ঠেকে। প্রতিটা বিপর্যয়ের প্রতি মুহূর্তের আপডেট না দেখেও নিস্তার নেই, আবার দেখলেও সেটা 'আমিও তো থাকতে পারতাম ওখানে' গোছের ভয়ংকর পেসিমিস্টিক ভাবনা একটা তীব্র, দীর্ঘ, গভীর মন কেমনের জন্য যথেষ্ট।

যতই 'আজ আছি কাল নেই' গোছের ভাবনা আমাদেরকে গ্রাস করুক, ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। শুরুর দিন থেকে বারে বারেই সভ্যতাকে আঘাত হেনেছে বিপর্যয়। ৭৯ খ্রিস্টাব্দের কথাই ধরা যাক। তখন রোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল। রোম শহরের অনতিদূরেই অবস্থিত পম্পেয়ী শহর। মাউন্ট ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা শহরটা। কোনও নাগরিকই বেঁচে রইল না। আরও এগিয়ে যাই প্রায় ১০০০ বছর। ১৭৮০ সাল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের একেকটি গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল হ্যারিকেন ঝড়ে। কয়েক মিনিটে শেষ প্রায় ২২ হাজার মানুষের জীবন।

এবারে চলুন, ঘুরে আসি তুরস্ক, সার্বিয়া এবং ম্যাসোডোনিয়া থেকে। ব্ল্যাক সি এবং আড্রিআটিক সাগরের মাঝে অবস্থিত এই অঞ্চল যেমন প্রাকৃতিক শোভার জন্য সুন্দর, তেমনি কুখ্যাত অন্য একটি কারণে। শুধু ১৯৭০ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে শুধু সার্বিয়াতেই ঘটে গিয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আচ্ছা, আর একটু এগিয়ে আসি। ২০০৭ থেকে ২০১৬। এই ন'টি বছরে সার্বিয়াতে হয়ে গিয়েছে ২১টি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সরকারি মতে, ক্ষতিগ্রস্ত ২০৬৭৫৪ জন। ক্ষতির পরিমাণ ২ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এবারে তুরস্ক। বিশ দশকের গোড়া থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত বন্যা, ভূমিকম্প, ধসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নিহত হয়েছেন ১০০৫৩৭ জন, আহত ৬১৫৯৭ জন। অন্যদিকে, ম্যাসোডোনিয়ায় বিপর্যয়ের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতি বাকি দুটি দেশের তুলনায় তুলনামূলক কম। তবুও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়িয়ে যায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার।

তো, এই তিনটা দেশের উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, একটি প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা চালানো সংস্থা এই দেশগুলির ৫৩৭ জন তরুণ–তরুণীর মধ্যে একটি সমীক্ষা চালায়। উদ্দেশ্য- বিপর্যয় নিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের মনের মধ্যে দানা বাঁধা তীব্র ভয়, অসহায়তা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে টলিয়ে দিচ্ছে কি না, সেটা দেখা এবং এই ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করা। সমীক্ষক দলের প্রশ্নের যেসব উত্তর তারা দিয়েছে, সেখান থেকে পরিষ্কার- খারাপ আবহাওয়া, গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত বিপর্যয় সংক্রান্ত নানান খবরাখবর, এবং আগে ঘটে যাওয়া কোনও না কোনও বিপর্যয়ের ভয়াবহ স্মৃতি, সেখান থেকে জন্ম নেওয়া একটি তীব্র ভয় - এক কথায় এক প্রকট 'মন ভালো নেই'-এ আক্রান্ত তারা।

তবে অবস্থা ভেদে হয়তো আমরা ভয় পেতে ভালোবাসি কমবেশি সবাই। ধরুন, আপনি প্রেক্ষাগৃহে বসে আছেন, অথবা অন্ধকার ঘরে প্লে স্টেশন নিয়ে বসেছেন ভিডিও গেম খেলতে, এমন অবস্থায় আমরা অনেকেই কমবেশি চাইব একটু অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণ, অনুকূল পরিবেশে মস্তিষ্ক থেকে ক্ষরণ হওয়া ডোপামিনের কেরামতিতে তৈরি একটা 'ফিল গুড' অনুভূতি মনটাকে করে তুলুক ফুরফুরে।

ওটিটির নিরাপদ ঘেরাটোপে বসে আমাদের প্রথম পছন্দ কিন্তু মন ভালো করা ছবি নয়। অতীতের কোনও বিপর্যয়কে নিয়ে ছবি, তথ্যচিত্র, ওয়েব সিরিজের বাজারদর বেশি।

এরপর ষোলোর পাতায়

গোবিন্দ কাকা

সুমন মল্লিক

ছোটগল্প

বাইশ বছর আগের কথা। বুকে আগুন আর চোখে স্বপ্ন নিয়ে তখন সবে শিলিগুড়িতে এসেছি পাকাপাকিভাবে থাকার জন্য। পড়াশোনার মধ্যেই ছিলাম তখন। হায়দরপাড়ায় একটি বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতাম। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন অশীতিপর বিধবা বৃদ্ধা। বাড়িটিকে পাড়ার সবাই ‘বুড়ির বাড়ি’ বলত। উত্তরদিকে বাড়িটির মূল অংশ ছিল। তার দোতলায় মালকিন থাকতেন। নীচে ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকতেন এক দম্পতি। পশ্চিম দিকের ছোট্ট দোচালায় একজন মধ্যবয়স্ক ছেলে বোনকে নিয়ে থাকত। আর পূর্ব দিকের দোচালার দুটি ঘরে এক বয়স্ক দম্পতি থাকতেন। একটি ঘরে আমি থাকতাম। পূর্বদিকের দোচালায় বাথরুমটি কমন ছিল। আমার একটি ঘরের ভাড়া ছিল এগারোশো টাকা। কারেন্টের খরচ ওর মধ্যেই ধরা ছিল।

হোটেলের খাবার আমার সহ্য হল না। পেটের সমস্যায় ভুগতে শুরু করলাম। বয়স্ক দম্পতির বোধহয় আমাকে দেখে দয়া হল। শেষপর্যন্ত তাদের কাছেই খেতে শুরু করলাম। সকাল, দুপুর ও রাত – মাসে আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু সন্ধে-বেলা পড়াশোনার সময় পেটে ইঁদুর দৌড়োতে লাগল। রোজ রোজ তো আর মুড়ি, বিস্কুট বা চানাচুর ভালো লাগে না। একদিন সহ্য করতে না পেরে কাছেই মোড়ের এক গলির চায়ের দোকানে ছুটে গেলাম। গরম গরম দুটো শিঙাড়া ঠুসে চায়ের কাপ হাতে নতুন শহরের লোকজন দেখতে লাগলাম।

এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলা গোবিন্দ কাকার ওই চায়ের দোকানে বসাটা একটা রুটিন হয়ে গেল। পেটে খিদে নিয়ে কি আর বিদ্যে হয়? একদমই হয় না। রোজ সন্ধেবেলা প্রায় আধ ঘণ্টা গোবিন্দ কাকার দোকানে বসতাম। খাওয়ার ফাঁকে সকালের বাসি খবরের কাগজও দেখা হয়ে যেত।

হায়দরপাড়া থেকে সুভাষপল্লি, অনেকটাই সময় লাগত সাইকেল করে স্কুলে যেতে। প্রথম প্রথম রোজই রাস্তা হারিয়ে ফেলতাম। মফসস-লের ছেলে হঠাৎ বড় শহরে এলে এমনটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। একদিন গল্পে গল্পে গোবিন্দ কাকাকে অসুবিধের কথাটা জানালাম। আমি ততদিনে কাকার ‘রেগুলার কাস্টমার’ হয়ে গিয়েছি। অসুবিধের কথাটা শুনেই কাকা বলল, ‘প্রথম প্রথম এমন হয়। আশির দশকে আমি যখন এখানে আসি আমারও হত। রাস্তাঘাট গুলিয়ে ফেলতাম। আমার বাবা জুয়া খেলে খেলে ফকির হয়ে গিয়েছিল।’ তারপর বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে কাকা বলল, ‘একটা সহজ বুদ্ধি দিই। মনে রেখো। প্রত্যেক মোড়ে কোনদিকে যাচ্ছ তার একটা চিহ্ন রাখবে। বাড়ি, গাছ, দোকান, যা খুশি। তিন-চার দিন করো, দেখবে আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট মনে থাকবে।’ গোবিন্দ কাকার দেওয়া এই বুদ্ধিটা রাস্তা মনে রাখার ক্ষেত্রে দারুণ কাজে এসেছিল। জীবনের একটা শিক্ষা বলা যায়।

২

একটা বছর কেটে গেল এভাবেই। পড়াশো-নাতেই ডুবে থাকতাম। নতুন শহরে বন্ধুও তেমন হয়নি। বন্ধু বলতে স্কুলের সহপাঠী হাতেগোনা কয়েকজন। তাদের সবাই হায়দরপাড়া থেকে অনেকটা দূরে থাকত। কাজেই স্কুল বাদে আমার গল্প করার, আড্ডা দেওয়ার লোক ছিল ওই এক-জনই, গোবিন্দ কাকা। ভাড়াবাড়িতে কারও সঙ্গেই গল্প করে মজা পেতাম না।

একদিন দোকানে গল্পে গল্পে উঠে এল কাকার পরিবারের প্রসঙ্গ। স্ত্রী-ও দোকানে তাকে সাহায্য করত। তিন বছর আগে ক্যানসারে মারা গিয়েছে। চিকিৎসায় খরচ হয়েছিল ভালোই। বড় ছেলে প্লাম্বারের কাজ করে। বিবাহিত। ছেলেমেয়ে হয়নি। মেজো ছেলে মার্বেল মিস্ত্রি। আর ছোট ছেলে টুয়েলভে পড়ছে সায়েন্স নিয়ে। পড়াশোনায় খুব ভালো।

এক বছরে শহরের অনেক কিছুই চেনা হয়ে গিয়েছিল। ছুটির দিনে সিনেমা দেখতে যেতাম পায়েল বা উর্বশী সিনেমাহলে। সঙ্গ দিত অনিন্দ্য। অনিন্দ্যও মফসসল থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিল লেখাপড়ার জন্য। তবে আমার মতো পাকাপা-কিভাবে আসেনি। আমরা একই স্কুলে পড়তাম। সুভাষপল্লিতে ভাড়া থাকত অনিন্দ্য। তখন শিলি-গুড়িতে যেমন বৃষ্টি হত, তেমনই ঠান্ডাও পড়ত প্রবল। হাতে টাকা না থাকলে বা কম থাকলে, ছুটির দিন বিকেলে হয় আমি অনিন্দ্যর ওখানে চলে যেতাম, না হলে অনিন্দ্য আমার এখানে চলে আসত। প্রবল বর্ষা কিংবা শীতেও এটা চলত। অনিন্দ্য এলে আমরা আগে গোবিন্দ কাকার দোকানে বসে আড্ডা দিতাম। দোকানে ভিড় না থাকলে অনেক সময় কাকাও আড্ডায় যোগ দিত। কাকার কাছে আমরা শিলিগুড়ির পুরোনো গল্প শুনতাম।

গোবিন্দ কাকা গল্পের ঝাঁপি খুলে বসলে তার থেকে বেরিয়ে আসত শিলিগুড়ির গুন্ডা-মস্তান-দের কাহিনী, খালপাড়ার নানা গল্প, রাজনৈতিক হানাহানির কিসসা। সব গল্পই ছিল শিলিগুড়ির আলোর ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্ধকার নিয়ে।

এক ছুটির দিন বিকেলে দেখি গোবিন্দ কাকার দোকানে ঝাঁপ বন্ধ। অনিন্দ্য এসেছে। দোকানে বসতে হয়। পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, কাকার বড় ছেলে জেলে। মদ খেয়ে বৌকে এমন মারা মেরেছে, হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়নি। ঘরেই মারা গিয়েছে।

৩

মাসখানেক হল শীতের প্রবলতা কমেছে। পুবের জানলা খুললেই বসন্তের মিষ্টি মৃদু বাতাস এসে ঘর ভরিয়ে দেয়। আমার পড়ার টেবিলে তখন স্কুলের বইপত্রের ভেতর ঢুকে থাকত নানা কবিতা ও গল্পের বই। থাকত একটি ডায়েরিও। ওতে অবসর সময়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম।

সন্ধেবেলা একদিন গোবিন্দ কাকার দোকানে গিয়ে বসেছি চায়ের কাপ হাতে। কাকার বড় ছেলে তখনও জেলে। গোবিন্দ কাকার মুখে হাসি বা কথা কিছুই নেই। আমি অনেকক্ষণ ধরে কাকার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম। চা-ও অন্যদিনের তুলনায় আস্তে খাচ্ছিলাম। কাকা কথা না বলায় আমিই বললাম, ‘বড় ছেলের এখন কী খবর কাকা?’ কিছুক্ষণ চুপ থেকে কাকা বলল, ‘বড়টাকে খেলো মদ আর মেজোটাকে খেল মেয়েবাজি। দুটাই জাহান্নামে যাক।’ গলায় একাধারে ঘৃণা ও আক্ষেপ।

‘মেজো ছেলের আবার কী হল?’

‘দু’দিন হল বাড়ি আসে না। আজ জানলাম একটা মেয়েকে নিয়ে নাকি পালিয়েছে। আমার মানসম্মান ধুলোয় মিশে গেল এই ক’দিনে।’

‘কাকা, তোমার ছোট ছেলের খবর কী?’ কথার মোড় ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

কাকার কপালের ভাঁজগুলো যেন এবার খানিকটা মিলিয়ে গেল। চায়ের কাপ ধুতে ধুতে বলল, ‘আগামী মঙ্গলবার ওর জয়েন্টের রেজাল্ট। দেখি কী হয়। আমার তো পোড়া কপাল। ছেলে পরীক্ষা তো ভালোই দিয়েছে। দেখি, ওর কপালে কী আছে।’ কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

৪

বিকেলে ঘুমের অভ্যেসটা আমার তখন থেকেই ছিল। স্কুল থেকে ফিরে খাওয়ার পর ঘণ্টা দেড়েক ঘুমোতাম। সেরকমই একদিন ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ল, আজ মঙ্গলবার। গোবিন্দ কাকার ছোট ছেলের জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোনোর কথা। হাতমুখ ধুয়ে কাকার দোকানে হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই কাকার মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠল। একটা হাসি কতকিছু বলে দেয়। সেই হাসির ছোঁয়া লাগল আমার মুখেও। গরম গরম চা আর শিঙাড়া আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোবিন্দ কাকা বলল, ‘আজকে কিন্তু পয়সা নেব না।’ মুখে তখনও সেই হাসি।

‘কিন্তু আমার তো আগের মাসেরও বাকি...’

‘ওসব আজ থাক। আজকে পয়সা দিও না তুমি। কত লোক আসে দোকানে। একমাত্র তুমিই আমার ছোট ছেলের খবর নিয়েছিলে।’

‘বুঝতে পেরেছি। তা কেমন হল রেজাল্ট?’

‘১১২-তে আছে। মেডিকেলে। ছেলে বলল, সরকারি কলেজে হয়ে যাবে।’ বলতে বলতে কাকার মুখে হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি ঘরে ফিরে মনে মনে বলি, যাক, লোকটার একটা ছেলে অন্তত তাকে শান্তি দিতে পারল। এবার সে ডাক্তার হবে। কাকার শেষ জীবনটা সুখে কাটবে। একজন সামান্য চা বিক্রে-তার ছেলে ডাক্তার হবে। ভাবা যায়! এসব তো শুধু গল্পে শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম।

৫

শীতের শুরু ও শেষ দিকে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি। সাইনাস ও সর্দিকাশির সমস্যায় ভুগি। এটা অনেক আগে থেকেই আমার একটা অসুবিধে। একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছুদিন ঘর থেকেই প্রায় বেরোলাম না। স্কুলও যাইনি। জ্বর ছিল কয়েকদিন। যাদের কাছে খেতাম তারাই সন্ধেবেলা চা-টিফিন দিত। ওষুধ-পত্র আমার কাছে থাকতই। অনিন্দ্য আসত সময় পেলে। গোবিন্দ কাকার শিঙাড়া নিয়ে আসত। ঘরে বসেই গল্প হত। অনিন্দ্য বলেছিল, কাকা আমার খোঁজ নিয়েছে ওর কাছে। মুখে তার হাসি ছিল না।

টেবিলে বেশ কয়েকদিন বসতে পারিনি। যখন একটু ভালো লেগেছে পড়েছি। স্কুলের পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়েছি। কিন্তু লেখালেখি হয়নি একলাইনও। ইতিমধ্যে বসন্ত বিদায় নিল। দিন বড় হচ্ছে। আগের মতো ঝুপ করে সন্ধে নামছে না। এই সময় আমি জানলার পাশে দীর্ঘক্ষণ খাটে হেলান দিয়ে আঁধার ঘনানো এবং তার মাঝে একে একে লাইট জ্বলে ওঠা দেখতাম।

কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন বিকেলে গোবিন্দ কাকার দোকানে গিয়ে বসলাম। কাকার মুখ থমথমে। পরিচিত সেই হাসি নেই মুখে। আমাকে দেখে হাসার চেষ্টা করল ঠিকই, কিন্তু হাসতে পারল না। আমি বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। জানতে চাইলাম কী হয়েছে। কাকা বিষণ্ণ বদনে বলল, ‘ছোট ছেলেটা কলকাতার ভালো একটা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু হস্টেলে এমন মার মেরেছে... বাড়ি চলে এসেছে।’

‘সে কী! কে মেরেছে? কেন?’

‘র‍্যাগিং করেছে ওকে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা। এভাবে কেউ অত্যাচার করে!’

‘কলেজে কমপ্লেন করেনি?’

‘না। এত ভয় পেয়েছে যে পরের দিনই পালিয়ে চলে এসেছে। আমি বুঝিয়েছি অনেক। বলেছি, চল কলেজে গিয়ে কথা বলি। ও যাবে না। এত ভয় পেয়েছে, রাতে ঘুমের মধ্যেও বিড়বিড় করে কী যেন বলে আর কেঁপে কেঁপে ওঠে।’

‘তাহলে এখন কী করবে বলে ভাবছ?’

‘দেখি কিছুদিন। আমার তো মাথাই কাজ করছে না।’

৬

মাস ছয়েক কেটে গেল। গোবিন্দ কাকার ছোট ছেলে আর কলকাতা গেল না। কোনওভা-বেই তাকে রাজি করানো যায়নি। দেখা হলেই কাকা আমার কাছে আফসোস করত। আমি চিন্তা করতে মানা করতাম। সান্ত্বনা ছাড়া তখন আর কী বা দেওয়ার ছিল আমার।

সামনে পরীক্ষা থাকায় সবকিছু বন্ধ করে পড়ায় মনোনিবেশ করলাম। টানা কয়েক সপ্তাহ এভাবেই চলল। সন্ধেবেলা আর বেরোতাম না। বইখাতা, নোটপত্রে মুখ গুঁজে থাকতাম। পরীক্ষা শেষ হবার পর একদিন গোবিন্দ কাকার দোকানে গিয়ে দেখি ঝাঁপ বন্ধ।

পরের দিনও গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। পরপর বেশ কিছুদিন দোকান বন্ধ থাকায়, একদিন পাশের দোকানে খবর নিলাম। জানতে পারলাম, গোবিন্দ কাকা দোকানটা ছেড়ে দিয়েছে। ছোট ছেলে নাকি ভীষণভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিল। ওর পেছন লেগে না থাকলে হয় না। ছেলেকে অনেক সময় দিতে হয় গোবিন্দ কাকাকে। তাই অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষে দোকানটা ছেড়ে দেয়।

এসব শোনার পর একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা আমাকে ঘিরে ধরল। বারবার মনে পড়তে লাগল কাকার চা আর শিঙাড়ার কথা। মনে পড়তে লাগল কাকার অনাবিল হাসিমাখা একেকটি কথা। মনে পড়তে লাগল তার চোখে দেখা ছেলের ডাক্তার হবার সেই তীব্র স্বপ্নের কথা।

৭

দুটো বছর কেটে গিয়েছে। আমি স্কুল শেষ করে তখন শিলিগুড়ি কলেজে। বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছি পায়েল সিনেমা হলে। টিকিট কাটার পর বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছি আমরা। একজন বৃদ্ধ লোক সামনে এসে টেনে টেনে একটু অন্যভাবে বলল, ‘চা লাগবে চা... গরম চা আছে।’ লম্বা উশকোখুশকো চুল, গাল ভর্তি দাড়ি, মলিন ও জীর্ণ পোশাক। লোকটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাবু, ভালো আছ? চিনতে পেরেছ আমাকে?’

কণ্ঠস্বর চিনতে আমার অসুবিধে হল না। আমাকে ‘বাবু’ বলে আর কে-ই বা ডাকবে এই শহরে! এ তো গোবিন্দ কাকা! কাকাকে একটু পাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, ‘এ কী অবস্থা কাকা! কেমন আছ তুমি?’ দাড়ির ফাঁকে সেই অমলিন হাসিটুকু নিয়ে গোবিন্দ কাকা বলল, ‘আমার তিনটে ছেলেই জাহান্নামে চলে গিয়েছে। আমিও সেখানেই যাওয়ার অপেক্ষা করছি।’ কথা শেষ করেই গোবিন্দ কাকা ‘চা লাগবে চা... গরম চা আছে’ বলতে বলতে উলটোদিকে চলে গেল। আমি দেখলাম, একজন ভাগ্যহীন, হেরে যাওয়া বাবা ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিপর্যয়ে বসতে লক্ষ্মী

পনেরোর পাতার পর

আমাদের মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স মাঝে মাঝে জানান দেয়, আরে ভায়া, এটা সত্যিকারের বিপর্যয় নয়, তুমি শুধু একটা খেলা খেলছ। বিপর্যয়ের মাঝে বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার খেলা।

এসব খেলাধুলো করতে গেলে কিঞ্চিৎ গাঁটের কড়ি খসাতে হবে বৈকি। রেসিডেন্ট ইভিল ভিডিও গেমটির কথাই ধরা যাক। ২০২২ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীজুড়ে ১৩৫ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এই প্লে স্টেশনভিত্তিক গেমটি। আর মোবাইল ফোনে খেলা যায় এমন গেমের হিসাব যদি কষা যায়, দেখা যাচ্ছে, আইডেন্টিটি ফাইভ বা একই ব্র্যান্ডের অন্যান্য গেম ২০২৪ সালের হিসেব অনুযায়ী ৭০০ কোটি মিলিয়ন ডলার মুনাফা কামিয়েছে।

ভিডিও গেমের তুলনায় সিনেমার দর্শকের সংখ্যা বরাবর বেশি। তো, প্রেক্ষাগৃহে কিংবা বাড়ির টেলিভিশন কিংবা ওটিটির নিরাপদ ঘেরাটোপে বসে আমাদের প্রথম পছন্দ কিন্তু মন ভালো করা ছবি নয়। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও বিপর্যয়কে নিয়ে নির্মিত ছবি, তথ্যচিত্র কিংবা ওয়েব সিরিজের বাজারদর চিরকালই বেশি। ১৯৯৭ সালে নির্মিত ‘টাইটানিক’ ছবির কথাই ধরা যাক। শুধু প্রেমের ছবি দেখতে মানুষ প্রেক্ষাগৃহ ভরায়নি। শেষ দৃশ্যের ভয়ংকর জাহাজডুবি, চরিত্রদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মাঝের সময়টুকু আমাদের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ কতটা বাড়িয়েছে, সেটা দর্শকমাত্রই জানে। তবে বাণিজ্যের কথা যদি ধরা যায়, এই ছবির মোট ব্যবসার পরিমাণ ২.২৬ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ২০১২ সালে ভয়াবহ সুনামির প্রেক্ষাপটে নির্মিত ‘দ্যা ইমপসিবল’ ১৯৮ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছিল। ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে আধার করে ১৯৯৭ সালে নির্মিত ‘দান্তে’স পিক’ এর ব্যবসা ছাড়িয়ে গিয়েছে ১৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আসুন, এবারে সিনেমা কিংবা বাস্তবের নির্মিত জগৎ থেকে আবার নেমে আসি কাঠখোট্টা বর্তমানে। বেশিরভাগ সময় প্রতারণা করা স্মৃতিও মাঝে মাঝে জানান দেয় অতিমারির দিনগুলোর কথা। স্যানিটাইজারে বারবার হাত ধুয়ে টিভির পর্দায় চোখ রেখে ‘আক্রান্ত কত ছাড়াল?’র মতো প্রশ্ন খুব বেশিদিন আর নিরীহ থাকেনি। আক্রান্ত সংখ্যায় নিজে অথবা পরিবার পরিজনও জুড়ে গিয়েছিলাম অজান্তে। আর সেটা না হলেও শরীর স্বাস্থ্যের একটু এদিক-ওদিক হলেই ‘আমার হয়নি তো?’ গোছের এক অবশ্যম্ভাবী আতঙ্ক গ্রাস করেছিল সবাইকে।

ছোট-বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হরেক পেশার মানুষের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে দেখলেও আমাদের মনে চেপে বসা সেই আতঙ্ককে পুঁজি করেই মুনাফার পাহাড় গড়েছে কিছু বহুজাতিক সংস্থা। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কোভিড ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা ফাইজার ২০২২ সালে লাভ করেছিল ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রশ নামক পিসিআর টেস্ট কিট নির্মাতারও আয় বাড়ে কয়েক হাজার গুণ।

তবে আশার কথা, মানুষ এই চেপে বসা ভয়কে ধীরে ধীরে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। নিজের ঘরেই খুঁজে নেয় কাজে ডুবে থাকার কিংবা আনন্দে থাকার উপকরণ। তবে আজকের বাজারে বিনে বাসায় আনন্দ পাওয়া দুর্মূল্য। ঘরে বসে বাজার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। অতিমারি ও তার পরবর্তী পর্যায়ে ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের আয় বাড়ে ৩৮ শতাংশ। মুনাফা দাঁড়ায় ৩৮৬ বিলিয়ন ডলারে। অনলাইন মিটিং সারার ব্যবস্থা করা কোম্পানি জুমের মুনাফা বৃদ্ধি হয় তিরিশ গুণ। বাড়িতে বসেই সিনেমা কিংবা সিরিজ দেখায় অভ্যস্ত হয়ে ২০২০ সালে ৩৭ মিলিয়ন নতুন মানুষ নেটফ্লিক্সের সদস্যপদ কেনে। মানুষের ইন্টারনেট আসক্তিকে কাজে লাগিয়ে রিলায়েন্স জিও শেয়ার বাজারের আমানতকারীদের থেকে তুলে নেয় ২০ বিলিয়ন ডলার।

আবার সেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে দুর্ঘটনা, যুদ্ধ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবরের প্রতি মুহূর্তের আপডেট দেখা আমাদের বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। উপায়? একখানা বড় অঙ্কের টার্ম পলিসি কেনা যেতে পারে। সন্তান, পরিজন অন্তত দুধে ভাতে থাক। অথবা বড় অসুস্থতা জন্য বড় অঙ্কের স্বাস্থ্যবিমা। ফুটনোটে জানিয়ে রাখি, ফরচুন বিজনেস ইনসাইটস সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ২০২৪ সালে স্বাস্থ্যবিমার মোট বাজারের আয়তন ২.১৪ ট্রিলিয়ন ডলার।

এসব দেখে মনে মনে স্কুলবেলার ব্যাকরণ বইয়ের পাতা খুলি। জীবনবিমা - জীবননাশের আশঙ্কায় বিমা - মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

২০০৫ কাশ্মীরের বালাকোটে ভূমিকম্পের দৃশ্য।

২০০৪ সুমাত্রার এক দ্বীপে সুনামির পরের ছবি।

শেষ বলে কিছু নেই

পনেরোর পাতার পর

মানুষই মানুষের ক্ষত নিরাময় করে। মনোবিদ, চিকিৎসক, এঁদের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ একজন বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোয় মানুষের ভূমিকা। খেয়াল করলে বোঝা যাবে, ইস্কুলে বকুনির পর, যে ছেলেটার হাত একজন বন্ধু ধরেছিল সে; যে ছেলেটা একা ফিরেছিল- তার থেকে ভালো আছে। দীর্ঘ অবসাদের পর যে তার প্রেমিককে মন খুলে সবটা বলতে পেরেছে এক কাপ চায়ের আড্ডায়, তার মন এখন একটু ভালো। স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ আমাদের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে যত, তত মানসিক বিপর্যয় বাড়বে, কমবে না। অতি-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের থেকে বেরিয়ে আসাও এই বিপর্যয়ের থেকে বেরিয়ে আসবার একটি পথ। সাহায্য চাওয়া, মানসিকভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ার মধ্যে দুর্বলতার কিছু নেই। কোনও চিকিৎসক, কোনও যন্ত্র, কোনও জড়বস্তুই মানুষের স্নেহ এবং স্পর্শকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তাই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার প্রথম ধাপ হয়তো আরও জুড়ে জুড়ে থাকা। নিজের স্বাতন্ত্র্যে এবং জায়গা বজায় রেখেও মানুষের মধ্যে থাকা। দ্বিতীয় ধাপ বলতে বুঝি, নিজের একান্ত অস্তিত্বের প্রতি পূর্ণ আশা। ‘আজ ভেঙে যাব, কাল জুড়ে যাব, তবু ভাঙতে জুড়তে চলেছি’ একটি বিখ্যাত গানের দুটি লাইন আমাকে ভাবায়। অর্থাৎ মানব স্বাধীনতায় আশা কখনও শেষ হয় না, তাইতো মানুষ নিজের সম্ভাব্য সত্তাকে ব্যবহার করে, প্রবল বিরহেও বেহালা বাজায়, শত আঘাতেও উঠে দাঁড়ায়। এই যে উঠে দাঁড়ানোর স্পৃহা, মানুষের মনের ভিতরেই আছে। মনকে ঠিক করবার ওষুধ আছে এ মনের ভেতরেই। অন্তহীন সম্ভাবনাসূচক আমাদের মনের কাছে, বিপর্যয় কেবল একটি অবস্থা কখনওই পূর্ণচ্ছেদ নয়। আর পূর্ণচ্ছেদের পরেও নতুন শব্দ দিয়ে শুরু করা যায়, যদি আমি হয়ে থাকি আমার গল্পের লেখক।

যে কোনও গল্পের লেখক আবার ভুলে যেতে পারে, যে কোনও দুর্যোগের শেষ দেখতে গেলে খানিকটা সময় পেরিয়ে যায়। আমাদের দ্রুত জীবন আমাদের বলে চলেছে, ‘এগিয়ে চলো থামতে নেই!’ তবে কখনো-কখনো থামতে জানতে হয়, একটু শুনে নিতে হয় মনের গভীরের শব্দ। মানসিক বিপর্যয়কে জয় করবার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাকে উপলব্ধি করা। যেন তাকে তুমি বোঝাচ্ছো, ‘আমি আছি’। যতই তুমি অগ্রাহ্য করো, গূঢ় যাতনা তোমায় চেপে বসবে। মনের সবথেকে বড় শত্রু হল, তাকে কম গুরুত্ব দেওয়া। কম ভাবনাই কিন্তু বিপর্যয়ের উপশম নয়, এর অস্ত্র হল- সঠিক ভাবনা, তাকে বোঝা, সারতে সময় দেওয়া, ক্ষতের ওপর ক্ষত লেপে না দেওয়া। একবার একজনকে বলতে শুনেছিলাম, মায়ের দেওয়া কষ্ট আমি সারিয়ে তুলিনি বলে, নিজের সন্তানের ওপর আঘাত এনে দিলাম। আর ঠিক এভাবেই কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে মানসিক বিপর্যয় ছোঁয়াচে হয়ে দেখা দেয়। এই দুঃসময়ে তাই প্রয়োজন কোনও মানুষের পাশে থাকা- একটি জীর্ণ দেওয়ালে জড়িয়ে থাকা সবুজের নরম সেজে। বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র তাই অপেক্ষা, উপেক্ষা কখনওই নয়।

দিনটি দখল করো

পনেরোর পাতার পর

সাতচল্লিশের চোদ্দো অগাস্টের মধ্যরাতে যখন দেশ জেগে উঠেছিল জীবন ও স্বাধীনতার সৌরভে, যখন সমাপ্তি ঘোষণা হয় একটা যুগের, আশ্চ-র্যজনকভাবে স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তবু মানুষের চোখে জল, কীভাবে সোনার দেশটা দোভাগা-তেভাগা হয়ে যাবে, অজানা এক বিপর্যয়ের আশঙ্কায়, এক নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের অজানিতপূর্ব যা স্বাধীনতার গৌরব ছাপিয়ে তৈরি করেছিল এক অস্তিত্বের ফাটল। দেশভাগের বিপর্যয় তো শুধু স্থানচ্যুত করেনি মানুষকে, ইতিহাসচ্যুতও করেছিল। ভুলিয়ে দিয়েছিল তার পূর্বাপর, শিকড় সবকিছু।

একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর যখন নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস তৈরি হচ্ছিল, একদিন কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার ‘কনিষ্ক’ বিমানটির মর্মান্তিক নিয়তির দুঃসংবাদ। ২৩ জুন, ১৯৮৫ সালে, আটলান্টিক মহাসা-গরের উপর বিমানটিতে বোমা বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে ৩২৯ জন যাত্রী ও কর্মী নিহত হন। ‘ফ্লাইট-১৮২’ তখন ৩১ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ছিল। তখনও বোঝার মতো ক্ষমতা হয়নি যে ইতিহাসে গণহত্যার সবথেকে বড় ঘটনা ছিল সেটি, ‘অপারেশন ব্লুস্টার’-র জবাবে ছিল এই বিস্ফোরণ। যাত্রাপথের নিরাপত্তা যে এভাবে বিঘ্নিত হতে পারে, তা জানা ছিল না, এটা ছিল বিপর্যয়ের আর এক নতুন পাঠ। এই পাঠের পরবর্তী সময়ে জানতে পারি আরও আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা। ১৯৮১ সালের ৬ জুন, যেদিন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে একটি টর্নেডো একটি ট্রেনকে আঘাত করে। টর্নেডো ট্রেনটিকে লাইন থেকে উড়িয়ে বাগমতী নদীতে ফেলে দেয়, যার ফলে ১১টি যাত্রীবাহী গাড়ি ডুবে যায়। দুটো ঘটনা জানার পর যা অবাক করেছিল, তা হল একটি ছিল প্রাকৃতিক এবং অন্যটি ছিল মানুষের তৈরি।

১৮ জুন ২০২৩ সালে টাইটান সাবমার্সিবল ছিল ‘বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকা একটি বিপর্যয়’। একে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলার কোনও উপায় নেই। বিভিন্ন ধরনের খবর ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে কীভাবে ওশানগেট কোম্পানির বোদ্ধারা ভেতর এবং বাইরে থেকে আসা সমস্ত রকমের মরিয়া সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিলেন। অনুসন্ধানকারী কোস্টগার্ডরা জানিয়েছিলেন যে সমুদ্রের তলদেশে ১৯১২ সালের ডুবে থাকা টাইটানিকের খোঁজে ডুব দেওয়া ২০২৩ সালের টাইটানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল মূল টাইটা-নিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় ১,৬০০ ফুট দূরে।

টাইটানিকও ছিল আধুনিক ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত ট্র্যাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটি। মিলিয়নেয়ার্স স্পেশাল নামে পরিচিত টাইটানিক জাহাজটির অধিনায়ক এডওয়ার্ড জে স্মিথও ছিলেন সুদক্ষ ও তাঁর পেশাগত উৎকর্ষের জন্য জনপ্রিয়। আর টাইটান হল গ্রিক পুরাণের সৃষ্টির একজন শক্তিশালী দেবতার নাম। কিন্তু স্মিথ বা টাইটান কেউই বাঁচাতে পারেননি সেই জাহাজকে, যে জাহাজকে মনে করা হয়েছিল কখনও ডুবতে পারে না। অন্যদিকে, হিরোশিমার সেই বিখ্যাত ছায়ামূর্তি এখন যা নিছক পর্যটনের অংশ। ১৯৪৫-এর ৬ অগাস্ট আণবিক বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া মানুষের ছায়াটি নাকি আজও বসে আছে তার দোরগোড়ায়, পাথরের ধাপের ওপরে। মানুষ নেই, কিন্তু তার ছায়া আজও বসে আছে ভবিষ্যতের কাছে মূর্ত অভিযোগ হয়ে। ৬ হিরোশিমা। আর ৯ নাগাসাকি। বিংশ শতাব্দীর লোভী মানুষের পাপজনিত বি-পর্যয়ের ভাগীদার তো গোটা মানবজাতি। মানুষের তৈরি করা বিজ্ঞানের শ্লাঘার কাছে মানুষেরই তৈরি করা নীতিশব্দ ‘মনুষ্যত্ব’-র পূর্ণ পরাজয়।

আজ ৪০ বছরের ওপর হয়ে গেল ভোপাল ইউনিয়ন কার্বাইডের গ্যাস বিপর্যয়ের। ১৯৮৪-র ২ ডিসেম্বর মাঝরাতে বেজে উঠেছিল প্ল্যান্টের সাইরেন, অভিশপ্ত মধ্যরাতে মৃত্যুর মিছিলে শামিল হলেন হাজার হাজার মানুষ। লাগাতার কস্টিক সোডা আর জল স্প্রে করেও গ্যাস লিক থামানো যায়নি। ঘুমের মধ্যে চলে গেলেন অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ, কোনও কারণ জানতে না পেরেই। কেউ বলেছেন দুর্ঘটনা, কেউ বলেছেন ডিজাস্টার, কেউ বা বিপর্যয়। না, কোনও প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনার বৃত্তান্ত নয়। সভ্যতার বুলি শেখানো কিছু মানুষের গাফিলতি সৃষ্টি করল এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল মন্বন্তর, দুর্ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ত। গ্যাস কাণ্ডের মূল হোতা ওয়ারেন অ্যান্ডা-রসনকে বিচারের জন্য ভারতে আনা যায়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়গুলো যেন রহস্যে ঘেরা গল্প। দুটো লম্বা বাড়ি ধসে পড়ছে, টিভির পর্দায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে, একবিংশের উপহার ছিল এক চরমপন্থী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত নিউ ইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে পরপর দু’দুটো বিমান হামলা। ২০০১ সালের ৯/১১-র সেই অভিশপ্ত দিনে গোটা বিশ্ব চমকে গিয়েছিল ঘটনার ভয়াবহতায়, গোটা বিশ্ব সেদিন দেখেছিল আকাশছোঁয়া দুটো বাড়ির হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার ছবি। যা পালটে দিল পুরো পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তার ধারণাকে।

বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়নি পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলিও। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রধান কারণ হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনের ফল। আবার অনেকের মতে বন্যা ও প্লাবন সিন্ধু সভ্যতার বিনাশের কারণ, প্লাবনের ফলে এই সভ্যতা ভেসে যায়। মিশরীয় সভ্যতার বিশতম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন একাদশ র‍্যামেসিস। তার সময়ে মিশরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। কেউ বলেন গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি ভূমিক-ম্পের ফলে এই সভ্যতার বিনাশ ঘটে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যায়। তবে সাম্প্রতিককালের গবেষণা একটি পর্যানুক্রমিক ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে মিশরীয় সভ্যতা ধ্বংসের বর্ণনা দিয়েছে। এই ঘটনাগুলোর সূত্রপাত হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে, যা বিধ্বংসী জলবায়ু পরিবর্তনের সূত্রপাত করে এবং এর পরিণতি হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সভ্যতা ধ্বংসের মধ্যে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বিশ্বজুড়ে যত মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে- তত সংখ্যক বিপর্যয় বা দুর্যোগ গত এক দশকের মধ্যে ঘটেনি (তথ্য সৌজন্য- রাষ্ট্রসংঘ)। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল আবহাওয়া নয়, শুধু পরিবেশ সংকট নয়, পাশাপাশি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংঘাত ও মানবাধিকার লঙ্ঘন কোটি কোটি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করেছে। আজও চোখের ওপরে ভাসে আড়াই বছরের শিশু আয়লান কুর্দির নিথর দেহ তুরস্কের সৈকতে বালির ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মানবসভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছিল এই ঘটনা। আসলে মানুষ কাকে বিপর্যয় থেকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছে? নিজেকে না সন্ততিকে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত কয়েক দশকে বেঁচে থাকার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এক সত্যিকারের বিপ্লব এসেছে, তা হল মুহূর্তের জন্য বিলম্বহীন এক বাঁচা, যেন খুব তাড়া আছে। রোমান কবি হোরেস বলেছিলেন, ‘কার্পে ডাইম’ - এর কথা, যার অর্থ, ‘দিনটি দখল করো, আগামীকালের (ভবিষ্যতের) উপর খুব কম বিশ্বাস রাখো’। যেন মুহূর্তটুকুই আমরা সুরক্ষিত করতে পারি মাত্র, আর কোনও কিছুই নয়। বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা ভগবানও দিতে পারেন না। ভগবান তো নিজেই নিরাপদ নন, অথবা বলা যেতে পারে উত্তর-আধুনিক ঈশ্বর বহুদিন হল মারা গিয়েছেন।

মিউক্যাট

অংশুমান কর

সুহাসিনী একটাও কথা বলছে না। মানে ডাকছে না। ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না অভি। ফোনটা যতবার সামনে নিয়ে যাচ্ছে সুহাসিনীর, ততবারই দুই থাবার মধ্যে মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলছে ও। ডাকার প্রশ্নই নেই। এ তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল!

সুহাসিনী অভির বেড়াল। মানে বেড়ালনি। মেয়ে বেড়াল। চোদ্দোশো স্কোয়ার ফিটের একতলা ঘরে ওর একমাত্র সঙ্গী। ওর বন্ধু, ওর প্রিয়তমা, ওর জানেমন। কিন্তু সে আজ সকাল থেকেই কথা বলছে না। ও কি বুঝতে পেরে গেল যে, অভি মিউক্যাট অ্যাপটা গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেছে, ৮২০ টাকা পেমেন্টও করেছে সুহাসিনীর সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলবে বলে? ওর সঙ্গে একটু নখরা করছে তাই? নখরার বাংলা শব্দ অভির মাথায় এল না। সারাদিন ইংরেজি আর হিন্দিতে কথা বলে বলে ওর বাংলাটাও কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে অভি বুঝতে পারে। কিন্তু তাতে তো এই অ্যাপটাকে নিয়ে অভির কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সুহাসিনীর কথা অ্যাপটা অনুবাদ করে দেবে ইংরেজিতে।

এরকম অদ্ভুত একটা অ্যাপের কথা ওকে প্রথম বলেছিল সুশান্ত। শুনে অভি বলেছিল, কুছ ভি? যা হোক একটা কিছু বলে দিলেই হল! বেড়ালের ভাষা আবার অ্যাপ বুঝতে পারে নাকি!

সুশান্ত বলেছিল, ভাই, বেঁচে আছিস এআই-এর পৃথিবীতে। এখন আর অসম্ভব বলে কিছু নেই।

মিথ্যে বলছি না। আলেক্সা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা এক ইঞ্জিনিয়ার

সুশান্তর কথা প্রথমে বিশ্বাসই করেনি অভি। তারপরে গুগল করে দেখল সুশান্ত সত্যিই মিথ্যে বলেনি। ইউটিউবে এমনকি বেশ কয়েকটা ভিডিও রয়েছে মিউক্যাট অ্যাপটা নিয়ে। তখনও অ্যাপটা ইনস্টল করে মেম্বারশিপ নেওয়ার কথা অবশ্য ও ভাবেনি। সেটা করেছে আজ সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে।

বহুদিন ধরে পশুপাখির ভাষা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে এই অ্যাপটি বানিয়েছেন। এখন এই অ্যাপটা বেড়ালের তেরো রকমের অভিব্যক্তিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছে।

সুশান্তর কথা প্রথমে বিশ্বাসই করেনি অভি। তারপরে গুগল করে দেখল সুশান্ত সত্যিই মিথ্যে বলেনি। ইউটিউবে এমনকি বেশ কয়েকটা ভিডিও রয়েছে মিউক্যাট অ্যাপটা নিয়ে। তখনও অ্যাপটা ইনস্টল করে মেম্বারশিপ নেওয়ার কথা অবশ্য ও ভাবেনি। সেটা করেছে আজ সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে। কিন্তু, তারপর থেকেই সুহাসিনী আর টুঁ শব্দটিও করছে না। অ্যাপটা নাকি বিড়ালের মনের ভাবও বুঝে ফেলবে এমনটাই একটা ইউটিউব চ্যানেলে একজন বলছিলেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সুহাসিনী কেন চুপ করে গেছে সেটাও তো অ্যাপটা কিছুই বলতে পারছে না। টাকাটা কি ফালতুই নষ্ট করল অভি?

মা বেঁচে থাকলে বলত, টাকা নষ্ট করার নিত্যনতুন ফন্দিফিকির খুঁজে বের করাই তোর একমাত্র কাজ।

অপচয় মা একেবারেই সহ্য করতে পারত না। বলত কোনও কিছুরই অপচয় করবি না। খেতে বসে ভাত ফেলবি না। অযোগ্য মানুষজনের জন্য চোখের জল ফেলবি না।

একা একা অভিকে বড় করেছে তো মা, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে মাকে। তাই কেমন একটা শক্তপোক্ত, একটু যেন কঠিনই হয়ে গিয়েছিল মা। নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করে নিত। কারও দয়াদাক্ষিণ্য একেবারেই পছন্দ করত না। অভির বাবা মারা যায় অভির যখন বয়স মাত্র তিন। অভির কাছে বাবার কেবল একটা ছবি। ছবিতে একজন ঝকঝকে, সুদর্শন পুরুষ। অভির জীবনে ওর মা-ই ছিল সব। বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার চাকরিটাই পায় মা। কিন্তু সেই চাকরিও পেয়েছিল দু'বছর পরে। বাবার জমানো টাকাও তেমন কিছু ছিল না। ওই দু'বছর যে কীভাবে চালিয়েছিল মা, ভাবলে এখনও শিউরে ওঠে অভি। মা বেঁচে থাকলে যেমন মিউক্যাট অ্যাপটা ওকে ইনস্টল করতে দিত না, তেমনই সুহাসিনীকেও থাকতে দিত না এ বাড়িতে। কুকুর, বেড়ালদের একেবারেই পছন্দ করত না মা। সত্যি কথা বলতে কি, অভিও করত না। কেমন একটা গা ঘিনঘিন করত বেড়াল, কুকুর ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে ভাবলেই। অথচ এখন অফিসে থাকলে সারাক্ষণ ওর মন পড়ে থাকে ঘরে। ভাবে সুহাসিনী কী করছে। নতুন কোনও দুষ্টুমির প্ল্যান করছে ও।

সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিসের জন্য বেরিয়ে যায় অভি। ফেরে সন্ধে সাতটায়। তারপরে ওর সময়টুকু পুরোটাই কাটে টিভি আর সুহাসিনীর সঙ্গে। অফিস কলিগদের বাইরে সেই অর্থে ওর তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। আড্ডা দেওয়ার ব্যাপারও নেই। সাতটায় ও বাড়ি ফেরে আর ঠিক সাড়ে সাতটায় চলে আসে কল্পনা মাসি। কল্পনা মাসি এই বাড়িতে যখন কাজের মেয়ে হিসেবে এসেছিল, তখন ওর বয়স ছিল পনেরো। এখন কল্পনা মাসি বৃদ্ধা। রুটি বানাতে বানাতে প্রতিদিনই গজগজ করে, আমার পক্ষে একা আর তোমার সব কাজ করা সম্ভব নয় দাদাবাবু। তুমি এবার ঘরে লক্ষ্মী আনো।

লক্ষ্মী আনব বললেই কি আনা যায়? বিয়ে করতে রীতিমতো ভয় পায় অভি। মিমি যেভাবে ওকে ঠকিয়েছে সে কথা কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না অভি। প্রেমে পড়া এ-জীবনে আর ওর জন্য সম্ভব নয়। সম্ভব নয় একজন অজানা অচেনা মেয়েকে ম্যাট্রিমনি সাইটগুলো থেকে খুঁজে বের করে নিজের জীবনসঙ্গী করে নেওয়া। ও এভাবে একা একাই কাটিয়ে দেবে জীবন। অবশ্য এখন তো ও আর একা নেই। ওর সুহাসিনী আছে। সুহাসিনীর বয়স এখন ছ'মাস। এই ছ'মাসে ওর জীবন অনেকখানি পালটে গেছে। সেজন্যেই ও অ্যাপটা ইনস্টল করেছে। সুহাসিনীকে তো ও প্রবল ভালোবাসে। সুহাসিনীও কি ওকে ভালোবাসে না? একবারও কি সুহাসিনী মিউ করলে অ্যাপটায় ফুটে উঠবে না– আই লাভ ইউ?

২

সুহাসিনীর প্রথম ওর ঘরে আসার দিনটার কথা কখনও ভুলবে না অভি। সেটা ছিল মিমির বিয়ের দিন। ও ঠিকই করেছিল সারাটা দিন নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে ভুলে থাকবে মিমিকে। অফিসে অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই ঢুকবে বলে কল্পনা মাসিকেও বলেছিল সাড়ে ছ'টায় না, তুমি ঠিক ছ'টায় আসবে। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে। কল্পনা মাসি ওর রান্না করে, টিফিন গুছিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর ও দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখেছিল ছোট্ট একটা উলের বলের মতো সুহাসিনীকে। অতি ক্ষীণ মিউমিউ শব্দ করছিল সুহাসিনী। মন এমনিতেই খুব উতলা হয়েছিল অভির। সুহাসিনীকে দেখেই এত মায়া লেগেছিল ওর যে, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল ওকে। ভিজে একশা হয়েছিল সুহাসিনী।

কোনওদিন কোনও কুকুর বা বিড়ালের ন্যূনতম যত্ন করেনি অভি। বুঝতেই পারছিল না ভিজে একটা উলের বলের মতো ছোট্ট সুহাসিনীকে নিয়ে ও ঠিক কী করবে। একটু পরেই অবশ্য ওর মনে হয়েছিল সুহাসিনীকে একবার ভালো করে তোয়ালে দিয়ে মুছে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। তোয়ালে দিয়ে ভালো করে আগে মুছে নিয়ে সুহাসিনীকে শুকনো একটা উলের বল বানিয়েছিল অভি। তারপর ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে, গরম করে ছোট্ট একটা ড্রপার দিয়ে ওর মুখ একহাতে ফাঁক করে ধরে আস্তে আস্তে ওকে দুধ খাইয়েছিল অভি। দুধ খেয়ে মনে হয়েছিল যেন সুহাসিনী অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছিল কোথায় আছে ও, অভিই বা কে। সেদিন আর অফিস যাওয়া হয়নি অভির। ও একটা ছুটিই নিয়েছিল। মিমির বিয়ের কথা ওর আর সেভাবে মনেই পড়েনি সেদিন সুহাসিনীর যত্ন করতে করতে। সন্ধেবেলা সুহাসিনীকে দেখে চমকে উঠেছিল কল্পনা মাসি। বেশ রেগে গিয়েই বলেছিল, কাল এরে বাইরে ছেড়ে দেবে। ঘরের মধ্যে পটি করবে। বেড়াল পোষা ভালো না।

ঘরের মধ্যে অবশ্য পটি করে না সুহাসিনী। ওদের বাড়িতে দুটো বাথরুম। তার একটা এমনি পড়েই থাকত। সেই বাথরুমেই সুহাসিনীকে পটি করার ট্রেনিং দিয়েছে অভি। কল্পনা মাসির এখন সুহাসিনীকে ছাড়া চলে না। সকালবেলা অভি যখন ব্যস্ত থাকে তখন সুহাসিনীকে খেতে দেয় কল্পনা মাসিই। আগে ওদের বাড়িতে কল্পনা মাসি আসত দু'বার। সকাল আর সন্ধেতে। এখন শনি, রবি ছাড়া অন্য দিনগুলোতে কল্পনা মাসি আসে তিনবার। দুপুরে এসে সুহাসিনীকে খাইয়ে যায়।

মাঝে একবার অবশ্য কল্পনা মাসির খুব চিন্তা হয়ে গিয়েছিল সুহাসিনীর বাচ্চাকাচ্চা হলে কী হবে। সারাদিন যে সুহাসিনী ঘরেই আটকা থাকে তা তো নয়। খোলা জানলা দিয়ে প্রায়ই সে এখন মাঝে মাঝে পাড়ায় টহল দিয়ে আসে। চার মাসের মেয়ে বেড়াল সন্তানসম্ভবা হতেই পারে। সুহাসিনীর বয়স চার মাস হলেই সে নিয়ে খুব চিন্তা করছিল কল্পনা মাসি। বলছিল, দাদাবাবু, এর অপারেশন করিয়ে নাও।

সুহাসিনীর একগাদা বাচ্চাকাচ্চা হোক তা অভিও অবশ্য চায় না। ঘর ভরে থাকুক বেড়ালে সে তো ওর ইচ্ছে নয়। সুহাসিনী একা থাকলেই ভালো। অনেকে বেড়ালের বাচ্চা পছন্দ করে না বলে সত্যিই অপারেশন করে বেড়ালের ইউটেরাস কেটে বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু সুহাসিনীর

ছোটগল্প

অপারেশন করাতেও ইচ্ছে হচ্ছে না অভির। এখনও অবধি সন্তানধারণের কোনও লক্ষণ সুহাসিনীর শরীরে দেখা দেয়নি। অভি ভেবেছে এমনও তো হতে পারে যে, সুহাসিনী সন্তান প্রসবে অক্ষম, মানে বাঁজা। তাহলে ও শুধু শুধু অপারেশন করাবে কেন? এটা তো অন্যায় করা হবে সুহাসিনীর প্রতি। যদি সুহাসিনীর বাচ্চা হয়ও, তখন বাচ্চাগুলো বড় হলে বরং যারা বেড়াল ভালোবাসে অভি বাচ্চাগুলোকে তাদের দিয়ে দেবে। একটাকে রাখতেও পারে। মা সুহাসিনীর জন্য। অ্যাপটা কাজ করলে তখন হয়তো সুহাসিনীর মতোও নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

৩

মিউক্যাট অ্যাপ কিন্তু সুহাসিনীর মনের ভাব কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেষ্টা করে চলেছে অভি। রেজাল্ট নেই। ও ভাবছে এটাও কি একটা নতুন ফ্রড?

থাবার ওপর মুখ রেখে বাঘের মাসির মতো গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে সুহাসিনী। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না ও কী ভাবছে। এমনিতে সুহাসিনীর চাহিদা অভি দিব্যি বুঝতে পারে। খিদে পেলে ওর ডাক কেমন হয় এখন ও জেনে গেছে। আদর চাইলেই বা ওর ডাক কেমন সেটাও বুঝে গেছে অভি। আর খেলতে চাইলে তো ওর ছটফটানি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, ও এখন খেলতে চাইছে। শুধু সুহাসিনী যখন গম্ভীর মুখে বসে থাকে, সেই মুহূর্তগুলোতেই অভি বুঝতে পারে না কী চলছে সুহাসিনীর মনের ভেতরে। মাঝে মাঝেই গম্ভীর মুখে বসে থাকে সুহাসিনী থাবার ওপর মুখ রেখে। বেড়ালদেরও কি মানুষের মতোই ডিপ্রেশন হয়? কে জানে! অভি ভেবেছিল অ্যাপটা ইনস্টল করে ৮২০ টাকা দিলে ও আরও খানিকটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারবে সুহাসিনীকে। এখন দেখছে সে গুড়ে বালি। ও কি শেষমেশ ঠকেই গেল তাহলে?

অভি ভাবল সুহাসিনীকে কিছু প্রশ্ন করা যাক। কথা বলা যাক ওর সঙ্গে। তাহলে নিশ্চয়ই ওর প্রতিক্রিয়া হবে। মাঝে মাঝে আদর করে ও সুহাসিনীকে শাহাজাদী বলে ডাকে। সে ডাকেও সুহাসিনী সাড়া দেয়। অভি সুহাসিনীর মাথায় আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, কি শাহাজাদী, এই যন্ত্রটাকে পছন্দ হচ্ছে না?

অন্য সময় মাথায় আঙুল বোলালে সুহাসিনী ওর গায়ের কাছে আরও গুটিশুটি মেরে চলে আসে। এবার কিন্তু তেমন কিছুই করল না। যেমন নিস্পৃহ, নির্বিকারভাবে বসেছিল, তেমনই বসে রইল। এই প্রথম সুহাসিনীর ওপর একটু একটু রাগ হতে থাকল অভির। মনে হল, সুহাসিনী ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

একটু রেগেমেগেই ও বলল, অ্যাপটাকে পছন্দ হচ্ছে না?

সন্ধে থেকে এতক্ষণ চুপচাপ বসেই ছিল সুহাসিনী। এই প্রথম ও বেশ বড় একটা হাই তুলল। তারপর আবার থাবার ওপর মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ওর বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে অভির মনে হল, ও যেন মায়ের কথা শুনতে পাচ্ছে। সুহাসিনী যেন বলছে, যন্ত্রকে আমার কথা বলব কেন? আবেগ অপচয় করতে নেই।

অভির মনে হল, ঠিকই বলছে সুহাসিনী। অ্যাপটা ছাড়াই তো এতদিন দিব্যি চলছিল। কিছু কিছু মুহূর্ত ছাড়া ও সুহাসিনীর কথা বুঝছিল, সুহাসিনী ওরও। অভি দুম করে অ্যাপটা আনইনস্টল করে দিল। ৮২০ টাকা অপচয় হল ঠিক কিন্তু আরও বড় একটা অপচয় বাঁচানো গেল। আবেগের।

কী আশ্চর্য! অ্যাপটা আনইনস্টল করার সঙ্গে সঙ্গেই সুহাসিনী ডেকে উঠল, মিউ।

অভির মনে হল ও বলছে, এতক্ষণে একটা কাজের কাজ করলে।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

ফুটপাথে বসে স্বপ্নপূরণ

অনটনের সংসার। সারাটা দিন কাটে জামশেদপুরের রাস্তার ধারে হরেকরকম মোবাইল কাভার বিক্রি করে। তারপরেও নিজের অদম্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের জোরে ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলেন রোহিত কুমার। নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই চালাতেন তিনি। পরিবার ও গ্রামের প্রথম ডাক্তার হতে চলেছেন রোহিত। তাঁর কথায়, 'আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারে শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির পথ।'

ড্রাগনে লক্ষ্মীলাভ

অবসরের পর কী করব ভেবে হতাশায় ভোগেন অনেকেই। ব্যতিক্রম কেরলের রেমাভাই এস। অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষিকা এখন বাড়ির ছাদে ড্রাগন ফল চাষ করে মাসে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করছেন। তাও আবার মাটি ছাড়াই। কিন্তু মাটি ছাড়া চাষ হয় নাকি? উপায় বাতলে দিয়েছেন রেমাভাই নিজেই। পাতা, তুষ, জৈব সার এবং হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে হবে কেল্লা ফতে। চাষের এই অভিনব পদ্ধতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলেও তুলে ধরেন তিনি।

নাচে রে ময়ূরা...। বৃষ্টি নামতেই আহমেদাবাদে এরকম দৃশ্য।

ডোল কা বাঢ়

জয়পুর শহরে আর মাত্র ৮ শতাংশ সবুজ অবশিষ্ট। 'ডোল কা বাঢ়' অরণ্যে গেলে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কয়েকশো বছরের প্রাচীন সব গাছে পাখিদের অসংখ্য বাসা। হিরামন টিয়া, কোকিল, সোনাবৌ- কী পাখি নেই সেখানে! অথচ সামান্য ওই বনভূমিকে ধ্বংস করে পার্ক, শপিং মল ও আবাসন তৈরির পরিকল্পনা করছেন উদ্যোগপতিরা। বিষয়টি নিয়ে সরব পরিবেশবিদরা। স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গাছের তালিকা তৈরি করছে। 'ডোল কা বাঢ় বাঁচাও' নামে জোরালো প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

বেঁচে থাকে ইতিহাস

রাস্তার কাজ করতে গিয়ে ফ্রান্সের অক্সেরে শহরের কাছে প্রাচীন একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে এটির অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে যে ধরনের প্রাসাদ তৈরি হত- তার সঙ্গে এর কাঠামোর মিল রয়েছে। প্রাসাদে বিশাল স্নানাগার, ঝরনা ও বাগান ছিল। তবে, এটি কোন রাজার তৈরি তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন ইতিহাসবিদরা। তাঁদের ধারণা, প্রাসাদটি যখন তৈরি হচ্ছে তখন জুলিয়াস সিজার সদ্য ফ্রান্স (তৎকালীন, গল) দখল করেছেন।

মহাবিশ্বে মহাকাশে

অসীম এই মহাবিশ্বে কতই না রহস্য! সম্প্রতি পৃথিবী থেকে ১.১ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের স্কাল্পটর গ্যালাক্সিতে হাজার হাজার নতুন রংয়ের খোঁজ পেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। প্রতি মুহূর্তে সেখানে জন্ম নিচ্ছে নক্ষত্র, তৈরি হচ্ছে গ্যাস। গোলাপি, লাল, হলুদ- কত কত রং। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। স্কাল্পটর গ্যালাক্সিতে পাঁচশোর বেশি নেবুলা রয়েছে। কেন্দ্রে রয়েছে ব্ল্যাক হোল। ইউরোপিয়ান সাদার্ন অবজার্ভেটরির একটি উন্নতমানের টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এই দৃশ্য, আগে কখনও দেখা যায়নি।

সময়ের নাম জীবন

আজকাল স্ট্রোক আর বয়স মানে না। এই যেমন উত্তর টেক্সাসের কেটি র‍্যাঙ্গেল। মাত্র আঠারো বছর বয়স। আচমকা তিনি দেখেন, তাঁর মাথা ঘুরছে, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে কেটিকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁর প্রেমিক। চিকিৎসকরা জানান, কেটির স্ট্রোক হতে যাচ্ছিল। কিন্তু সময়মতো হাসপাতালে আনায় তা আটকানো গিয়েছে। তবে, কেটির হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়েছে। স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত চিকিৎসকদের। কেটি এখন সুস্থ। কলেজ পার্টিতে তাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করতেও দেখা যাচ্ছে।

কবিতাগুচ্ছ

সুদেষ্ণা মৈত্র

১
উৎসব
ব্যথা কি দুঃখের কোনও নাম?
তোমায় ছুঁলেই বুকে শীতল চাবুক এসে পড়ে
ঠোঁটে রাখা অসমাপ্ত খই জমতে জমতে
কিছু বালি হয়
চিকচিকে রোদে কাল বালিশ রেখেছি,
শুকোলে শোওয়ার ঘর দেব
এ ঘর তোমার ডাকে উলুধ্বনি দেয়
ফাঁকা শাঁখে শ্বাস ছাড়ি রোজ
তোমায় ছুঁয়েছি
এরপর ছোঁব না কখনও
বালি খুঁড়ে জল নেমে আসে
জল কি ব্যথার কোনও নাম?
ব্যথা কি সুখের মতো উৎসবময়?

২
চেনা
তোমার নিয়ত চেনা হই
অচেনা ছিলাম ভেবে
এই ব্রহ্ম,
আতপ বাহার,
ছাই হয়ে যায়
আমাদের দেখাকল্প,
আমাদের ছেড়ে রাখা পথ
আবার হাঁটব বলে ক্রমে
পিছু হতে হতে
নেই
এভাবেও চেনা হওয়া যায়?
তুমি যেন সব চিনে ফেলে,
পায়ের সরলরেখা ধুয়ে ফ্যালো,
খুলে দাও আচ্ছন্ন আঁধার
খামোখা তোমার চেনা,
তোমাকে চিনিয়ে দেয়
অচেনা আরোপ।

৩
অপেক্ষা
যেন শেষে রিক্ত ঋতুতে থেমে গেলে
এনেছি ফসল-ভাষা, ভিক্ষাভাণ্ডে জমানো খরাজ
রাজস্ব সময় ছেড়ে তুমি আমি হাতে নেব
ন্যুব্জ ধানের ছড়া, দোয়াবের ঘ্রাণ
শীতগ্রহ যায়নি এখনও? শিলাখণ্ডে অহল্যার কণা,
তুমি আর ঘিরে রাখছ না, ইকতা-বছর,
পিছিয়ে দিচ্ছি কাল, বটপাকুড়ের বুকে
দুধজল, লুকোনো ছায়ায়, আকাঙ্ক্ষা বেতফলে
হাওয়া হয়ে ঝরে-
শ্রাবণের আগে যেন শূন্যতা কাটে।

৪
আধখানা
সে তুমিও বিরল কলস
যতখানি ভরি, তার অর্ধেক শূন্যতা টানে
ভিন্ন গাত্রে জল ঢেলে দিবস ফুরোয়
অবশেষে নীল নভঘন অন্ধ হতে হতে
মুঠোয় বদ্ধ শুদ্ধ হাওয়াটুকু
পাতা নড়ে, কলসের ঘ্রাণ
দিগন্ত বিস্তৃত ঋতু কুসুমপ্রসাদ
বাকি আধখানা 'তুমি' রিদ্ধ করে, অতঃপর
দূরত্ব বাড়ায়।

৫
ছায়াদেবতা
কতখানি মিথ্যে গেঁথে বৃক্ষদেব ছায়া দিতে রাজি?
তোমার নিপুণ রোদে শামিয়ানা যথার্থ বিরাজে
এভাবে আকাশ রেখো, মেঘ রেখো, সন্ধ্যা টাঙিয়ে
বৃদ্ধ সময় এসে জুড়িয়েছে ডানা আর কপালের ঘামও
তুমি তো স্নেহের গৃহ, রোজ গড়ে তোলা পক্ষপিঠ
পিঠের ওপাশে কাদা, আধভাঙা নৌকো, নাবিক
ওসব দেখি না প্রিয়, শুয়ে পড়ি, তোমার সোপানে
রাখি মধু, ঘৃত, দেহ, সপুষ্পক চন্দনের ঘ্রাণে।

সপ্তাহের সেরা ছবি

টিনএজারদের মিলিটারি ট্রেনিং চলছে। ইউক্রেনের বিভিন্ন গ্রামে এরকমই ছবি দেখা যাচ্ছে ইদানীং। -সৌজন্যে গার্ডিয়ান।

পটচিত্রের সন্ধানে ওডিশায়

শৌভিক রায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

দশ বাই বারো ফিটের ঘরটায় বসে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, এটা স্টুডিও নাকি বিপণী? হস্তশিল্পের কাজ চলছে একদিকে। সেখানে শামিল বাড়ির বাচ্চা-বুড়ো সবাই। মহিলারাও আছেন। তাঁরা অবশ্য বেশি ব্যস্ত বেচাকেনায়। বাড়ির উঁচু দাওয়ায় পসরা নিয়ে দিব্যি বসে আছেন।

এমনই এক বিক্রেতা তরুণীর সঙ্গে কথা হল। সদ্য পড়াশোনা শেষ করেছেন। জানতে চাইলাম, এর পরের পরিকল্পনা কী। নির্দ্বিধায় বললেন, নিজেদের গ্রামের এই বিপুল সম্ভারকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া। ভালো লাগল কথাগুলি। বর্তমান প্রজন্মের সবাই বোধহয় এটাই চাইছেন।

আসলে মাত্র দশ কিমি দূরে পুরী শহর। এত মানুষের ভিড় সেখানে। কিন্তু তাঁদের গ্রাম রঘুরাজপুরে আসেন আর ক'জন! অথচ বিশ্ববন্দিত নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্র জন্মেছেন এখানে। বিখ্যাত গোতিপুয়া নৃত্যশৈলীরও উৎসভূমি এই গ্রাম। তবে সেসব ছাপিয়েও পটচিত্রের জন্য আজ তার বিশেষ খ্যাতি। নারকেল, পাম, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের ছায়া সুনিবিড় রঘুরাজপুরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে পটচিত্রের কাজ।

পটচিত্র কথাটি এসেছে পট্ট অর্থাৎ বস্ত্র আর চিত্র বা ছবি থেকে। কাপড়ের ওপর আঁকা ছবিকে তাই পটচিত্র বলা হয়। ঠিক কবে থেকে পটচিত্রের চল সেই বিষয়ে প্রামাণ্য কোনও তথ্য নেই। তবে মনে করা হয়, দ্বাদশ শতকে এর উদ্ভব। আজকের দিনে ছবি আঁকার জন্য মূলত তসর ব্যবহৃত হলেও, অন্য কাপড়েরও চল রয়েছে। কাপড়ের ওপর প্রাকৃতিক রং ব্যবহারের আগে, তেঁতুল বীজের আঠার প্রলেপ দেওয়াই রেওয়াজ। রঙের জন্য ব্যবহার করা হয় শঙ্খের ও বিভিন্ন পাথরের গুঁড়ো, কেরোসিন তেলের আলো থেকে প্রাপ্ত কালি, শাকসবজি ইত্যাদি। কখনও দুটো কাপড়কে জোড়া দিয়ে আঁকার চলও প্রচলিত। বিষয়বস্তু হিসেবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনীর পাশাপাশি অতি অবশ্যই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা স্থান পান।

মনে করা হয়, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করেই পটচিত্রের আবির্ভাব। রীতি অনুসারে স্নানযাত্রার সময় তাঁদের তিন ভাইবোনকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানো হয়। এতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। দর্শন দিতে পারেন না। তখন জগন্নাথ দেবের প্রতিভূ হয়ে দেখা দেন পুরীর কুড়ি কিমি দূরে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিবিজড়িত ব্রহ্মগিরি শহরের আলারনাথ। আবার রথযাত্রার সময়েও জগন্নাথ দেবের দর্শন পাওয়া যায় না, যেহেতু তিনি তখন থাকেন মাসি গুন্ডিচা দেবীর কাছে।

যেহেতু বহু সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাই পরিধেয় বস্ত্রের ওপর তাঁদের ছবি আঁকার প্রচলন শুরু হয়। কালক্রমে সেটিই পরিণত হয় পটচিত্রে। তবে শুধু পটচিত্র নয়, শুকনো তাল পাতার ওপর আঁকা দেখলেও চমকে উঠতে হয়। সরু পাতাগুলিকে ভাঁজ অথবা সেলাই করে যে ছবি আঁকা হচ্ছে, সেগুলি চাক্ষুষ না দেখলে বোঝা যায় না কতটা সূক্ষ্ম সেসব কাজ। এসব বাদেও নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বানানো বিভিন্ন শোপিস, সুপারির ওপর আঁকা ছবি ও নকশা দেখে স্তম্ভিত হতে হল। পাথরের ওপর কাজগুলিও অনবদ্য।

শিল্পীগ্রাম বলে খ্যাত রঘুরাজপুরে পৌঁছোনো মাত্রই মন ভরে উঠেছিল সুদৃশ্য বাড়িগুলি দেখে। প্রতিটি বাড়ির দেওয়াল সুন্দর সব ছবিতে সজ্জিত। নানা কিছু এঁকে রেখেছেন এই গ্রামের শিল্পীরা। বাড়িগুলি নিজস্বতায় আলাদা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় একশো তিরিশটি পরিবারের প্রায় সকলেই শিল্পী। এরকম একটি গ্রামও যে থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না কখনও।

বরং রঘুরাজপুরের আটাশ কিমি দূরে পিপিলিতে এসে প্রথমটায় হতাশ হলাম। আসলে আমার ধারণা ছিল রঘুরাজপুরের মতো এটিও একটি গ্রাম। কিন্তু পিপিলি ইতিমধ্যেই শহরের আকার নিয়েছে। পিপিলিতে আসার কারণ একটাই। পুরীর রথযাত্রার সময় রথগুলিকে যে বিরাট বিরাট রঙিন কাপড়ে সাজানো হয়, সেগুলি তৈরি করেন এখানকার মানুষ। তাছাড়াও অ্যাপ্লিকের কাজের জন্য বিখ্যাত হল এই জনপদটি। চাঁদোয়া, ছাতা, কাপড়ের ব্যাগ, মানিব্যাগ, মেয়েদের পোশাক ইত্যাদির জন্য ওডিশা তো বটেই, দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসছেন এখানে। পাসাপালি ডিজাইন ও সম্বলপুরী ইক্কতের খনি হল পিপিলি। তাজ্জব হলাম এখানকার ছোট ছোট দোকানগুলির বিপুল পরিমাণ মজুত দেখে। প্রত্যেকটি বিপণী নিজের মতো করে অনবদ্য।

তবে রঘুরাজপুরের গ্রাম্য সৌন্দর্য নেই এখানে। আধুনিক সভ্যতার স্পর্শে সে যেন একটু অন্য ধরনের। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই ইউনেসকোর 'হেরিটেজ ক্রাফট ভিলেজ'-এর মর্যাদা পেয়েছে রঘুরাজপুর। পিপিলি অবশ্য ব্যবসার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে রীতিমতো পরিচিত।

দুটি জনপদের মিল একটি জায়গায়। এখানকার মানুষ হাজার বছরের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। আবহমানকাল থেকে এইভাবে শিল্পকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত খুব কম। শিল্প তাঁদের কাছে শুধুমাত্র জীবিকা নয়। বরং এক অন্তর্গত তাগিদ...ভেতর থেকে উঠে আসা একমাত্র ভালোবাসা।

ছবি : লেখক

কবিতা

শ্যামচন্দ্র নাহি রে
তৃষ্ণা বসাক
সবুজ আর হলুদ গলে গলে চুইয়ে আসে স্ক্রিন থেকে,
আমার ভেতরে একটা মাঠ ঢুকে যায়, আমার ভেতরে দু'-তিনটে পুকুর,
তার যাবতীয় খলবল সহ ঢুকে যায়,
আর কিছু না, একটা ছলাং মারা দরকার শুধু-
তাহলেই সেনসেক্স উঠে যাবে-
আমাদের সব আছে-
শুধু দুজনের হাঁটার মতো রাস্তা,
পেছন থেকে জড়িয়ে ধরবার মতো আকাশ,
পায়ে পায়ে চলা পুকুর-
হলুদ বাড়ির খোলা সবুজ জানলা-
শুধু আমাদের শ্যামচন্দ্র নাহি রে, কোথাও নাহি রে!

আমাদের হ্যাপ্পি নিউ ইয়ার আছে, এক টুকরো বাবানের কেক,
পাড়ার দোকান, ছুড়ে দেওয়া, লুফে নেওয়া কুকুরের দল,
আমাদের মানিক, জয়ন্ত, ইরম্মদময় বজ্র,
মিঠে রোদ, হিমেল হাওয়া, মধুপুরের বাড়ি, বিমল কর,
মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়া, মাঝে মাঝে বীর্যপাত,
স্খলন, লোকার্পণ, পাপ, আর লিপস্টিক।
স্ট্রবেরি স্বাদ, স্ট্রবেরি স্বাদে একটু কফি, আহা!
সব আছে,
২০৬ বাসস্ট্যান্ড, বাস আর চলে না, তবু নামটা-
শুধু আমাদের শ্যামচন্দ্র নাহি রে, কোথাও নাহি রে।

রাই
প্রবীর ঘোষ রায়
হয়তো তুমিই ঠিক,
আমার বোঝায় শুধু ভুল,
ভালোবাসা আর কিছু নয়
সবুজ ঘাসের বুকে
ঝরে পড়া সহজ বকুল।

হয়তো তুমিই ঠিক,
যুদ্ধে যায় না জেতা মন,
ভালোবাসা তটিনীর মতো
অবাধ নিবিড় তার চলা
অনুভব গভীর গহন।

জোয়ারে যে ঘর ভেসে যায়
ফেরানো যায় না তাকে আর,
ভালোবাসা হয়তো বা পারে
জেগে ওঠা কোন নয়া-চরে
গড়ে দিতে বসত আবার।

চলো ফের হাতে হাত রাখি
উদয়ের দিকে হেঁটে যাই,
আলো দিলে নতুন সকাল
আমি হব গোঠের রাখাল,
তুমি চির-জন্মের রাই।

এখন বিদায়
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়
এইভাবে শব্দহীন দৃশ্যের মিছিলে যাব কথা ছিল
কথা ছিল শর্তহীন সমর্পণ আমাকে সঙ্গ দেবে ভোরবেলা
সামুদ্রিক মাছগুলি কাচের খাঁচায় আর থাকবে না বেশিদিন
বিদায় বেলার কালে দেখা হল অলৌকিক অন্দর মহলে
তারপর অ্যালবাট্রস পার হল দিকচক্রবাল

শরীরের শেষ দ্রোহ আজও কেন মাথা তোলে ঘুমের গভীরে
ছায়াসূর্য ইতিউতি উঁকি দেয় পর্দা ফাঁক করে
বিচিত্র রঙের মৃদু আলো, মায়াবী পানীয় আজও কেন হাতছানি দেয় অসময়ে

এখনই তো শেষ হবে অন্তিম আজান
ছুটি চাই, অভিকর্ষ ছিড়ে ফেলে পাড়ি দেব দূর নীলিমায়
এখন বিদায়।

দূর্বা ঘাস চাপা পড়ে গেছে
রমা ঘোষ
দুয়ারে প্রখর প্রতাপ অসময়ের এ কী পূর্বাভাষ
চাষির খোয়াব মরে গেছে, শুষ্ক শূন্য মৃত্তিকার অবাধ ফাটলে
আলের ঘাস চাপা পড়ে গেছে কংক্রিটের মায়াজালে
রোদে পুড়ে জলে ভিজে চাষির পা দু'খানি আজও বড় মজবুত।
এ কংক্রিট চায় না চাষি হালের বলদের দূর্বা ঘাসের পরিবর্তে
মরা নদী আজ বালি আর বেলাভূমিতে ভরে গেছে,
ধেয়ে আসুক উল্কাপিণ্ডের নবাগত বিচ্ছুরণ
শতাব্দীর লাঞ্ছনা আর কলুষিত ইতিহাস ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে
পাপের পুরীকে করুক দূষণমুক্ত।
ফুলে ফুলে ছয়লাপ করে ব্যর্থতার মজবুতিতে করুক করাল আঘাত
সত্য নির্ভীক বলে, জেগে থাকা 'তাঁরা'দের সঙ্গী করে এক হয়ে উঠুক
ভেঙে দিক অসময়ের মেঘেদের সব ছল চাতুরিয়ানা
একটা রেনেসাঁস এবার চাই-ই চাই।
আকাশে আকাশে যুদ্ধ, হঠাৎ মেঘেদের সংঘাত
জঞ্জাল আর জোচ্চুরিয়ানা
সব টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে ভেস্তে নাজালে হোক
সব অনাচারী মেঘেদের আর দুরাগত অভিসন্ধির পর্দাফাঁস।

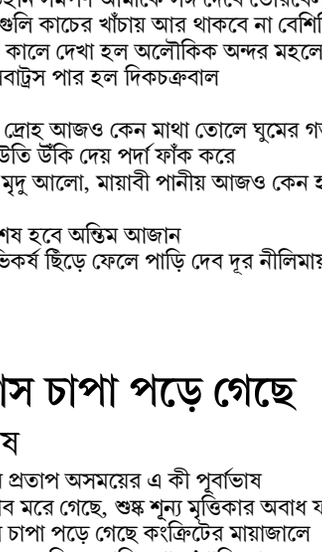

ওপারের চিঠির অপেক্ষায়
অজিত ত্রিবেদী
শিকল ওঠে, নেমে যায়----
অদৃশ্য গারদ পা থেকে শূন্য অবধি
মাঝখানে বাঁজাগাছ ফুল ফোটাচ্ছে সূর্য ওঠাচ্ছে,
সপ্তাশ্ব নেমে আসছে, মাটি ছুঁয়ে চাঁদ হাঁটছে
ঘুমিয়ে পড়তে শেষবার,
তবু শিকল থামে না, গারদ বেড়ে যায়
পাতাল ছাড়িয়ে...
পর্দার আড়ালের বাজিগর সমস্ত জোয়ার-ভাটার ভেতর
পায়চারি করছে স্বাধীন,
দৃশ্যের দর্পণে পিছলে যাচ্ছে যাবতীয় উত্থান---
পতন পার হতে গিয়ে পুনরায় ব্যূহে, সময়ের ডাকঘরে
থমকে থাকা ওপারের চিঠির অপেক্ষায়!

ক্ষোভে আর শোকে
সিদ্ধার্থ সিংহ
থমকে গিয়েছে সব আজকে হঠাৎ
হয়েছে সকাল, তবু উঠছে না সূর্য
বাতাসও গুম মেরে বসে আছে ঘরে
বৃষ্টিকে বুকে নিয়ে মেঘ থমথমে।

টিভিতে খবর দেখে ক্ষোভে আর শোকে
ফুটছে না বেল, জুঁই, টগর, মালতী
নদীতেও খেলছে না তিরতিরে ঢেউ
পাখিরা ঝিমিয়ে আছে এ ডালে ও ডালে।

রাজনীতি এ রকম! এত ভয়াবহ!
দোয়ায়নি গোরু কেউ, লেপেনি উঠোন
উনুন জ্বালেনি কেউ, কাটেনি আনাজ
শিশুরা যায়নি মাঠে, পুকুরে নামেনি।

ঘেন্নায় ফিরিয়ে মুখ সব সরে গেছে
প্ল্যাকার্ড-ব্যানার নেই, মিছিল-টিছিল
শুনসান পথঘাট, জ্বলছে না চিতা
বুকের গভীরে জ্বলে কুশপুত্তলিকা।

যুদ্ধ
মণিদীপা সান্যাল
যুদ্ধ দামামা বাজে
পথ জুড়ে সেনা পোশাকের ঝড়
নাগরিক তার কাজে

অস্ত্রের ঝনঝনি
বিষধোঁয়া পাকে পাকে জড়িয়েছে
বাসন্তী, কামদুনি

ঘর আগলানো কাজ
ভিতরে কামান দাগে এক ও অপর
যুদ্ধ থামে না আজ

নিয়তি
শান্তা চক্রবর্তী
জীবন বড় অনিশ্চিত---
তিনটি ফুলের মতো শিশু আর মা
ছ'বছর একা থাকা একজন স্বপ্নদর্শী বাবা
পুরোনো পিনকোড বদলে
সবাই একসাথে থাকতে চেয়েছিলেন,
নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস...
পৌঁছোনো হল না সেই নতুন ঠিকানায়---

ডাক্তারি পড়া ছেলেগুলো লাঞ্চ করতে বসেছিল
ওরা জানত না এটাই ওদের শেষ খাওয়া,
স্বপ্নগুলো মুহূর্তে ছাই হয়ে উড়ে গেল শূন্যে...

যারা ভাবে, পরে করব, কে জানে জীবন
কাকে কতটুকু সময় দেবে!

স্বপ্নভঙ্গের প্যারিসেই

ফাঁড়া কাটল নীরজের

৮৮.১৬ মিটার ছুড়ে প্যারিস ডায়মন্ড লিগে একনম্বরে শেষ করলেন নীরজ চোপড়া। শনিবার প্যারিসে।

প্যারিস, ২১ জুন : প্যারিসেই স্বপ্নভঙ্গ। প্যারিসেই শাপমোচন।

২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে সোনা হাতছাড়া। আবার ২০২৫ প্যারিস ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতে মরশুমের প্রথম বড় খেতাব ভারতীয় অ্যাথলিট নীরজ চোপড়ার। সেইসঙ্গে দুই বছর পর ফের ডায়মন্ড লিগের শিরোপা ভারতীয় তারকার।

প্যারিস ডায়মন্ড লিগে নীরজের মূল লড়াইটা ছিল জার্মান তারকা জুলিয়ান ওয়েবারের সঙ্গে। এর আগে দোহা ডায়মন্ড লিগ ও পোল্যান্ডের জানুজ

> আগে লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করত, কবে ৯০ মিটারের দূরত্ব পার করব। আমি খুব খুশি, এখন আর এই প্রশ্নটা শুনতে হয় না। আশা করছি, আগামী দিনে ফের ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করব।
>
> নীরজ চোপড়া

কুসোসিনোস্কি মিটে দ্বিতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল নীরজকে। এর মধ্যে দোহাতে কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করেছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিট। দুটি প্রতিযোগিতাতেই চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেয়েছিলেন ওয়েবার। কাজেই প্যারিস ডায়মন্ড লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে মরিয়া ছিলেন নীরজ।

শুক্রবার ভারতীয় সময় রাতে প্রথম বারেই ৮৮.১৬ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। এটাই শেষপর্যন্ত তাঁকে সোনা এনে দেয়। নীরজের মূল প্রতিপক্ষ জুলিয়ান ওয়েবার ৮৭.৮৮ মিটারের বেশি দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়তে পারেননি। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছেন ব্রাজিলের লুইজ মৌরিসিও ডিসিলভা। তিনি ৮৬.৬২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাথলিটদের মধ্যে এটাই সেরা থ্রো।

দোহাতে ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করেও সোনা আসেনি। আবার প্যারিসে সোনা জিতলেও ৯০ মিটারের লক্ষ্য স্পর্শ হয়নি। এদিন সোনা জেতার পর নীরজ বলেছেন, 'আমার শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে। রান আপ যেমন ভালো হয়েছে, তেমন থ্রোটাও ভালো হয়েছে। তবে আমি আরও ভালো থ্রো আশা করেছিলাম। শেষপর্যন্ত এখানে জিততে পেরে আমি খুব খুশি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আগে লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করত, কবে ৯০ মিটারের দূরত্ব পার করব। আমি খুব খুশি, এখন আর এই প্রশ্নটা শুনতে হয় না। আশা করছি, আগামী দিনে ফের ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করব।'

প্যারিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নীরজের লক্ষ্য এবার অস্ট্রাভা মিট। আগামী ২৪ জুন থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু। এরপরেই রয়েছে নীরজ চোপড়া ক্লাসিক। যেটা নিয়ে ভারতীয় তারকা নিজেও উত্তেজিত। তিনি বলেছেন, 'প্যারিসের পর আমি অস্ট্রাভা মিটে নামব। তার জন্য শরীরে দ্রুত রিকভারি প্রয়োজন। এরপর ৫ জুলাই নীরজ চোপড়া ক্লাসিক রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে আমি খুব উত্তেজিত। মনে হচ্ছে, দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছি।'

ইংল্যান্ডের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে শচীনের

ঋষভের সেঞ্চুরিতে সেলিব্রেশন সানির!

লিডস, ২১ জুন : 'সুপার্ব, সুপার্ব, সুপার্ব'।

ওয়ান হ্যান্ডেড ছক্কায় ঋষভ পন্থের সেঞ্চুরি পূরণের পর সুনীল গাভাসকারের উচ্ছ্বাসভরা প্রথম প্রতিক্রিয়া। কমেন্ট্রি বক্সে হর্ষ ভোগলেদের সঙ্গে রীতিমতো সেলিব্রেশন ভারতীয় কিংবদন্তির। বরাবরই ঋষভের প্রতি দুর্বল। ঋষভের সপ্তম শতরানের উচ্ছ্বাসে যার প্রতিফলন।

ঋষভকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সানির কথায়, নিজস্ব স্টাইল, টেকনিক, ব্যাটিং মানসিকতায় ঋষভ বাকিদের থেকে আলাদা। ওভাবেই নিজেকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে জঘন্য শটে বারবার উইকেট উপহার দেওয়ায় রেগে গিয়ে ঋষভকে 'স্টুপিড' বলেছিলেন। লিডসের ইনিংসের পর রাগ গলে জল।

গাভাসকার বলেছেন, 'বাকিদের থেকে আলাদা। ঋষভের ব্যাটিং স্টাইল, টেকনিক একেবারে ওর নিজস্ব। কারও সঙ্গে মেলে না। যে কোনও পরিস্থিতিতে ইতিবাচক মানসিকতা। ঋষভের যে ইউনিক টেকনিক, স্টাইলও ওকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বলের লাইন-লেংথকে দ্রুত পড়তে পারে। যার ঝলক লিডসের এই ইনিংসে। অতীতে সমালোচনার মুখে পড়লেও নিজের ট্রেডমার্ক শট খেলতে পিছপা হয় না। অসাধারণ ইনিংস। আগাগোড়া ক্রিকেট বিনোদন।'

হর্ষ ভোগলের কথায়, 'লাভলি, লাভলি। একহাতে ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান একমাত্র ঋষভের পক্ষেই সম্ভব। অসাধারণ দৃশ্য।'

শচীন আবার ইংল্যান্ডের ক্ষতে নুন ছিটালেন। উসকে দিলেন ২০০২-এ হেডিংলেতে ইংল্যান্ডকে দারুণ শুরু, যশস্বী-শুভমানদের শতরানের পর ঋষভের ইনিংস-দুর্দান্ত ব্যাটিং। ভারতীয় দলের ব্যাটিং মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০২-এর হেডিংলে টেস্টের কথা। সৌরভ, দ্রাবিড় এবং আমি সেঞ্চুরি করেছিলাম। শেষপর্যন্ত টেস্টও জিতি।

শোয়েব বশিরকে ছক্কা মেরে শতরানের পর ঋষভ পন্থের 'সামারসল্ট' সেলিব্রেশন। শনিবার লিডসে।

প্রথম দিনে যশস্বী, শুভমান শতরান করেছে। কাল তৃতীয় সেঞ্চুরি কে করবে?'

আজ শচীনের যে প্রশ্নের উত্তর ব্যাটিং-দাপটে দিয়েছেন ঋষভ। ভারতের প্রথম ইনিংসে তৃতীয় শতরানকারী। যা দেখার পর ঋষভকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে দেরি করেননি শচীনও। লিখেছেন, 'তোমার ব্যাটিংয়ের মতো শতরানের পর ইনিংসে হারানোর পুরোনো স্মৃতি। সেদিন রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শতরান করে জয়ের ভিত গড়েছিলেন শচীন। ২৩ বছর পর সেই হেডিংলেতে তিন তরুণের শতরান।

গতকালই শচীন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ভিত তৈরি। যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুলের সেলিব্রেশন স্টাইলও উপভোগ্য। সাবাস ঋষভ।'

ইরফান পাঠানের মুখে আবার যশস্বী প্রশংসা। বলেছেন, 'অসাধারণ ব্যাটিং। সিরিজের প্রথম বলটা ডিফেন্ড করল, তাতেই বুঝিয়ে দেয় বাকি দিনটা কীরকম হতে চলেছে। মূলত অফস্টাম্পের বাইরে বলকে টার্গেট করল। সোজা বলের ওপরও পুরোদস্তুর নিয়ন্ত্রণ। শতরানের পর ওর উচ্ছ্বাসেই পরিষ্কার, ইংল্যান্ডের মাটিতে এই ইনিংসের গুরুত্ব যশস্বীর কাছে কতটা।'

নজরে পরিসংখ্যান

৭ টেস্টে ভারতীয় উইকেটরক্ষকদের মধ্যে শতরানের নিরিখে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (৬টি) পেছনে ফেলে দিলেন ঋষভ পন্থ (৭টি)।

৩ ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে তৃতীয় শতরানে বিদেশি উইকেটকিপারদের মধ্যে সেই দেশে সবাধিক সেঞ্চুরি হয়ে গেল ঋষভের। ২০১৮ সালে ওভালে ১১৪ ও ২০২২ সালে বার্মিংহামে তিনি করেছিলেন ১৪৬ রান।

৩ টেস্টে ছক্কা মেরে শতরানে রোহিত শর্মাকে ছুঁয়ে ফেললেন ঋষভ। দুইজনেই তিনবার করে এই কীর্তি গড়েছেন। টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সবাধিক ছয়বার ওভার বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরির কৃতিত্ব আছে শচীন তেন্ডুলকারের।

৭৯ হাফ ডজন ছক্কায় টেস্টে ওভার বাউন্ডারির সংখ্যায় ধোনিকে (৭৮টি) ছাপিয়ে গেলেন ঋষভ (৭৯টি)। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর সামনে শুধু রোহিত (৮৮টি) ও বীরেন্দ্র শেহবাগ (৯০টি)।

৬১ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৬১টি ছক্কা মারা হয়ে গেল ঋষভের। প্রথমদিনই তিনি ছুঁয়ে ফেলেছিলেন রোহিতকে (৫৬টি)। শীর্ষে রয়েছেন বেন স্টোকস (৮০টি)।

ডুরান্ডের আকর্ষণ কমতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুন : এখনও আইএসএল ক্লাবেরা নিরুত্তর। তবে ডুরান্ড কাপ আয়োজনের কাজ চলছে যথা নিয়মে।

আইএসএল হওয়া নিয়ে আশঙ্কায় এখনও ভুগছে এদেশের ফুটবল মহল। যদিও যা খবর তাতে শেষপর্যন্ত লিগ হতে চলেছে। এবং আগের মতোই হবে হয়তো। দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত পিছিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। শুধু তাই নয়, চুক্তি এবং তা নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই দুই পক্ষই চেষ্টা করছে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি করে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের। অর্থাৎ, এই বছর ৩১ ডিসেম্বর রিলায়েন্স-স্টারের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। কিন্তু লিগ ঠিকঠাক করতে হলে টুর্নামেন্ট এপ্রিল, এমনকি মে মাস পর্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ফেডারেশনের কমিটিকে ইতিমধ্যেই আদালত অন্তর্বর্তী বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। তাই এই অন্তর্বর্তী কমিটি আগামী মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ চার-পাঁচ মাসের একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি বৃদ্ধি করতে পারে কিনা তার আইনি দিক খতিয়ে দেখছে দুই পক্ষই। যাতে ফুটবল থমকে না থাকে। তাছাড়া এএফসির স্লট একবার চলে গেলে সমস্যায় পড়বে এদেশের ফুটবল। সেটা চায় না কেউই। ফলে ভিতরে ভিতরে সমস্যার সমাধান খোঁজার কাজ শুরু করে দিয়েছে সব পক্ষই।

এদিকে, থমকে নেই ডুরান্ড কাপও। একান্তই যদি আইএসএলের বেশিরভাগ ক্লাব খেলতে না আসে তাহলে প্রয়োজনে স্থানীয় ছোট ছোট ক্লাবও সুযোগ পেয়ে যেতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে খেলার। আয়োজকদের ভাবনা সেই রকমই। সেক্ষেত্রে আকর্ষণ হিসেবে থাকবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। তবে মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়েছে, যাই হোক না কেন তাদের রিজার্ভ ফুটবলাররাই মূলত খেলবে।

বাভুমার চোট, নেতৃত্বে মহারাজ

জোহানেসবার্গ, ২১ জুন : জিম্বাবোয়ে সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের নেতৃত্বে কেশব মহারাজ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পেশিতে চোট পেয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। খোঁড়াচ্ছিলেন, তবুও মাঠ ছাড়েননি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর লড়াকু ব্যাটিংই দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের ভিত গড়ে দেয়। এদিকে বাভুমা এখনও সেই চোট সারিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। যে কারণে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে তিনি খেলবেন না। পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হয়েছেন কেশব মহারাজ। তবে বাভুমা একাই নন, ২৮ জুন শুরু হতে চলা সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কাগিসো রাবাদা, আইডেন মার্করামকেও।

আগে বোলিং নিয়ে প্রশ্ন ভনদের

স্টোকসের সিদ্ধান্তে ভুল নেই : সাউদি

লিডস, ২১ জুন : ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ পিচ।

মাথার ওপর ঝলমলে আকাশ। ব্যাটারদের আটকে রাখা সহজ ছিল না। তারপরও কেন টসে জিতে বোলিং নিলেন বেন স্টোকস? যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের দাপটের পর প্রশ্নটা আরও বড় আকার নিচ্ছে।

মাইকেল ভন রাখঢাক না রেখেই স্টোকসের সিদ্ধান্তকে 'ভুল' বলে দিচ্ছেন। প্রাক্তন অধিনায়কের যুক্তি, 'আমি প্রাচীনপন্থী। পুরোনো আমলের খেলার ধরনে বিশ্বাসী। মনে করি, লিডসে পরিষ্কার আকাশ, ঝলমলে রোদ, শুকনো আবহাওয়া থাকলে সবসময় আগে ব্যাট নাও। অতীতে কী হয়েছে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এদিনের পরিস্থিতি ভেবে পদক্ষেপ করা।'

ভনের যুক্তি, ইংল্যান্ডের মূল শক্তি ব্যাটিং। বোলিং সেখানে অনভিজ্ঞ। সহায়ক পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া উচিত ছিল। যদিও টসে জিতে উলটো পথে হেঁটেছেন স্টোকস! তবে ইংল্যান্ডের নড়বড়ে বোলিং দিয়ে পিচকে বিচার করতে নারাজ মাইকেল ভন।

তাকিয়ে রয়েছেন লিডসের পিচে জসপ্রীত বুমরাহ শোয়ের দিকে। বলেছেন, 'পাটা পিচ কিনা বলতে পারব না। এই পিচে বুমরাহ কীরকম বোলিং করে, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি। যে কোনও পিচ, পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারে ও। বুমরাহর বোলিং দেখার পরই পাটা পিচ কিনা বলতে পারব।'

স্টুয়ার্ট ব্রড আবার আস্থা রাখতে পারছেন না বোলারদের ওপর। পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক নিশ্চিত নন, এই বোলিং নিয়ে প্রতিপক্ষের কুড়ি উইকেট আদৌ তোলা সম্ভব কিনা। ব্রডের মতে, ম্যাচের রাশ এখন ভারতের হাতে। ইংল্যান্ডের পক্ষে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন সহজ হবে না।

ব্রড কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতের তরুণ ব্যাটারদেরও। বলেছেন, 'তরুণ ব্যাটিং লাইনআপ। যদিও ওরা পরিণত ক্রিকেট উপহার দিল। যেভাবে ইনিংসের টেম্পো বজায় রাখল, তা প্রশংসনীয়। বোলারদের রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে। সহজে উইকট দেয়নি ওরা। ইংল্যান্ডের বোলিং ভালো হয়নি। তবে কৃতিত্বটা দেব ভারতীয় ব্যাটারদের। যশস্বী, শুভমানদের ব্যাট থেকে বেরোনো বেশ কিছু শট সত্যিই চোখ ধাঁধানো।'

আগে বোলিং নিয়ে সমালোচনাকে পাত্তা দিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। স্টোকসের পাশে দাঁড়িয়ে দলের পেস বোলিং পরামর্শদাতা টিম সাউদি পালটা যুক্তি সাজালেন। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসারের দাবি, 'প্রথম দিনে উইকেট সবুজ ছিল। কিছুটা আর্দ্র। শুরুতে বোলাররা সাহায্য পাবে। টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্তের কারণ এটাই। উইকেট দেখেই পদক্ষেপ। মনে হয়েছিল, আগে বোলিং দলের জন্য ঠিক হবে। তবে অনেক সময় হিসেব মেলে না।'

জোশ টাঙ্গ ও বেন স্টোকস ৪ উইকেট নিলেও লিডসে প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর ৪৫০ পেরিয়ে যায়।

সাউদি কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় ওপেনারদের। বলেছেন, 'প্রথম ঘণ্টায় দারুণভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেয় ভারতীয় ওপেনাররা। লোকেশ রাহুল দারুণভাবে বল ছাড়ছিল। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল দুর্দান্ত। প্রথম ঘণ্টা বাদ দিলে বাকি সময়ে ব্যাটিং তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে যায়। আশা করব, আমাদের ব্যাটাররাও এর সুযোগ নেবে।'

পরের বছর অঞ্জন মিত্র

এবারের মোহনবাগান রত্ন টুটু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুন : এবারের মোহনবাগান রত্ন হচ্ছেন স্বপন সাধন (টুটু) বসু।

গত বুধবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয় এবার ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে রত্ন সম্মান পাওয়ার জন্য টুটুবাবুর নাম ওঠার প্রবল সম্ভাবনা। সেই খবরে সিলমোহর দিয়ে কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় শুরুতেই তাঁর নাম প্রস্তাব করেন বর্তমান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। বাকি সদস্যরা একযোগে দেবাশিসের প্রস্তাব সমর্থন করেন। টুটুবাবুর মোহনবাগান রত্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাম ওঠে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অঞ্জন মিত্রের। ফলে মোহনবাগান দিবসের ইতিহাসে প্রথমবার পরের বছরের রত্নের নামও ঠিক হয়ে যায়। ২০২৬ সালে মোহনবাগান রত্ন হতে চলেছেন প্রাক্তন সচিব প্রয়াত অঞ্জন মিত্র। দুইজনকে একই সভায় রত্ন প্রদানের সিদ্ধান্তে একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল। অঞ্জন মিত্রের শুরু করা এই পুরস্কারের জন্য তাঁকে বেছে নেওয়া আমাদের পরিবারের জন্য গর্বের বিষয়, বলেছেন তাঁর স্ত্রী সুজাতা মিত্র।

টুটুবাবু বলেছেন, 'আমি নবগঠিত কার্যনির্বাহী সমিতিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে মোহনবাগান রত্ন দেওয়ার জন্য। ১৯৯১ সাল থেকে আমার সাধ্যমতো মাতৃসম মোহনবাগান ক্লাবের সেবা করে এসেছি। অগণিত মোহনবাগান সদস্য এবং সমর্থকদের জানাই আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।' এরপর তিনি যোগ করেন, 'পুনর্জন্ম বলে যদি সত্যিই কিছু থাকে তাহলে সেই জন্মেও মোহনবাগানের সেবা করতে চাই।' ১৯৮৯ সালে ক্লাবে যোগ দিয়ে তিনি দুই বছরের মধ্যে ক্লাব সচিব হন। পরে আবার ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত সচিব হিসাবে জিতে আসেন। এর বাইরে অবশ্য সভাপতি পদেই তাঁকে দেখে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত টানা এবং ২০২০ থেকে '২৫ পর্যন্ত তিনি ক্লাব সভাপতি হিসেবে বারবারই ত্রাতা হয়ে উঠেছেন ক্লাবের দুঃসময়ে। এমনকি ক্লাবের ফুটবল দল বাঁচাতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জোরে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে নিয়ে আসার উদ্যোগও তাঁরই।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ আগেই জানানো হয়েছিল, মোহনবাগানের তরফে সম্মানের জন্য টুটু বসুর নাম ভাবা হচ্ছে।

এদিন মোহনবাগান রত্ন আর বাকি পুরস্কারের বিষয়ে আগামী ১১ জুলাই সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান সচিব সৃঞ্জয় বসু। এবার প্রাক্তনদের খেলা মোহনবাগান মাঠে হলেও বাকি অনুষ্ঠান হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে।

গিল-পন্থে মুগ্ধ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুন : রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের অবসরের পর শুভমান গিলের নয়া ভারতকে নিয়ে তাঁর প্রত্যাশা ছিলই। কিন্তু হেডিংলে টেস্টের শুরু থেকেই টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা দাপট দেখাবেন, ভাবতে পারেননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই বিস্ময় নিয়ে আজ মহারাজ বলেছেন, 'ভারতের শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা দেখিয়ে দিয়েছে, ওরা আগামীর দায়িত্ব নিতে তৈরি।' টেস্টে তিনটি শতরান রয়েছে ভারতীয় ইনিংসে। আট বছর পর টিম ইন্ডিয়ায় ফেরা করুণ নায়ার ও অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা বি সাই সুদর্শনরা রান পাননি। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তিত নন তিনি। সৌরভের কথায়, 'একটা ইনিংসে দলের সব ব্যাটারই শতরান করবে, এমনটা হয় না। করুণ, সুদর্শনরাও ভালো করবে। হয়তো পরের ইনিংসেই রান পাবে ওরা।'

টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের প্রায় সবাই রান করেছেন। সমস্যা হয়েছে মিডল ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে। ৪৭১ রানে শেষ হয়েছে ভারতের প্রথম ইনিংস। শেষ ৭ উইকেট পড়েছে ৪১ রানে। বিলেতের মাটিতে দলের ব্যাটিংয়ে এমন আচমকা বিপর্যয় ভালো বিজ্ঞাপন নয়, মেনে নিয়েছেন সৌরভ। বলেছেন, 'অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে। তবে ৪১ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে আরও সতর্ক হতে হবে।' চলতি লিডস টেস্টের ফল কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ২০০২ সালে সৌরভের টিম ইন্ডিয়ার তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৩ বছর আগে হেডিংলে টেস্ট জিতেছিল সৌরভের ভারত। কাকতালীয়ভাবে সেই টেস্টেও সৌরভ, শচীন তেন্ডুলকার ও রাহুল দ্রাবিড় শতরান করেছিলেন। অতীতের সেই স্মৃতি সৌরভ-শচীনদের আরও চাগিয়ে দিয়েছে। সৌরভের কথায়, 'জীবনের কিছু স্মৃতি কখনও ভোলার নয়। হেডিংলের মাঠেও অনেক স্মৃতি রয়েছে আমাদের।'

নকআউটে বায়ার্ন, হার চেলসির

ফ্লোরিডা, ২১ জুন : টানা দ্বিতীয় জয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। অন্যদিকে, ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও হার চেলসির।

গ্রুপের প্রথম ম্যাচে অকল্যান্ড সিটিকে ১০ গোল দেওয়ার আত্মবিশ্বাসে ফুটছিল বায়ার্ন। তুলনায় দ্বিতীয় ম্যাচে কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে হল ভিনসেন্ট কোম্পানির দলকে। যদিও জয় আটকাল না। বোকা জুনিয়ার্সকে ২-১ গোলে হারাল জার্মান জায়েন্টরা। ১৮ মিনিটে হ্যারি কেন এগিয়ে দেন বায়ার্ন মিউনিখকে। ৬৬ মিনিটে সমতা ফেরায় আর্জেন্টিনার ক্লাবটি। মাঝে বহু চেষ্টা করেও বোকা জুনিয়ার্সের রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না বায়ার্ন। অবশেষে ৮৪ মিনিটে কেনের বাড়ানো বল ধরে জয়সূচক গোলটি করেন মাইকেল ওলিসে। দ্বিতীয় জয়ের সুবাদে 'সি' গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করল বায়ার্ন।

বায়ার্ন মিউনিখ ২-১ বোকা জুনিয়ার্স
ফ্ল্যামেঙ্গো ৩-১ চেলসি
বেনফিকা ৬-০ অকল্যান্ড সিটি

এদিকে, ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের দাপট অব্যাহত। একদিন আগেই ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ-কে হারিয়ে চমক দিয়েছিল বোটাফোগো। এবার ফ্ল্যামেঙ্গো। ব্রাজিলের ক্লাবটির কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল চেলসি। ১৩ মিনিটে পেদ্রো নেটোর গোলে এগিয়ে যায় ইংলিশ ক্লাবটি। ৬২ মিনিটে ফ্ল্যামেঙ্গোকে সমতায় ফেরান ব্রুনো হেনরিক। ৩ মিনিট পর গোল ড্যানিলোর। এর মধ্যে আবার লাল কার্ড দেখেন নিকোলাস জ্যাকসন। দশজনের চেলসির বিরুদ্ধে তৃতীয় গোলটি করেন ওয়ালাস ইয়ান। অন্য ম্যাচে অকল্যান্ড সিটিকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল বেনফিকা। জোড়া গোল করেছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া।

চেলসির বিরুদ্ধে ফ্ল্যামেঙ্গোকে সমতায় ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস ব্রুনো হেনরিকের। ফিলাডেলফিয়ায়।

ম্যাথিউজের শেষ টেস্ট ড্র

কলম্বো, ২১ জুন : শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষে ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। কেরিয়ারের শেষ ইনিংসে মাত্র ৮ রানে আউট হলেও টেস্ট ড্র রাখার সন্তুষ্টি নিয়ে ফিরলেন।

জোড়া শতরানে টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল নাজমুল হোসেন শান্তর। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ৪৯৫-এর জবাবে শ্রীলঙ্কা তোলে ৪৮৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৬ উইকেটে টাইগারদের ২৮৫ রান। শেষদিনে ৩৭ ওভার হাতে রেখে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলাদেশ। মুশফিকুর ৪৯ রানে আউট হয়ে গেলেও ১২৫ রানে অপরাজিত ছিলেন শান্ত। লঙ্কানদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৯৬। এই পর্বে ৪৮ রানের মধ্যে শ্রীলঙ্কার ৪ উইকেট তুলে নিয়ে মরা ম্যাচে প্রাণ ফেরায় বাংলাদেশ। একাই ৩ উইকেট নেন তাইজুল ইসলাম। যদিও শেষপর্যন্ত অঘটন ঘটেনি। ৩২ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেটেই ৭২ রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। আলো কমে যাওয়ায় শেষ ৫ ওভার খেলা হয়নি।

রুপো বিট্টুর, ব্রোঞ্জ ফণির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৭৩তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে শনিবার পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলস থেকে শিলিগুড়িকে বিট্টু দাস রুপো এনে দিয়েছেন। সময় নিয়েছেন ১৫.৪ সেকেন্ড। একই বিভাগে ২০ হাজার মিটার রেস ওয়াকে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ফণিভূষণ রায়। ১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ৫০ সেকেন্ড তাঁর সময় লেগেছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

অস্মি দাস (নিবেদিতা) : আজ তোমার ১২তম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিও। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। বাবা (গৌতম), মা (অনিমা), ঠাম্মি (পুষ্প), ভাই (গৌরব)। উমারঘাট রোড, তুফানগঞ্জ।

সমীর কুমার বিশ্বাস : দাদা, তুমি আমার জীবনের আলো হয়ে থাকো, সেই আলো শরীরে মেখে অনেক বড় হতে চাই। তোমার ৭৫তম জন্মদিনে অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। - সমৃদ্ধ, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৮-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অভিষেক রাউত ৫ গোল করেন। তাদের বাকি তিন গোলস্কোরার নিশান্ত ছেত্রী, এন তামাং ও অভয় যাদব। বিধানের গোলটি বিশ্বজিৎ রায়ের। ম্যাচের সেরা হয়ে অভিষেক পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। রবিবার গ্রুপ 'বি'-তে নবীন সংঘ খেলবে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের।

ম্যাচের সেরা অভিষেক রাউত।

নজির ঋষভের ■ ক্যাচ মিসে রাশ আলগা

বুমরাহর প্রয়াসে জল সতীর্থদের

ভারত-৪৭১
ইংল্যান্ড-২০৯/৩

(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

লিডস, ২১ জুন : প্রথমদিনে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল।

আজ ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ইনিংসে তৃতীয় শতরান। শুক্রবার পড়ন্ত বিকেলে শুভমানের সঙ্গে পার্টনারশিপে বড় স্কোরের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন ঋষভ। এদিন কোনও ভুলচুক করেননি।

স্বকীয় টেকনিক, আগ্রাসী ব্যাটিং, ট্রেডমার্ক শটে দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনেও ঋষভ-রাজ। ৬৫ থেকে এদিন খেলা শুরু করে ইনিংসের শততম ওভারে শোয়েব বশিরের প্রথম বলেই লক্ষ্যপূরণ। 'ওয়ান হ্যান্ডেড' ছক্কায় পা রাখলেন সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরিতে।

গ্লাভস, হেলমেট খুলে রেখে ভারী চেহারা নিয়েই সামারসল্ট! আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর-প্রণাম। উসকে দেন ২০০২-এর হেডিংলেতে শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরি এবং ভারতের দুরন্ত জয়ের স্মৃতি।

লাঞ্চের পর ইনিংসে যখন ইতি পড়ে ভারত পৌঁছে গিয়েছে ৪৭১-এ। স্বস্তির মধ্যেও অস্বস্তির কাঁটা ৪১ রানে শেষ সাত উইকেট হারানো। ৮ বছর পর প্রত্যাবর্তনে শূন্য হাতে ফিরলেন করুণ নায়ার। শার্দূল ঠাকুর (১), রবীন্দ্র জাদেজাও (১১) ব্যর্থ। ফলে ৫৫০-এর সম্ভাবনা আটকে যায় পাঁচশোর অনেক আগেই।

শুভমানদের উদ্দীপনা অবশ্য বাড়িয়ে দিচ্ছিল জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে স্পেল। মেঘলা আকাশের (ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরুর আগে বৃষ্টিও হয়) সুযোগে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। বুমরাহর বলের হদিস না পেয়ে প্রথম ওভারেই আউট জ্যাক ক্রলি (৪)। ফ্লিক করতে গিয়ে স্লিপে করুণের হাতে ক্যাচ।

৪৭১-এর জবাবে ৪/১ ইংল্যান্ড। এখান থেকেই উলটপুরাণ। সৌজন্যে ভারতের ক্যাচ মিসের বহর এবং মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণার অনিয়ন্ত্রিত বোলিং। বেচারা বুমরাহ। তাঁর প্রথম স্পেলে বেন ডাকেটেরই জোড়া ক্যাচ ফেললেন যশস্বী, জাদেজা। পরে ওলি পোপেরও ক্যাচ হাতছাড়া হয়।

পাল্লা দিয়ে শুরুতে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের হতশ্রী বোলিং। ফল যা হওয়ার তাই। বুমরাহর তৈরি চাপ আলগা হয়ে যায় সতীর্থদের দৃষ্টিকটু ভুলচুকে। উসকে দেয় অস্ট্রেলিয়া সফরের তিক্ত স্মৃতি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বুমরাহর স্বপ্নের বোলিংয়ে জল ঢেলে দিয়েছিল যোগ্য বোলিং পার্টনারের অভাব। সিরিজ হারে ভারত।

প্রথম ওভারে জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস জসপ্রীত বুমরাহর।

ক্যাচ মিস এবং প্রসিধদের বন্ধুত্বপূর্ণ বোলিংয়েও অশনিসংকেত। সুযোগ হাতছাড়া করেনি ডাকেটরা। শুরুর নড়বড়ে পরিস্থিতি কাটিয়ে দ্রুত বাজবল-মোডে দ্রুত ঢুকে যান। ক্রলিকে প্রথম ওভারে হারানোর ধাক্কা কাটিয়ে ১২২ রানের যুগলবন্দি। জুটি ভাঙেন বুমরাহই। এবার আর ক্যাচ নয়, ডাকেটের (৬২) উইকেট ছিটকে যায়।

শতরানের লাফ ওলি পোপের। শনিবার লিডসে।

পরের ওভারে বুমরাহর শক্তিশেল সামলাতে পারেননি পোপও (৬০ রানে খেলছিলেন)। কিন্তু ফের ভুলের পুনরাবৃত্তি। ক্যাচ ধরে রাখতে পারেননি যশস্বী। দ্বিতীয় দিনে লড়াই কার্যত দাঁড়ায় ইংল্যান্ড ব্যাটার বনাম বুমরাহ (৪৮/৩)। সিরাজ (৫০/০), প্রসিধরা (৫৬/০) যেখানে দর্শক মাত্র।

ক্রলি, ডাকেটের পর ক্রমশও জাঁকিয়ে বসা জো রুটও (২৮) বুমরাহর ঝোলায়। এই নিয়ে টেস্ট ফর্ম্যাটে দশবার রুট-শিকার। তবে একঝাঁক ক্যাচ মিসের খেসারত ভালোমতো চুকোতে হয় ভারতকে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ড ২০৯/৩। এখনও ভারত ২৬২ রানে এগিয়ে থাকলেও রাশ অনেকটাই আলগা। জীবনদানের সুযোগ নিয়ে ১০০ রানে অপরাজিত পোপ। রবিবার দ্রুত ইনিংসে ব্রেক লাগাতে না পারলে ম্যাচের রং বদলে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।

দিনের প্রথম সেশনটা অবশ্য একান্তভাবে ঋষভের। ৩৫৯/৩ থেকে শুভমান-ঋষভ যখন আজ শুরু করেন দ্বিতীয় নতুন বলে সবে ৫ ওভার পুরোনো। প্রথম ঘণ্টায় যে চ্যালেঞ্জে দারুণভাবে উতরে যান দুজনে। গতকালের ১৩৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিকে দুশো (২০৯) পারের পর জুটি ভাঙে শুভমানের আউটে।

বশিরকে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন। অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের অভিষেক ইনিংসে ইতি পড়ে ১৪৭-এ (১৯টি চার ও ১টি ছক্কা)। শুভমান ফিরতেই ধস। হঠাৎই টাঙ্গ (৮৬/৪)-স্টোকসের (৬৬/৪) বলে বাড়তি মুভমেন্ট। কেঁপে যায় বাকিরা। কভার ড্রাইভ করতে গিয়ে পোপের দুরন্ত ক্যাচে শূন্যতে আউট করুণ। আট বছরের প্রতীক্ষার অবসানে শুরুটা হতাশাজনক।

টাঙ্গের আনপ্লেয়বল ডেলিভারির শিকার ঋষভ। ডিআরএস নিলেও লেগবিফোরের সিদ্ধান্ত বদলায়নি। ১৭৮ বলে ১৩৪। ১২টি চার ও হাফডজন ছক্কায় সাজানো ইনিংসজুড়ে রেকর্ড ভাঙাগড়া খেলা। আদর্শ মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে ভারতীয় উইকেটকিপার হিসেবে সাতটি টেস্ট সেঞ্চুরির নজির। ইংল্যান্ডের মাটিতে তৃতীয় শতরান। সফরকারী কোনও উইকেটকিপার-ব্যাটারের যে কৃতিত্ব নেই।

সতর্ক থেকে সামনে তাকাতে চান যশস্বী

লিডস, ২১ জুন : সব প্রথমেই সেঞ্চুরি!

ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ইংল্যান্ডেও। যশস্বী জয়সওয়াল মানেই সাফল্য। যশস্বী মানেই টিম ইন্ডিয়ার 'যশলাভ'।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি পরবর্তী জমানায় শুভমান গিলের তরুণ ভারতের অন্যতম নিউক্লিয়াস এখন যশস্বী। হেডিংলের মাঠে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করে ৯১ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। পরে অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গেও তৃতীয় উইকেটে ১২৯ রানের পার্টনারশিপ গড়েন তিনি। হেডিংলে টেস্টের প্রথম দিনের শেষে এই দুই পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে চলার পথে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে গিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতির চাপ সামলানোর পাশে শতরানের আগে হাতের পেশির টান উপেক্ষা করেই যশস্বী পথ দেখিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। আর প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার ২৩ বছরের তরুণ ওপেনার শুনিয়েছেন তাঁর সাফল্যের কাহিনী। যশস্বী বলেছেন, 'দুই হাতেই টান ধরেছিল ইনিংসের সময়। এমন ঘটনা আমার কাছে নতুন নয়। অনেক সময় হয়ে থাকে। আসলে হাতের টান ধরার থেকেও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আরও রান করা। আমি বাইশ গজে সেই চেষ্টাই করে গিয়েছি। দীর্ঘসময় ধরে পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি।'

প্রথম দিনের খেলার শেষে যশস্বী যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। ঠিক তেমনই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের এক সময়ের তিন নম্বর ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারার কাছেও মনের জানালা খুলে দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে সতীর্থ ধ্রুব জুরেলকেও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন যশস্বী। বলেছেন, 'দলের জন্য, দেশের জন্য সবসময় সেরাটা দিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করি। চাপের মুখে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানসিকভাবে সঠিক জায়গায় থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়।' রোকো জুটির টেস্ট থেকে অবসরের পর ওপেনার যশস্বীর কাঁধে এখন অনেক দায়িত্ব।

পিকে-কে লিগ উৎসর্গ

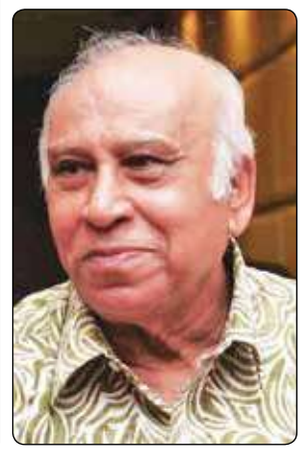

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুন : ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের কলকাতা ফুটবল লিগ তাঁকেই উৎসর্গ করছে আইএফএ। আগামী ২৩ জুন তাঁর ৮৯তম জন্মদিন। ওইদিনই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠকে ম্যাসকট প্রকাশের পাশাপাশি কিংবদন্তি ফুটবলারকে লিগ উৎসর্গ করার ঘোষণা হবে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পিকে-র পরিবারকে। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও একইভাবে একজন করে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে কলকাতা ফুটবল লিগ উৎসর্গ করার ভাবনা রয়েছে রাজ্য ফুটবল সংস্থার।

WE ARE HIRING DOCTOR
OPHTHALMOLOGIST
JOIN OUR TEAM
Location: Agartala Main City
Qualification: MS/MD/DO
Experience: Phaco Immulcification and Clinical Retina
Benifit: Attractive Salary, Attractive Incentive, Flexible Leaves
PLEASENT WORK ENVIRONMENT
CONTACT US
MOBILE: 9436135511 / WHATSAPP: 7005510711
Website: drishtidarpan.in / Email: asimvision2020@gmail.com

দুই ফাইনালিস্ট রূপন সর্দার ও সোহম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

চ্যাম্পিয়ন রূপন, রাজদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হুগলির রূপন সর্দার। শনিবার ফাইনালে রূপন ৩-১ গেমে হারিয়েছে উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়কে। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফাইনালে উত্তর কলকাতার রিশান চট্টোপাধ্যায়কে একই ব্যবধানে হারিয়ে হিমনকুমার মণ্ডল চ্যাম্পিয়ন হয়। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফাইনালে হাওড়ার আরিভ দত্তর বিরুদ্ধে উত্তর ২৪ পরগনার রাজদীপ বিশ্বাসের জয় এসেছে ৩-২ গেমে। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের ফাইনালে উত্তর ২৪ পরগনার রাজদীপ ৩-০ গেমে উত্তর কলকাতার দেবাংশু চক্রবর্তীকে হারিয়ে দেয়।

গ্র্যান্ড মাস্টারের ক্লাসে ২০ জন

দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তরফে সপ্তর্ষি রায়কে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুন : ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুরনিগমের দাবা অ্যাকাডেমিতে শনিবার গ্র্যান্ড মাস্টার সপ্তর্ষি রায় ও আন্তর্জাতিক মাস্টার অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ক্লাস শুরু হল। দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার বলেছেন, 'ফিডে রেটিং আছে শিলিগুড়ির এমন ২০ দাবাড়ু এদিন স্পেশাল ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছে। তিনটি সেশনে ঘণ্টা তিনেক করে ক্লাস করানো হয়েছে। রবিবার দুটো সেশন ক্লাস রাখা হয়েছে। পরে অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্কশপ করাবেন সপ্তর্ষি ও অরিন্দম।'

বড় জয় উইনার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র ও পদ্মরানি বসু ট্রফিতে অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে শনিবার আয়োজকরা ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে ভিএনসি মর্নিং সকারকে। আশিস বাড়ই জোড়া গোল পেয়েছে। তাদের বাকি তিন গোলস্কোরার আদিত্য সাহা, বেহান দাস ও আরিজ জাভেদ। ম্যাচের সেরা উইনার্সের রনি মণ্ডল। রবিবার খেলবে দার্জিলিং সোসাইটি ও বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমি। পরে আয়োজকদের মুখোমুখি হবে জমিদারপাড়া। সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে জেপিএফসি-বাগডোগরা ২-১ গোলে হারিয়েছে দার্জিলিং সোসাইটিকে। ম্যাচের সেরা নিখিল সাওয়ারিয়া জোড়া গোল করে। দার্জিলিংয়ের গোলটি মিঙ্গল তামাংয়ের। রবিবার পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির।

Great opportunity beyond
10th std., 12th std.
& Graduation
www.sittechno.org
ADMISSION
2025-26
Contact us immediately to learn more
9434527272 | 7477660427 | 7477847452
TECHNO INDIA
SILIGURI INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
SILIGURI INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
Academic excellence since 1999
Approval & Affiliation | Recognised by | Accredited by NAAC
Outcome Based Education
Programmes Offered
B.Tech. | B.Tech (Lat.)
ECS • CSE • IT • CE •
CSE (AI & ML) • ECE • EE
MCA | MBA
BBA • BCA • BBA-HM • BBA-ATA
BBA in Aviation Hospitality Services & Management
B.Sc in
Cyber Security • Psychology
Computer Science •
Hospitality & Hotel Admin.
Diploma
CE • EE • CST •
Electronics & Tele Comm. Engg.
3D Printing & Additive Manufacturing Program
in collaboration with
CDAC & MEITY, Govt of India
Internship
Scholarship
Placement
AI meets education. The future is here.
SCAN ME
Sem-wise Skill Enhancement Program
51 Lacs Highest Salary
Microsoft
150+ Prime Recruiters
75% Overall Placement
• Direct Admissions are also open as per govt. norms